Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/52	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1882
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Barat Press
Author/ Editor:	Harikrishna Mazumder	Size:	13x20cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Bharatbarsher Itihas: Vol. I: Hidu rajatva	Remarks:	History of India from the ancient period till the time of the "battle of Kurukshetra"

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরাজত্ব।

প্রথম খণ্ড।

অতি প্রাচীনকাল হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত সময়ের
আর্য্যজাতির ধারাবাহিক বিবরণ।

শ্রীহরিকৃষ্ণ মজুমদার
প্রণীত।

Calcutta

Printed by Bama Churn Mozoomdar,
at the Barat Press, No. 12, Pataldanga Street.
1882.

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্ততে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ।
কর্ম্মাণ্যি সংকল্পিত তৎফলানি
সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মভূতে।
অবাপ্যতাং কর্ম্ম মহীমনন্তে
তস্মিল্লঁয়ং যে ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি।
জানীমনৈতৎ কবয়ং বিলীনে
স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধম্।
প্রাপ্স্যামঃ ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা
যে ভারতেনেন্দ্রিয়বিপ্র হীনাঃ।"

[বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ, ৩য় অধ্যায়, ২৪।২৫।২৬। শ্লোক।]

প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর—

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র,

এল, এল, ডি, সি, আই, ই, মহোদয়।

মহাত্মন্!

ভারতের লুপ্ত ইতিবৃত্ত উদ্ধার কামনায় আপনি জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিয়াছেন। ভারত আপনার নিকট অসীম ঋণপাশে বদ্ধ। আপনি যে ব্রত ধারণ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা মহত্তর ব্রত জগতে আর নাই। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই যত্নসঙ্কলিত ভারতেতিবৃত্তের প্রথম খণ্ড খানি আপনার করে অর্পণ করিলাম। আপনাকে উপহার দেওয়ার যোগ্য সম্বল আমার নাই। তবে একমাত্র সাহস আছে, বিদুরপ্রদত্ত মুষ্টিমেয় তণ্ডুলকণাও আন্তরিক ভক্তির চিহ্ন স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইত্যলং পল্লবিতেন।

ইস্‌লামপুর,
১২ই আশ্বিন,
১২৮৯ সাল।

বিনয়াবনত
শ্রীহরিকৃষ্ণ মজুমদার।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়—আর্য্যজাতি।

আর্য্যজাতি—পারসিকগণের সহিত একত্র নিবাস—দেবতার সাদৃশ্য—সোম-পান—আর্য্যগণের দক্ষিণাভিমুখে প্রবেশ—আর্য্যজাতির প্রাচীন নিবাস-ক্ষেত্র—আর্য্যজাতির ভারত আগমনের কারণ—মঙ্গলাচরণ। ১—৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়—বেদ।

বেদের প্রাচীনত্ব ও মহত্ত্ব—এয়ী ও শ্রুতি—চারি বেদ—বেদসংগ্রহ ও বিভাগ—বেদ নিত্য—বৈদিক ছন্দ—ঋষিগণই বেদের প্রণেতা—বৈদিক ঋষিগণের সমাজে প্রতিপত্তি—সংস্কৃত দেবভাষা—ঋগ্বেদ—যজুর্ব্বেদ—সামবেদ—অথর্ব্ব বেদ—বেদানুসারীদিগের মধ্যে বিবাদ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ—বেদাধ্যয়নবিধি—নিরুক্ত। ... ... ৩০—৪৬

তৃতীয় অধ্যায়—মধ্য আসিয়াতে আর্য্য।

সভ্যতা—সৃষ্টি বিবরণ সাদৃশ্য—ঈশ্বর চিন্তা—প্রলয়। ... ৪৭—৫২

চতুর্থ অধ্যায়—ভারতে আর্য্য।

আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিবৃত্তের অভাব—দেবাসুরের যুদ্ধ—আর্য্য ও অনার্য্য-দিগের সমর—আর্য্যদিগের তাৎকালিক অবস্থা—সারস্বত প্রদেশ—ব্রহ্মা-বর্ত্ত—মধ্যদেশ—আর্য্যাবর্ত্ত—আর্য্যগণের দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে আগমন—ভারতে আর্য্যজাতির ক্রমিক প্রবেশ—অরণ্য পরিষ্কার—আর্য্য ও অনার্য্য-দিগের সন্ধি। ... ... ৫৩—৬৪

পঞ্চম অধ্যায়—বৈদিক আর্য্যসমাজে জাতিভেদ।

আর্য্যবংশোদ্ভব বংশত্রয়—চারি বর্ণ—পুরুষ সূক্ত—ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়—বৈশ্য—শূদ্র—পুরুষের শরীর হইতে সকল প্রাণীর উৎপত্তি—বর্ণবিভাগানুসারে কার্য্য বিভাগ—পৌরহিত্য—দেবাপি এবং শান্তনুঋষি—বেদরচয়িতা—ক্ষত্রিয়ের নিকট উপদেশ গ্রহণ—জাতিভেদের অভাব। ৬৭—৭৬

ষষ্ঠ অধ্যায়—বৈদিক আর্য্যসমাজে নৃপতি।

আর্য্যজাতির রাজাধীনে অবস্থান—রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম—রাজপ্রাসাদ—রাজাগণের একত্র সমাবেশ—পুরোপতি ও গ্রামণি—বহুবিবাহ—পুরোহিত—ধন—সমরকৌশল—যুদ্ধাস্ত্র—বর্ম্ম—রথ এবং রথী—পদচারি সৈন্য—যুদ্ধ—সৈন্যসংস্থাপন। ... ... ৭৭—৮২

সপ্তম অধ্যায়—বৈদিক আর্য্যসমাজের অবস্থা।

বিবাহ—পতিনির্ব্বাচন—বিধবাবিবাহ—দেবরকে কর প্রদান—বহুবিবাহ—পরিবার পরিবেষ্টিত হইয়া বাস—চিকিৎসা—সমুদ্রযাত্রা—পৃথিবীর অবস্থান—সৌরজগৎ—টলেমি—কোপার্ণিকাস—সূর্য্যের দূরত্ব—অক্ষক্রিয়া—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—শবসমাধি—শবদাহন—পরলোক—ইতিবৃত্তের অভাব—আর্য্যজাতির অবস্থান্তর—স্বর্গ—স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়ন—সভ্যতা—হিন্দু। ... ... ৮৩—১০২

অষ্টম অধ্যায়—সূর্য্যবংশ।

চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ—ইক্ষ্বাকু—বিকুক্ষি—পুরঞ্জয়—শ্রাবস্ত—কুবলয়াশ—মান্ধাতা অম্বরিষ—হরীত—পুরুকুৎস—হরিশ্চন্দ্র—চম্প—বাহুক—সগর—সৌদাম-বালিক—দশরথ—রামচন্দ্র—নিমি—জনক—হ্রস্বরোমা—মৃগ—শয্যাতি বংশ—ধৃষ্ট বংশ—করূষ বংশ—নরিষ্যন্ত—নভগ বংশ—কবি—জাতিভেদের অভাব। ... ... ১০৩—১০৮

নবম অধ্যায়—রঘুবংশ।

ব্রহ্মর্ষি—সে দিন আর এ দিন—প্রথম ইতিহাস—অযোধ্যা—রামচন্দ্র—সীতা—পরিণয়—তাড়কা বধ—পরশুরাম—বনবাস—ভরত ও শত্রুঘ্ন—লক্ষ্মণ—সীতা হরণ—সুগ্রীব—রাবণ বধ—বিভীষণ—অগ্নি পরীক্ষা—সীতার বনবাস—রঘুবংশের অষ্টশাখা—কুশ—অতিথি—নিষধ ও তাহার পরসাময়িক নরপতিগণ। ... ... ১০৯—১১৭

দশম অধ্যায়—চন্দ্রবংশ।

বৃহস্পতি বণিতা তারা হরণ—দেবাসুরের যুদ্ধ—বুধ—পুরূরবা—আয়ু—নহুষ বংশ—যদুবংশ—তুর্ব্বসুবংশ—দ্রুহ্য বংশ—অনুবংশ—পুরুবংশ—সুহোত্রি-বংশ—ধন্বন্তরি। ... ... ১১৮—১২৫

একাদশ অধ্যায়—কুরুবংশ।

মহাভারত—ব্যাস—বংশাবলী—যতুগৃহ—বনবাস—হস্তিনাপুর—অক্ষক্রীড়া ভারত সমর—ভারত সমরের ফল—কৃষ্ণ—রাজসূয়—জরাসন্ধ—ভারত-সমরে শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠীরের বিরাগ—যদুবংশ ধ্বংস—যাদব রমণী—মহা-প্রস্থান। ... ... ১২৬—১৩৫

দ্বাদশ অধ্যায়—ভারত সমরে হতাবশিষ্ট নরপতিগণ।

পরীক্ষিত—বক্রবাহন—ত্রিগর্ত্তগণ—বজ্রদত্ত—সৈন্ধবগণ—মেষসন্ধি—শিশুপাল ও শরভ—শকুনি ও মহারথ। ... ... ১৩৬—১৩৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়—পরীক্ষিত ও জন্মেজয়।

পরীক্ষিত—মৃগয়া—শমীক মুনি—ঋষির স্কন্ধে মৃত সর্প প্রদান—শৃঙ্গী—ব্রহ্ম-শাপ—কাশ্যপ—তমাক—নাগগণের তাপস বেশ—সর্প দংশন—জন্মেজয়—সর্পসত্র—নাগবিনাশ—আস্তীক—ব্রাহ্মণদিগের সহিত পরীক্ষিতের অসম্প্রীতি—নাগগণের ধর্ম্মনিষ্ঠা—বিনতানন্দন—মহাভারত গৃহবিবাদের ইতিহাস। ... ... ১৩৯—১৪৬

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ।

বংশাবলী—তালিকার অনৈক্য—জোন্স বেণ্টলী উইলফোর্ড—রামায়ণ—রঘুবংশ—জনকবংশ—তালিকা সকলের অনৈক্য—চন্দ্রবংশ—উভয় বংশের সমসাময়িকত্ব—পুরাণধৃত বংশতালিকা—বাইবেলের বংশতালিকা—নূতন বংশপত্রিকা। ... ... ১৪৭—১৭২

পঞ্চদশ অধ্যায়—দাক্ষিণাত্য।

আর্য্যগণের দক্ষিণাভিমুখে আগমন—ঐতিহাসিক কাল—নিষাদ—দণ্ডকারণ্য—দাক্ষিণাত্যে ঋষি—অগস্ত্য—রাক্ষস—অপরাপর বন্যজাতিগণ—সংস্কৃতের সহিত বন্যজাতিগণের ভাষাগত সাদৃশ্যের অভাব—দক্ষিণ ভারতের চারিটী ভাষা—দেশ্য, তৎসম, গ্রাম্য এবং তদভব—কণ্—নিষাদ কোল প্রভৃতি বন্যজাতিগণ আর্য্যবংশোদ্ভব নহে—অন্ধ্ররাজ অন্ধ্রযুদ্—প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাগণ আর্য্যগণকে আর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়াছেন কেন?—রাবণ কোন্ বংশ হইতে উৎপন্ন? ... ১৬২—১৭২

ভূমিকা।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্।"

এক দিন ভারত কোন বিষয়েই নির্ধন ছিল না। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে ভারতের জ্ঞান এক দিবস সমুদয় পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। যে ভারত এক সময়ে দম্ভসহকারে সমগ্র সভ্য জগতের উপর মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল, সেই ভারত আজি দীনবেশে পরের মুখাপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।• যখন একজন উদ্ধতস্বভাব বিদেশীয় যুবক জিজ্ঞাসা করিবে—'ভারতের কিসের গৌরব?—ভারতে কি ছিল?' তখন মস্তক কণ্ডুয়ণ করা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? ভারতে বেদ আছে, পুরাণ আছে, সাহিত্য আছে, বিজ্ঞান আছে, অনুসন্ধান করিয়া লও, সকলই আছে; কিন্তু বন্দনীয় আর্য্যগণের গৌরব গান করিবার জন্য প্রাচীন ভারতের একখানি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ইতিহাস নাই!

অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীত কালগর্ভে প্রবেশ করিবার বর্ত্তিকা ইতিবৃত্ত। যে প্রকার একমাত্র আলোকের অভাবে সম্মুখস্থ শত শত পদার্থ নয়নগোচর হয় না, সেই প্রকার একমাত্র ইতিবৃত্তের অভাবে প্রাচীন ভারত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। বিনা আলোকে অন্ধকারাচ্ছন্ন অপরিচিত কন্দরে প্রবেশ করিলে পথিককে দিশাহারা হইতে হয় এবং অন্ধকারময় গুহা হইতে কোন পদার্থের উদ্ধার কি প্রকার কার্য্য, তাহাও সাধারণের অবিদিত নাই।

যে ভারতীয় আর্য্যগণ এক দিবস সমগ্র সভ্য জগতের শিক্ষাদাতা হইয়াছিলেন, জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ—ভারতের অক্ষয়কির্ত্তী—বেদ যাঁহাদিগের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল, তাঁহারা যে তাঁহাদিগের ইতিবৃত্ত

রক্ষা করেন নাই, সহসা এ কথাই বা কি প্রকারে বিশ্বাস করিব। প্রাচীন ভারতে ইতিবৃত্ত লেখার প্রণালী ছিল কি না, আমরা প্রথমে এই প্রশ্নের যথাসাধ্য মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

১ম। যশঃপ্রয়াস জীব মাত্রেরই চিরন্তন ধর্ম্ম। কীর্ত্তিই যশের প্রসূ। আর্য্যগণের কীর্ত্তি রক্ষার বাসনা অতিশয় প্রবল ছিল। একজন আর্য্য গাহিয়াছেন—

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনং
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি,
স জীবতি যশো যস্য কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি,
অযশোঽকীর্ত্তি সংযুক্তো জীবন্নপি মৃতোপমঃ।"

আর্য্যগণের বিশ্বাস ছিল, ধন, জীবন, যৌবন কিছুই স্থায়ী নহে। মৃত্যুন্তে পঞ্চে পঞ্চ মিশাইবে। কেবল কীর্ত্তিই চিরস্থায়ী। কীর্ত্তিরক্ষার বাসনা যাঁহাদিগের হৃদয়ের স্তরে স্তরে এত প্রবল, তাঁহাদিগের ইতিহাস ছিল না, এ কথা কি বলিয়া বলিব?

২য়। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য মধ্যে কেবল একখানি মাত্র বর্ত্তমান ইতিহাস রহিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, ইতিহাসপদবাচ্য হইলেও তাহাকে আমরা কাব্য বলিব, যদি কাহারও ইতিহাস বলিবার বাসনা হয়, তাহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই। কেবল মাত্র কাশ্মীর ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী সর্ব্ববাদীসম্মত প্রামাণ্য ইতিবৃত্ত। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে পণ্ডিতবর কহ্লণ এই ইতিহাস আরম্ভ করেন। কহ্লণ এই গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—'পূর্ব্ব গ্রন্থকারগণ যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি পুনর্ব্বার সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি, অতএব * * সজ্জনদিগের আমার প্রতি বিমুখ হওয়া উচিত নহে। পূর্ব্ব গ্রন্থকারগণ যাহা নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী গ্রন্থকর্ত্তারা তাহাতে অযথাভাবে হস্তক্ষেপ ও তাহার বিকৃতিসাধন করিয়াছেন। সুতরাং তৎসমুদয় গ্রন্থ হইতে সত্য বিবরণ নিষ্কৃষ্ট করিতে বিশেষ দক্ষতা আবশ্যক। রাজকথা বিষয়ক বহুসংখ্যক গ্রন্থ আলোচনা করিয়া সুব্রত নামক জনৈক লেখক সংক্ষেপে তাহাদের সার

সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাঁর রচনা প্রাঞ্জল এবং মধুর নহে। ইনি লোকের স্মরণার্থ বহুবিধ নষ্ট গ্রন্থের সংক্ষেপ করিয়াছেন। তৎপরে ক্ষেমেন্দ্র নামে আর একজন কবি নৃপাবলী নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি সুকবি হইলেও অনবধানতা দোষে ইহাঁর পুস্তকের কোন অংশই নির্দ্দোষ হয় নাই। তদনন্তর নীলমুনি নামা কোন একজন গ্রন্থকার রাজবিবরণ লিখিয়াছিলেন। আমি এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। আমি সর্ব্বশুদ্ধ একাদশ খানি রাজকথাশ্রিত গ্রন্থ দেখিয়াছি এবং অনেক সত্য বিবরণ, দানপত্র, প্রতিষ্ঠাপত্র, শাসন পত্র, তাম্র শাসন প্রভৃতি সমালোচনা করিয়া বহুবিধ ভ্রম সংশোধন করিয়াছি (১)। এক্ষণেও বলিতে হইবে, ভারতে ইতিবৃত্ত ছিল না কি? পণ্ডিতবর কহ্লণ বলিতেছেন যে, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বলিবেন। তিনি একাদশখানি রাজকথাশ্রিত গ্রন্থ দেখিয়াছেন; বিশেষতঃ একটু মনোযোগের সহিত কহ্লণের বাক্য পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, কহ্লণের বহু পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতে বহুসংখ্যক ইতিবৃত্তবেত্তা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুব্রত নামা জনৈক লেখক রাজকথাশ্রিত বহুসংখ্যক গ্রন্থ আলোচনা করিয়া এক ইতিবৃত্ত লিখিয়াছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র, নীলমুনি প্রভৃতি মনস্বীগণও ইতিবৃত্ত প্রণেতা। তবে প্রশ্ন হইতে পারে; এ সমুদয় কাশ্মীরের ইতিহাসের কথা; ইহাতে ভারতের ইতিবৃত্তের কি উপকার হইল? কেবলমাত্র কাশ্মীর ভিন্ন সমগ্র ভারতের ইতিহাস স্থানীয় আর কিছুই লিখিত হয় নাই, ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? 'আর্য্য ঐতিহাসিকের সত্যপ্রিয়তা ও কর্ত্তব্য জ্ঞান কি কেবল এক কাশ্মীর দেশে সমুদিত হইয়া কাশ্মীরেই বিলীন হইয়াছে?' না, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। প্রাচীন আর্য্যগণ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, দেবভূমি কাশ্মীর সরস্বতীর নিবাস ভূমি, আর্য্যগণ উত্তর দেশে (কাশ্মীরে) শিক্ষার্থ গমন করিতেন (২)। যখন সমুদয় শিক্ষাই তাঁহারা কাশ্মীর হইতে প্রাপ্ত হইতেন, তখন কি তাঁহারা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রণালী শিক্ষা করেন নাই?

১। বান্ধব ৫ম খণ্ড ৩৮৮ পৃ।
২। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ দেখ।

পণ্ডিতবর কহ্লণের বহুকাল পরে মহাত্মা আকবরের সুপ্রসিদ্ধ সচিব আবুলফজেল একখানি প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছিলেন। কল্পনা উদ্ভাবিত বিষয়াবলীর সমাবেশ করিলে ইতিহাস হয় না। প্রকৃত ঘটনা নিচয় বর্ণনাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য। যদি আবুলফজেল প্রণীত গ্রন্থ ইতিহাস হয়, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু ঐতিহাসকগণের নিকট হইতে স্বকীয় ইতিহাসের বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

৩য়। হিন্দুকুলগৌরব, হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরায়ের বিবরণ লইয়া চাঁদ কবি বিবিধ কাব্য রচণা করিয়াছিলেন। ইহাতে দুর্দ্দান্ত যবন কবল হইতে জন্মভূমি রক্ষার চেষ্টা, জন্মভূমির জন্য নিঃসঙ্কোচে পৃথ্বীরায়ের জীবন বিসর্জ্জন প্রভৃতি সমুদয় বিষয় বিশদরূপে বিবৃত রহিয়াছে। চাঁদ কবি আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, তৎকালে জীবনীলেখক, কাব্য ব্যবসায়ী, এবং ইতিবৃত্ত স্থানীয় কাব্য বিস্তর ছিল।

৪র্থ। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে সুবিখ্যাতনামা চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থসাঙ্গং ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তিনি পঞ্চদশ বর্ষকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহাঁর অবস্থানকালের অধিকাংশ সময় ইনি সংস্কৃত অধ্যয়ন এবং দেশের আচার ব্যবহার আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই বৌদ্ধ পরিব্রাজকপ্রবর স্বীয় ভ্রমণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তৎকালে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি দিন দিন কার্য্য বিবরণ লিখার ভার ছিল। এই বিবরণগুলি নীলপীঠ নামে প্রসিদ্ধ। এই নীলপীঠগুলিকে ইতিহাস ভিন্ন আর কি বলিব।

এক্ষণে বোধ হয়, বলা অসঙ্গত হইবে না যে, প্রাচীন ভারতে ইতিবৃত্ত রক্ষার প্রথা ছিল এবং আর্য্যগণ ইতিহাস লিখিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

যদি প্রাচীন ভারতে ইতিবৃত্ত রক্ষার প্রণালী ছিল, তবে সেগুলি এক্ষণে কোথায় গেল?—কাব্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, বেদ, পুরাণ, প্রভৃতি

আর্য্যগৌরবের সমুদয় চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু ইতিহাস বা তৎস্থানীয় গ্রন্থের চিহ্নমাত্রও আজি দেখিতে পাই না কেন? দেখা যাউক, এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

৫। মধ্য সময়ে ভারত ধর্ম্মবিপ্লবে পতিত হইয়াছিল। গৃহস্থাশ্রমত্যাগী, বনবাসী, পবিত্র হৃদয় ঋষিগণের পারলৌকিক উপদেশ পরম্পরায় সমগ্র নেপালের পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান হইয়া মাতা, পিতা, বন্ধু, বান্ধব, জায়া, রাজ্য প্রভৃতি পরিত্যাগী বুদ্ধদেব জনগণকে ডাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন। অল্প দিবস মধ্যেই ভারত বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত হইল। আর্য্যগণ ইহকাল ভুলিয়া গেলেন, ইহকালের সমুদায় বাসনা তুচ্ছ বোধ করিতে লাগিলেন, সংসারধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইল। এই অবস্থায় কিছু দিবস সমাজ চলিতে লাগিল, এমন সময় মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন—

মা কুরু ধন জন যৌবনগর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ভাব দৃঢ়তর হইল। কেবলমাত্র ব্রহ্মপদ চিন্তাই জীবনের সার ব্রত হইল। সুতরাং এই প্রকার সমাজ বিপ্লবে অযত্ন বশতঃ অনেক প্রাচীন ইতিবৃত্ত নষ্ট হইল, অথচ তৎকালের ইতিবৃত্ত বিশেষরূপে সংগৃহীত হইল না।

২। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারত বৈদেশিক আক্রমণে পীড়িত। যে দেশে যে কোন সময়ে যে কেহ প্রবল নরপতি হইয়াছেন, ভারত তাঁহারই দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে। যে দিন সিন্ধুনদের সুপবিত্র বক্ষে যবনতরণী ভাসিয়াছে, সেই দিন হইতেই ভারতের পবিত্র অঙ্কে কলঙ্ক রেখাপাত হইয়াছে। কলঙ্কচিহ্ন ধুইয়া যায়, ইহা কাহার না ইচ্ছা। যদি জীবন পরিত্যাগ করিলে কলঙ্ক ধুইয়া যায়, তাহাতেও বোধ হয়, কেহ কুণ্ঠিত হইবে না। যে দিবস

হইতে ভারতের ইতিহাসের নামান্তর দাসত্বের ইতিহাস হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আর্য্যগণ ইতিহাস—কলঙ্কের নিশান—রক্ষা করিতে বিতস্পৃহ হইয়াছেন। সুতরাং অযত্নে অনেক ইতিবৃত্ত নষ্ট হইয়াছে (১)।

৩। প্রাচীন ভারতে বিবিধ রাজবিপ্লব ঘটিয়াছিল। এই সকল রাজবিপ্লবে বিবিধ অমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থ এবং তৎসহ সমুদয় ইতিবৃত্ত নষ্ট হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তির প্রতি ইতিবৃত্ত লিখিবার ভার ন্যস্ত ছিল, তাঁহারা রাজকোষ হইতে তাঁহাদিগের পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইতেন। সুতরাং এই সকল ইতিবৃত্ত বা নীলপীঠ রাজকীয় পুস্তকাদির সহিত রাজনিকেতনেই থাকিত। রাজপ্রাসাদই আক্রমণকারীগণের প্রথম লক্ষ্য, আক্রমণকারীগণ রাজবংশীয়গণের প্রাণ নাশ করিয়াছে, ধনাগার লুণ্ঠন করিয়াছে, রাজকীয় কাগজপত্র নষ্ট করিয়াছে। এই প্রকারে এক আক্রমণের পর অন্য আক্রমণ, এক রাজবিপ্লবের পর অন্য বিপ্লব সমুদয় ইতিবৃত্তও নষ্ট করিয়াছে (২)। এই সকল বিপ্লবে ঠিক যে কেবলই ইতিবৃত্ত নষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, কত কাব্য, কত দর্শন, কত বিজ্ঞান, কত অমূল্য গ্রন্থ ভস্মে পরিণত হইয়াছে। ভারতে যে সকল গ্রন্থ ছিল শুনিয়াছি, তাহার এক অষ্টমাংশও আজি বর্ত্তমান নাই। কথিত আছে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পুস্তকাগারের অগ্নি এক মাস নির্ব্বাণ হয় নাই। সেই অগ্নিদাহে ভারত যে কত সহস্র সহস্র অমূল্য রত্ন হারাইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞানাদি অন্যান্য গ্রন্থ অপরাপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইত, সুতরাং তাহা রাজনিকেতন ভিন্ন অন্যত্রও থাকিত; কিন্তু ইতিবৃত্ত রাজদত্ত বেতনভোগী ব্যক্তিগণের লেখনীপ্রসূত, তাহা রাজনিকেতনেই থাকিত। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, কোন গ্রন্থ রচিত হইলে তাহার বহুল প্রচার এক প্রকার অসাধ্য ছিল। রাজনিকেতনে যে সকল গ্রন্থ রাজবিপ্লবে নষ্ট হইল, তাহার আর উদ্ধার হইল না। আমরা

১। গ্রন্থকর্ত্তার কোন সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত বন্ধু বলিয়াছিলেন, যবনাধিকারের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করিও না, যবনাধিকারের ইতিহাস না লেখাই ভাল। দাসত্বের ইতিহাস লিখিয়া কি হইবে?'

২। An address on the study of Indian History page, 6.

প্রাচীনভারতের ইতিবৃত্ত, বন্দনীয় আর্য্যগণের পবিত্র কার্য্যকলাপের বিবরণ হইতে বঞ্চিত হইলাম।

যাহা হউক, আজি সমগ্র ভারত অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত ইতিহাস স্থানীয় গ্রন্থ একখানিও পাওয়া যাইবে না। তাই বলিতেছিলাম, বিনা বর্ত্তিকায় অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশের ন্যায় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে;

আমি এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি কেন? কে বলিবে, কেন এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি? কেহ কি বলিতে পারে, পতঙ্গ প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখায় পতিত হয় কেন? লোক জানুক বা না জানুক, আমি জানিয়া শুনিয়া এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, জানিয়া শুনিয়া জনসমাজে উপহাসাস্পদ হইতে চলিয়াছি। তবে আমার একমাত্র সাহস আছে, অকৃত-কার্য্য হই, সাধু সঙ্কল্পে জীবন অতিবাহিত করিলাম বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব। 'যত্নেকৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষ।'

যদিও ভারতের ইতিহাস নাই, তথাপি চেষ্টা করিলে ভারতে ইতিবৃত্তের অস্থি পঞ্জর সংগৃহীত হইতে পারে কি না? কোন জাতির প্রকৃত ইতিহাস জানিবার বাসনা হইলে সেই জাতির জাতীয় উন্নতি এবং সভ্যতার ক্রমিক বৃদ্ধি কি প্রকারে সংঘটিত হইয়াছিল, প্রথমে তাহাই দেখা আবশ্যক। ভারতীয় আর্য্যগণ কি প্রকারে সর্ব্ব প্রথমে সমাজ বন্ধন করিয়াছিলেন, কি প্রকারে সমাজের বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, জানিতে পারিলে প্রাচীন ভারতের লুপ্ত ইতিবৃত্ত অনেকাংশে সাধারণ সমক্ষে প্রচার করা যাইতে পারে। অধ্যবসায়শীল পাঠক ভারতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার আলোড়ন করিলে আর্য্যগণের সামাজিক রীতি, নীতি, ধর্ম্মনীতি সভ্যতার ক্রমিক উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। কিন্তু এই দুরূহ কার্য্য কি মাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার আশা করা যাইতে পারে?—না, কখনই না। তবে প্রাচ্যতত্ত্বানুসন্ধায়ী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থ আলোড়ন, শব্দবিদ্যার আলোচনা, প্রাচীন চিহ্ন সকলের উদ্ধার প্রভৃতি দ্বারা লুপ্ত ভারতেতিবৃত্ত অনেকাংশে

সাধারণের গোচর করিয়াছেন। তাই আমার সাহস, সেই সাহসেই আমি এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছি। পণ্ডিতগণের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে পাইব বলিয়াই, আমি সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি।

প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত এক্ষণে আর পাইবার উপায় নাই। বর্ত্তমান সময়ের পণ্ডিত মণ্ডলী যে সকল ভারতেতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন গ্রন্থ পাঠ করিয়াই তৃপ্তি লাভ হয় না। হিন্দুরাজত্ব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কোন গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ সেই গ্রন্থগুলি আবার ইংরাজি ভাষায় লিখিত প্রাচ্যতত্ত্বানুসন্ধায়ী সুধীগণ প্রাচীন ভারতেতিবৃত্তের যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সংগহ করিয়াছেন, সে গুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সেই গুলিকে একত্রে সমাবেশ করিয়া ইংরাজি অনভিজ্ঞ পাঠকদিগের জন্য এই গ্রন্থ লিখিত হইল। আমরা বাঙ্গালী, আমাদিগের মাতৃ ভাষায় লিখিত আমাদিগের দেশের একখানি ইতিবৃত্ত নাই, তাহা কি সামান্য লজ্জার বিষয়।

বঙ্গসাহিত্যে যে অভাব আছে, আমার এই গ্রন্থ দ্বারা তাহা মোচন হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে ভবিষ্যতে কোন মহোদয় যদি এই পথ অবলম্বন করেন, তবে আমি তাঁহার পথপ্রদর্শক ইহাই আমার শ্লাঘা।

কোন পুস্তক বা মতবিশেষের অনুসরণক্রমে এই গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় বিবিধ গ্রন্থের আলোচনা করিয়া যাহা ধারণা হইয়াছে, এই গ্রন্থে তাহাই বিবৃত হইল। জ্ঞানের অল্পতাপ্রযুক্তই হউক বা কল্পনা সল্প পথগামীনী বলিয়াই হউক, স্থানে স্থানে ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্বানুসন্ধায়ী সুধী মহোদয়গণের বিরুদ্ধ মতও সন্নিবেশিত হইয়াছে। সহৃদয় পাঠক দোষভাগ পরিত্যাগ দ্বারা এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

বর্ত্তমান ইতিবৃত্তের হিজুরাজত্ব ন্যূনাধিক সহস্র পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত ইইবে। সাত বৎসর একাদিক্রমে চেষ্টা করিয়া এক্ষণে সমগ্র হিন্দুরাজত্বের যথাসম্ভব ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু বঙ্গীয় পাঠক সমাজের যেমন অবস্থা, তাহাতে কয় জন লোক নিরস ইতিবৃত্ত পাঠ করিবার অভিলাষ করিবেন; বিশেষতঃ দীর্ঘায়তন সহস্র পৃষ্ঠায় সমাপ্ত গ্রন্থ ক্রয় করা সকলের

পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না। এই নানা কারণে গ্রন্থখানিকে খণ্ডাকারে প্রকাশ করিবার বাসনা করিয়াছি। সম্প্রতি প্রথম খণ্ড হস্তে লইয়া পাঠকমণ্ডলী সমক্ষে উপস্থিত হইলাম।

প্রথম খণ্ডে আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা হইতে সুপ্রসিদ্ধ ভারতসমর পর্য্যন্ত সময়ের ইতিবৃত্ত বিবৃত হইল।

দ্বিতীয়খণ্ডে ভারতসমরাবসানে ভারতের অবস্থা, রামায়ণ মহাভারতাদির সময় কি প্রকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, রাজ্য শাসনাদি এবং প্রজা পালনের নিয়ম কিরূপ ছিল, রীতিনীতি, আচার, ব্যবহার, বর্ণবিভেদ প্রভৃতি আর্য্যসমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা যে প্রকার ছিল, তাহার বিশেষ আলোচনা করা যাইবে এবং তৎসহ আর্য্যজাতির সাহিত্য-বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির যথাযথ আলোচনা প্রকটিত হইবে।

হিন্দুরাজত্বের অবসান বর্ণনাই তৃতীয়খণ্ডের উদ্দেশ্য। হিন্দুরাজ্যের বিলোপ এবং যবনদিগের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত সময়ের ইতিবৃত্ত তৃতীয় খণ্ডে বিবৃত হইবে।

বহরমপুর কলেজের সুবিজ্ঞ অধ্যক্ষ আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত ডবলিউ, বি, লিবিংষ্টোন সাহেব মহোদয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন সময় আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আবশ্যকানুসারে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহারই যত্নে কলেজের সুবিস্তৃত পুস্তকালয়ের পুস্তকাদি যদৃচ্ছ ব্যবহার করিয়াছি এবং তাঁহার উৎসাহেই এই পুস্তক হস্তে লইয়া জনসমাজে দর্শন দিতে সাহস করিয়াছি।

বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিতবর মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, প্রীতিভাজন রেবারেণ্ড চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুবিখ্যাত উদ্ভ্রান্তপ্রেম প্রণেতা বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থখানি দেখিয়া দিয়াছেন। এই সকল মহোদয়গণকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া এই ভূমিকার উপসংহার করিলাম। ইত্যলং পল্লবিতেন—

গ্রন্থকারস্য।

ইস্‌লামপুর

উপক্রমণিকা।

ভূবৃত্তান্ত।

কোন দেশের ইতিবৃত্ত অধ্যয়ণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে তদ্দেশীয় ভৌগলিক জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক। তজ্জন্য এ স্থলে প্রাচীন ভারতের নগরাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রাচীন ভারতের একখানি ভূগোল সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান পুস্তকে আমরা যে সময়ের বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, সে সময়ের কি ইতিবৃত্ত, কি ভূগোল, সমস্তই বিশেষ গোলযোগাকীর্ণ। যাহাই হউক, আমরা বহুযত্নে প্রাচীন ভারতের সামান্যাকার একখানি ভূবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু এই ক্ষুদ্র উপক্রমণিকায় তাহার স্থান হইবার সম্ভব নাই। যদি কখন এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড হস্তে করিয়া পাঠক সমাজে উপস্থিত হইতে পারি, তবে সাধ্যানুসারে পাঠকমণ্ডলীর কৌতূহল নিবারণের যত্ন করিব। পাঠকমহোদয়গণ বর্ত্তমান গ্রন্থ পাঠসময়ে যে সকল স্থানাদির প্রাচীন নাম প্রাপ্ত হইবেন, তদ্বিবরণ কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত না থাকিলে সময়ে সময়ে বিশেষ অসুবিধা হইবার সম্ভব, এই নিমিত্ত সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে প্রাচীন নগরাদির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। রামায়ণ ও মহাভারত মধ্যে যে সকল স্থলের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রধানতঃ তাহারই আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের একখানি মানচিত্র এই গ্রন্থসহ পাঠকমণ্ডলীকে উপহার দিবার বাসনা করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন অনিবার্য্য প্রতিবন্ধক জন্য দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের প্রতীক্ষায় এক্ষণে নিরস্ত থাকিতে হইল।

ভারতীয় প্রাচীন নগর সকলের মধ্যে অযোধ্যার নাম সর্ব্ব প্রথমে দৃষ্ট হয়। এই নগরী সূর্য্যবংশীয়দিগের স্থাপিত। কথিত আছে, কোশলরাজ্যে সরযূতীরে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত অতি উৎকৃষ্ট রাজপন্থা ও পয়ঃপ্রণালীযুক্ত অযোধ্যা নগরী অবস্থিত। মানবেন্দ্র মনু কর্ত্তৃক এই নগর সংস্থাপিত হইয়াছিল (১) এই নগরী সুবিভক্তান্তর দ্বার, সুবিস্তীর্ণ মহাপথ এবং জলসিক্ত রেণুযুক্ত রাজমার্গ দ্বারা শোভিত। ইহাতে বিবিধ বণিক, নানা রত্ন বিভূষিত বিপনি, মনোহর উদ্যান এবং দুর্গ ছিল। নানা আয়ুধসমন্বিত দুর্গ সুগভীর পরিখাবৃত ছিল। কবাটযুক্ত তোরণ সকলে সদা ভীমবল প্রহরীনিকর থাকিত। রাষ্ট্রবর্দ্ধন মহাত্মা দশরথ, মঘবা যে প্রকারে স্বীয় পুরী রক্ষা করেন, তদনুরূপ এই পুরী রক্ষা করিতেন। সুবৃহৎ দ্বারযুক্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে সুবিভক্তান্তর আপণশ্রেণী ছিল। শতঘ্নি প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক সজ্জিত থাকিত। হস্ত্যশ্বরথসম্পন্না নানা যান সমাকুলা অযোধ্যা সদা নানা পথিক, দূত, বণিক প্রভৃতি দ্বারা শোভিত থাকিত। দেবতায়তন সকল বিমানবৎ শোভা পাইত। সভা, উদ্যান, অতিথিশালা প্রভৃতি মনোহর স্থান সকল সর্ব্বদা অমরোপম আর্য্যপুরুষ দ্বারা পূর্ণ থাকিত। রত্নভূষিত শৈলাগ্রনিকরের ন্যায় প্রাসাদশিখর সকল শোভা পাইত। ধনধান্যসমন্বিত সুচিত্রিত অবিচ্ছিন্নান্তর

১। কোন্ সময়ে পূজ্যপাদ আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই স্থানে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত হইয়াছে, ভগবান মনু তরণীযোগে উত্তরস্থ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভারতে আগমন করিয়াছিলেন—(এই গ্রন্থ, প্রথম পরিচ্ছেদ) আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া কিছু দিবস পঞ্চপদ প্রদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন।—(১ম পরিচ্ছেদ) এক্ষণে দেখা যাইতেছে, মনু অযোধ্যা নগরীর স্থাপয়িতা। যে দিবস আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দিবসই যে তাঁহারা রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এ প্রকার অনুমান করা সঙ্গত নহে। যে সময় আর্য্যগণ রাজ্য ও নগর স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পবিত্র সলিলবাহী সিন্ধু অতিক্রম করিয়াছিলেন, নিতান্তপক্ষে তাহার এক শতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্যবীরগণ দলে দলে ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিরাপদে ভারতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, প্রবল পরাক্রান্ত অনার্য্যগণ তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইয়াছিল—(১ম পরিচ্ছেদ) সুতরাং তাঁহারা এক দিন বা দুই দিনে সিন্ধু অতিক্রম করিয়া রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হন নাই।

গৃহ সকল হইতে সদা মৃদঙ্গ, বেণু, বীণা প্রভৃতির মনোহর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইত। (১)

অযোধ্যা বর্ত্তমান আউদ। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রদেশ মুসলমানদিগের অধীন হয়। আকবরের রাজত্বকালে অযোধ্যা বিভাগ উজিরের শাসিত সুবা ছিল।

অযোধ্যার পরই পুরণাদিতে মিথিলার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই নগরী মিথিলারাজ্যের রাজধানী। ইক্ষ্বাকুর সন্তানগণমধ্যে একের বংশে রঘুকুল তিলক রামচন্দ্র ও অপরের বংশে সতীকুলের আদর্শস্বরূপ মৈথিলী অবতীর্ণা হন। রঘুবংশীয়দিগের রাজধানী অযোধ্যা এবং জনকবংশীয়দিগের রাজধানী মিথিলা। "মিথিলা বর্ত্তমান ত্রিহুত, গণ্ডকী নদী ইহার পশ্চিম সীমা। ইহা ইক্ষ্বাকুর পুত্র মিথিরাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম মিথিলা। বিষ্ণুপুরাণাদির প্রমাণানুসারে মিথি ও বিদেহ একই ব্যক্তির নাম, সেই হেতু মিথিলাকে বিদেহও বলে। মিথিলার অন্য এক নাম জনকপুর; তদনুসারে উহাকে অনেকে জনকপুর বলিয়া থাকেন (২)।" মিথিলা এক্ষণে ত্রিহুত নামে খ্যাত। ত্রিহুত পাটনা বিভাগে স্থিত। বিশালা নামক একটী স্থানের নাম রামায়ণে উক্ত আছে। রামচন্দ্র মিথিলা গমনকালে এই বিশালা উত্তীর্ণ হইয়া গমন করিয়াছিলেন। যদিও রোটাস, চম্পাপুর

১। ইতিবৃত্তবেত্তা হুইলার সাহেব বলেন যে, অযোধ্যার গৃহ সকল তৃণাবৃত ছিল—History of India II p 9. এবং অযোধ্যার চতুর্দ্দিকে যে সকল প্রাচীর ছিল, তাহা ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত নহে; সে গুলি মৃত্তিকা নির্ম্মিত সামান্য 'বেড়' মাত্র—History of India II. p 8. শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বিশদরূপে হুইলার সাহেবের এই মত খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অযোধ্যা দ্বিতল ত্রিতল সৌধমালায় শোভিত ছিল এবং চতুর্দ্দিক ইষ্টক প্রস্তর প্রভৃতি নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তিনি আরও দেখাইয়াছেন, হুইলার সাহেব কির্ত্তীবাসের বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে সমস্ত বর্ণনাদিগ্রহণ করিয়াছেন—Dr R. L Mitra's Indo Aryans Vol I PP 21—25.

২। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অনুবাদিত রঘুবংশের পরিশিষ্টে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ।

প্রভৃতি দুই এক স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয়দিগের স্থাপিত নগরাদির মধ্যে অযোধ্যা ও মিথিলাই বিখ্যাত।

চন্দ্রবংশীয়গণ বুধের কিছুকাল পরেই বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছিলেন। চন্দ্রবংশীয়গণ কর্ত্তৃক স্থাপিত বহু নগরের নাম দৃষ্ট হয়। টড সাহেব অনুমান করেন, হৈহয় বংশীয় সহস্র অর্জ্জুন স্থাপিত নর্ম্মদা তীরস্থ মাহিষ্মতীই(১) চন্দ্রবংশীয়গণ স্থাপিত প্রথম নগর। উক্ত আছে, সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় পৌরহিত্য বিবাদে সহস্র অর্জ্জুন মাহিষ্মতী হইতে তাড়িত হন। এক্ষণেও নর্ম্মদাকূলে হৈহয় বংশীয় লোক বাস করে।

দ্বারকা সমুদ্র কূলস্থ নগরী। কথিত আছে, সুরপুর সদৃশী মথুরা প্রভৃতির পূর্ব্বে এই নগরী স্থাপিত হইয়াছিল। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত; কিন্তু কি প্রকারে যাদবগণ ইহাতে প্রবেশাধিকার পাইলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। মহাভারতের সময় দ্বারকা প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। যশস্বীর বংশীয় রাজগণের প্রাচীন ইতিবৃত্তে উক্ত হইয়াছে, প্রথমে প্রয়াগ, তৎপরে মথুরা এবং সর্ব্বশেষে দ্বারকা স্থাপিত হয়।

প্রয়াগ কোন্ সময় স্থাপিত হয়, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। প্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশীয় নরপতি দুষ্মন্ত এই নগরে বাস করিতেন। গঙ্গা এবং যমুনার সংযোগস্থলে এই নগর স্থাপিত। গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গমস্থল বলিয়া হিন্দুগণ কর্ত্তৃক আদৃত।(২) এক্ষণ প্রয়াগ ইংরাজরাজ্যের উঃ, পঃ, প্রদেশের রাজধানী। এই স্থানে ১৫৮৩ খ্রীঃ, অঃ, সম্রাট আকবর এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহা আজিও বর্ত্তমান আছে।

১। উক্ত স্থানে আজিও "সহস্র অর্জ্জুনের নাম শ্রুত হওয়া যায়। তাহারা মাহিষ্মতীকে "সহস্র রাহুকা বস্তি বলে।" "মাহিষ্মতী নগরী বর্ত্তমান চুলি মাহেশ্বরপুর; কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পূর্ব্বপুরুষ সাহস্রের পুত্র মহিষ্মান্ নরপতি দ্বারা এই মাহিষ্মতী নগরী নর্ম্মদাতীরে নির্ম্মিত হয়। ইত্যাদি।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

২। "প্রয়াগঃ ভাস্কর ক্ষেত্রং। "শ, ক, দ্র,

মথুরা যমুনাতীরে অবস্থিত। আলেক্‌জাণ্ডারের ইতিবৃত্তলেখকগণ বলেন, সে সময় মথুরাকে শূরসেন বলিত। এই নগরে কংশ রাজত্ব করিতেন কৃষ্ণ তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া এই নগর অধিকার ও ইহাতে কিছুকাল রাজত্ব করেন। ১০১৭ খ্রীঃ, অঃ, ইহার হিন্দু মন্দির সকল মহম্মদ গজনবি কর্ত্তৃক বিধ্বংসিত হয়।

হস্তিনাপুর হরিদ্বারের বিশ ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এই নগর চন্দ্রবংশীয় নরপতি হস্তী কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছিল। হস্তিনাপুরে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রাজত্ব করিতেন। ভারত সমরের পর কিছুকাল যুধিষ্ঠীর এই নগরে রাজত্ব করিয়া পরীক্ষিতের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করতঃ মহাপ্রস্থানে প্রয়াণ করেন।

কাম্পিল্য নগর হস্তিনাপুরের অনেক পরে স্থাপিত। হস্তীর তিন পুত্র। প্রথম পুত্র অজামিদের বংশে রাজশ্ব জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম কাম্পিল্য। কাম্পিল্য কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয় বলিয়া ইহার নাম কাম্পিল্য নগর (১)।

মহোদয় গঙ্গাতীরে স্থাপিত। এই নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া পরে কান্যকুব্জ হইয়াছিল। রাজশ্বের দ্বিতীয় স্ত্রী কেশূনী গর্ভোৎপন্নগণ কুশিকবংশ বলিয়া খ্যাত। কুশের চারি সন্তান। তন্মধ্যে একের নাম কুশনাব আর এক জনের নাম কুশাম্ব। কুশনাব এই নগর স্থাপন করেন। ১১৯৩ খ্রীঃ, অঃ, সাহাবুদ্দীনের আক্রমণ সময়েও এই নগর খ্যাত্যাপন্ন ছিল (২)। কৌশাম্বী

১। পঞ্চভ্রাতায় মিলিয়া আপনাদিগকে "পঞ্চালিকা" বলিতেন। এই পঞ্চালিকার রাজধানী কাম্পিল্য নগর। Tod's Rajasthan Vol I Pages 31 and 34. কাম্পিল্য নগরের অবস্থান সম্বন্ধে কনিংহার বলেন ঃ—"On the old Ganges between Budron and Furruckabad."

২। ফিরিস্তাতে এই প্রকার কনোজ বর্ণিত হইয়াছে, "প্রাচীনকালে ইহার পরিধি ৩৫ মাইল ছিল এবং ইহাতে সহস্র তাম্বুলের বিপনি ছিল।" কথিত আছে, কুশনাবের শতকন্যা হইয়াছিল; কন্যা সকল সূর্য্যের মতানুগামিনী না হওয়ায় সূর্য্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া কুব্জ হইয়াছিল। এখানে কন্যাগণ কুব্জ হইয়াছিল বলিয়া, ইহার নাম কান্যকুব্জ।

নগরী কুশাম্ব কর্ত্তৃক স্থাপিত। একাদশ শতাব্দীতেও ইহার নাম বিলুপ্ত হয় নাই (১)।

ধর্ম্মারণ্য এবং বসুমতী কুশের অপর দুই সন্তান স্থাপিত। কিন্তু ইহার বৃত্তান্ত অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত আছে।

রাজগৃহ গঙ্গাতীরে স্থিত। চন্দ্রকুলোদ্ভব কুরুর চারি সন্তান, পরীক্ষিত, সুধনু, জহ্নু এবং নিষধ। সুধনুর বংশ জরাসন্ধতেই শেষ হয়। এই নগর জরাসন্ধের রাজধানী। এক্ষণে ইহার নাম রাজমহল, বর্ত্তমান বিহার প্রদেশে স্থিত।

ইন্দ্রপ্রস্থ যমুনাতীরে স্থিত। যে সময় ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ রাজ্য বিভাগ করিয়া লন, সেই সময় পূর্ব্বোক্তগণ প্রাচীন রাজধানীতে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং শেষোক্তগণ ইন্দ্রপ্রস্থে নবরাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে এই নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া দিল্লী হইয়াছে।(২)

পালিবোথরা ও আরোর পরীক্ষিত বংশীয়গণ কর্ত্তৃক স্থাপিত। প্রথমোক্ত গঙ্গা এবং শেষোক্ত সিন্ধুতীরে অবস্থিত। কালিঞ্জর বুন্দেলখণ্ডস্থিত বিখ্যাত দুর্গ। দুষ্মন্তের চারি পৌত্র, কালিঞ্জর, কেরল, পাণ্ড এবং চৌয়াল। বোধ হয়, এই স্থান কালিঞ্জর কর্ত্তৃক স্থাপিত। পাণ্ডুমণ্ডল, মালবর উপকূলে স্থিত। দুষ্মন্তের পৌত্র পাণ্ডই বোধ হয়, এই স্থানের স্থাপয়িতা।(৩) চৌয়াল, সৌরাষ্ট্র প্রায় দ্বীপে সমুদ্রকূলে স্থিত। চৌয়াল কর্ত্তৃক এই স্থান স্থাপিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। চম্পামালিনী, অঙ্গদেশের রাজধানী (৪)। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ অঙ্গ কর্ত্তৃক বোধ হয়, এই নগর স্থাপিত হইয়াছিল।

১। কথিত আছে, যশপাল এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। See Asiatic Researches Vol IX Page 440. উইল ফোর্ড পৌরাণিক ভূগোল নামক প্রবন্ধে বলেন, "কৌশম্বী আলাহাবাদের নিকট।" As. Res. Vol XIV.

২। "ইন্দ্রপ্রস্থং রাজ যুধিষ্ঠির নির্ম্মিত নগরং। অধুনা দিল্লী ইতি খ্যাতা। ইতি মহাভারতং॥ "শ, ক, দ্রু,

৩। "পাণ্ডরাজ্য দণ্ডকারণ্যের অন্তঃপাতী; ইহার দক্ষিণ সীমা কন্যাকুমারী, উত্তর সীমা বয়রু (বরণ্ড) নদী, পূর্ব্ব সীমা সমুদ্র এবং পশ্চিম সীমা মলয়গিরি ও চের রাজ্য।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

৪। কর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন অনুমান করেন, অঙ্গদেশ বঙ্গদেশের অংশ বিশেষ। টড্

রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে, দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে মহারাজ কাশীরাজ অঙ্গদেশাধিপতি লোমপাদ, মগধ ও কোশলাধিপগণ এবং সিন্ধু ও সৌরাষ্ট্র দেশীয় নরপতিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। কেকয়রাজদুহিতা কৈকেয়ী ভরতের মাতা। এই কেকয় রাজগৃহ কোথায়? রামায়ণে ভরতের মাতুলালয়ে অবস্থানকালে দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে আনয়নার্থে যে দূত প্রেরিত হয়, তাহার গমনপথ বর্ণনে দেখা যায়, দূত বাহ্লিক দেশ পার হইয়া গিরিব্রজ বা কেকয়রাজগৃহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কেকয় রাজগৃহ কোথায় তাহার সন্তোষকর প্রমাণ পাওয়া যায় না।১ (১) বর্ত্তমান বারানসী, কাশী বলিয়া উক্ত হয়। রামায়ণের কাশী-

---

সাহেব এ কথা সমীচীন বলিয়া বোধ করেন না; কারণ রামায়ণে অঙ্গদেশ পর্ব্বতময় স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। চীনতাতারের নিকটবর্ত্তী তিব্বত পার্শ্বস্থ কোন পর্ব্বতময় স্থান আধুনিক ভৌগলিকগণ কর্ত্তৃক অন্দেশ (Andes) বলিয়া উক্ত হয়। এই অন্দেশকেই অঙ্গ বোধ করেন। তাঁহার মতে তিব্বত বা আভা, অঙ্গদেশ। Tod's Rajasthan Vo. I P 33. মোক্ষ মুলারের মতে অঙ্গদেশ বঙ্গের নিকটে স্থিত।—Maxmuller's Introduction to ancient Sanskrit Literature. প্যারী বাবু বলেন "Anga comprising what is now called Bhagulpore with parts of other districts adjoining"—P. C. Sircar's Geography of India. হণ্টর সাহেব এই কথা গ্রাহ্য করিয়াছেন—Hunter's Orissa Vol I. "অঙ্গ-উশীনরের ভ্রাতা তিতিক্ষুর কুলোদ্ভব বলিব, ভার্য্যাগর্ভে ও দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র নামে পাঁচ পুত্র জন্মে; তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে দেশে বাস করেন, সেই দেশ তাঁহার নামে বিখ্যাত হয়। সেই অঙ্গ এই দেশে প্রথম বাস করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম অঙ্গ; বর্ত্তমান ভাগলপুর প্রদেশকে অঙ্গ বলে।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। বঙ্গ কি এই সময়ে স্থাপিত হয়? চম্পামালিনী অঙ্গ দেশের রাজধানী। উক্ত চম্পা সম্বন্ধে শব্দকল্পদ্রুমে উক্ত হইয়াছে "চম্পা কর্ণপুরী। অধুনা ভাগলপুর ইতি খ্যাতা। তৎপর্য্যায়ঃ মালিনী ২ লোমপাদ পুঃ ৩ কর্ণ পুঃ ৪। ইতি হেমচন্দ্র। ন, ক, দ্রু,।" চম্পা যদি ভাগলপুর হয়, তবে অঙ্গ কোন প্রকারেই আন্দেশ হইতে পারে না। অঙ্গ সম্বন্ধে স্বনাম খ্যাত দেশ ভিন্ন শব্দকল্পদ্রুমকার আর কিছু বলেন নাই।

১। Kykaya is supposed by the translator Dr. Carey, to be a king of Persia, the ky-vansa preceeding Darins. The epithet ky not frequently occur in Hindu taditional couplets. &c. &c. Ky was the epithet of one of the Persian dynasties. "Tod's Rajasthan Vol I P. 59.

রাজ বোধ হয়, বর্ত্তমান বারানসীরাজই হইবেন।(১) বর্ত্তমান বেহার, মগধ বলিয়া অনুমিত হয়।(২) সোবীর দেশ রাজপুতনার দক্ষিণে স্থিত।(৩) সৌরাষ্ট্র ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থিত উপদ্বীপ।(৪)

মহাভারতে মহারাজ যুধিষ্ঠীরের অশ্বমেধ যজ্ঞ বর্ণনাবসরে অশ্বের গতি এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, "অশ্ব প্রথমতঃ হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইল (৫)। তথাকার বিবিধ রাজ্য বিমর্দ্দিত করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে গমন করিল।" পাণ্ডুকুলধুরন্ধর অর্জ্জুন পূর্ব্বাভিমুখে

এই কথা কতদূর সঙ্গত বলা যায় না। কেবল কৈ শব্দের উপর নির্ভর করিয়া এই অনুমান করা হয়। "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" নামক প্রস্তাবের ভূবৃত্তান্ত পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে + + কেকয়রাজগৃহ শতদ্রু ও বিপাশা এই নদীদ্বয়ের মধ্যে এবং বাহ্লিক নামক অনার্য্য জনপদের দক্ষিণ(১) বঙ্গদর্শন দ্বিতীয় খণ্ড ৪৫৩ পৃঃ। "পঞ্জাবের অন্তর্গত বিপাশা নদীর কিয়দ্দূর পশ্চিমে পর্ব্বতময় দেশকে কেকয় বলে।" শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অনুবাদিত রঘুবংশের পরিশিষ্ট।

১। "কাশী; শিবপুরী। তৎপর্য্যায়। বারানসী ২, তীর্থ রাজি ৩, ত্রিপন্থলী ৪। ইতি জটাধরঃ। "শ, ক, দ্রু।"

২। "কিকটা। মগধ দেশ। মগধ এই নাম অথর্ব্ববেদে আছে। অথর্ব্ববেদের সময় মগধ আর্য্যভূমি ছিল। পাটনা ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থান রামায়ণের সময় মগধের অন্তর্গত ছিল না।" বঙ্গদর্শন। ২য় খণ্ড ৪৯৬ পৃঃ। "Magadha—Prasii of the Greek Historians Prachi in Sanskrit, mentioned by the Greeks 300 B. C"—P. C. Sircar's geography of India, "দক্ষিণ বেহারকে মগধ বলে। মাগধানদী হইতে মগধ দেশের নাম উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।" তত্ত্বঃ বোঃ, পঃ।

৩। "বর্ত্তমান রাজপুতানার দক্ষিণাংশ। সোবীর এই নামের পরবর্ত্তী হিন্দু নাম বদরি।" বঙ্গদর্শন, ২য় খণ্ড ৪৯৬ পৃঃ।

৪। কনিংহাম বলেন, গুজরাট উপদ্বীপের কিয়দংশ সৌরাষ্ট্র নামে অভিহিত হইত। টড্‌সাহেব বলেন, কাতিয়ার উপদ্বীপের প্রাচীন নাম সৌরাষ্ট্র। কাম্বে এবং কচ্ছ উপসাগরের মধ্যে কাতিয়ার, সুতরাং উভয় বাক্যই এক। "সৌরাষ্ট্র দেশবিশেষঃ। সুরাট ইতি ভাষা। ইতি জটাধরঃ।" শ, ক, দ্রু।

৫। যজ্ঞীয় অশ্ব উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইয়া কোন্ কোন্ রাজ্য অতিক্রম করিল, তাহা মহাভারতে বর্ণিত হয় নাই। বোধ হয়, সে সময় তথায় অনার্য্য জাতি বাস করিত। "পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কিরাত, যবন, ম্লেচ্ছ ও অনার্য্য প্রভৃতি যে সমুদয় ধনুর্দ্ধর পরাজিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সকলেই অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন"—মহাভারত আশ্বমেধিক পর্ব্ব, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। কিরাত, যবন প্রভৃতি যে সকল জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহারা অনার্য্য ভিন্ন আর কি?

রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে, দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে মহারাজ কাশীরাজ অঙ্গদেশাধিপতি লোমপাদ, মগধ ও কোশলাধিপগণ এবং সিন্ধু ও সৌরাষ্ট্র দেশীয় নরপতিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। কেকয়রাজদুহিতা কৈকেয়ী ভরতের মাতা। এই কেকয় রাজগৃহ কোথায়? রামায়ণে ভরতের মাতুলালয়ে অবস্থানকালে দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে আনয়নার্থে যে দূত প্রেরিত হয়, তাহার গমনপথ বর্ণনে দেখা যায়, দূত বাহ্লিক দেশ পার হইয়া গিরিব্রজ বা কেকয়রাজগৃহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কেকয় রাজগৃহ কোথায় তাহার সন্তোষকর প্রমাণ পাওয়া যায় না। (১) বর্ত্তমান বারানসী, কাশী বলিয়া উক্ত হয়। রামায়ণের কাশী-

সাহেব এ কথা সমীচীন বলিয়া বোধ করেন না; কারণ রামায়ণে অঙ্গদেশ পর্ব্বতময় স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। চীনতাতারের নিকটবর্ত্তী তিব্বত পার্শ্বস্থ কোন পর্ব্বতময় স্থান আধুনিক ভৌগলিকগণ কর্ত্তৃক অন্দেশ (Andes) বলিয়া উক্ত হয়। এই অন্দেশকেই অঙ্গ বোধ করেন। তাঁহার মতে তিব্বত বা আভা, অঙ্গদেশ। Tod's Rajasthan Vo. I P 33. মোক্ষ মুলারের মতে অঙ্গদেশ বঙ্গের নিকটে স্থিত।—Maxmuller's Introduction to ancient Sanskrit Literature. প্যারী বাবু বলেন "Anga comprising what is now called Bhagulpore with parts of other districts adjoining"—P. C. Sircar's Geography of India. হণ্টর সাহেব এই কথা গ্রাহ্য করিয়াছেন—Hunter's Orissa Vol I. "অঙ্গ-উশীনরের ভ্রাতা তিতিক্ষুর কুলোদ্ভব বলির, ভার্য্যাগর্ভে ও দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র নামে পাঁচ পুত্র জন্মে; তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে দেশে বাস করেন, সেই দেশ তাঁহার নামে বিখ্যাত হয়। সেই অঙ্গ এই দেশে প্রথম বাস করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম অঙ্গ; বর্ত্তমান ভাগলপুর প্রদেশকে অঙ্গ বলে।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। বঙ্গ কি এই সময়ে স্থাপিত হয়? চম্পামালিনী অঙ্গ দেশের রাজধানী। উক্ত চম্পা সম্বন্ধে শব্দকল্পদ্রুমে উক্ত হইয়াছে "চম্পা কর্ণপুরী। অধুনা ভাগলপুর ইতি খ্যাতা। তৎপর্য্যায়ঃ মালিনী ২ লোমপাদ পুঃ ৩ কর্ণ পুঃ ৪। ইতি হেমচন্দ্র। ন, ক, দ্রু,।" চম্পা যদি ভাগলপুর হয়, তবে অঙ্গ কোন প্রকারেই আন্দেশ হইতে পারে না। অঙ্গ সম্বন্ধে স্বনাম খ্যাত দেশ ভিন্ন শব্দকল্পদ্রুমকার আর কিছু বলেন নাই।

১। Kykaya is supposed by the translator Dr. Carey to be a king of Persia, the ky-vansa preceeding Darins. The epithet ky not frequently occur in Hindu taditional couplets. &c. &c. Ky was the epithet of one of the Persian dynasties. "Tod's Rajasthan Vol I P. 59.

রাজ বোধ হয়, বর্ত্তমান বারানসীরাজই হইবেন।(১) বর্ত্তমান বেহার, মগধ বলিয়া অনুমিত হয়।(২) সৌবীর দেশ রাজপুতনার দক্ষিণে স্থিত।(৩) সৌরাষ্ট্র ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থিত উপদ্বীপ।(৪)

মহাভারতে মহারাজ যুধিষ্ঠীরের অশ্বমেধ যজ্ঞ বর্ণনাবসরে অশ্বের গতি এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, "অশ্ব প্রথমতঃ হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইল (৫)। তথাকার বিবিধ রাজ্য বিমর্দ্দিত করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে গমন করিল।" পাণ্ডুকুলধুরন্ধর অর্জ্জুন পূর্ব্বাভিমুখে

এই কথা কতদূর সঙ্গত বলা যায় না। কেবল কৈ শব্দের উপর নির্ভর করিয়া এই অনুমান করা হয়। "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" নামক প্রস্তাবের ভূবৃত্তান্ত পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে + + কেকয়রাজগৃহ শতদ্রু ও বিপাশা এই নদীদ্বয়ের মধ্যে এবং বাহ্লিক নামক অনার্য্য জনপদের দক্ষিণ(১) বঙ্গদর্শন দ্বিতীয় খণ্ড ৪৫৩ পৃঃ। "পঞ্জাবের অন্তর্গত বিপাশা নদীর কিয়দ্দূর পশ্চিমে পর্ব্বতময় দেশকে কেকয় বলে।" শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অনুবাদিত রঘুবংশের পরিশিষ্ট।

১। "কাশী; শিবপুরী। তৎপর্য্যায়। বারানসী ২, তীর্থ রাজি ৩, তপস্থলী ৪। ইতি জটাধরঃ। "শ, ক, দ্রু।"

২। "কিকটা। মগধ দেশ। মগধ এই নাম অথর্ব্ববেদে আছে। অথর্ব্ববেদের সময় মগধ আর্য্যভূমি ছিল। পাটনা ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থান রামায়ণের সময় মগধের অন্তর্গত ছিল না।" বঙ্গদর্শন। ২য় খণ্ড ৪৯৬ পৃঃ। "Magadha—Prasii of the Greek Historians Prachi in Sanskrit, mentioned by the Greeks 300 B. C"—P. C. Sircar's geography of India, "দক্ষিণ বেহারকে মগধ বলে। মাগধানদী হইতে মগধ দেশের নাম উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।" তত্ত্বঃ বোঃ, পঃ।

৩। "বর্ত্তমান রাজপুতানার দক্ষিণাংশ। সৌবীর এই নামের পরবর্ত্তী হিন্দু নাম বদরি।" বঙ্গদর্শন, ২য় খণ্ড ৪৯৬ পৃঃ।

৪। কনিংহাম বলেন, গুজরাট উপদ্বীপের কিয়দংশ সৌরাষ্ট্র নামে অভিহিত হইত। টড্‌সাহেব বলেন, কাতিয়ার উপদ্বীপের প্রাচীন নাম সৌরাষ্ট্র। কাম্বে এবং কচ্ছ উপসাগরের মধ্যে কাতিয়ার, সুতরাং উভয় বাক্যই এক। "সৌরাষ্ট্র দেশবিশষঃ। সুরাট ইতি ভাষা। ইতি জটাধরঃ।" শ, ক, দ্রু।

৫। যজ্ঞীয় অশ্ব উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইয়া কোন্ কোন্ রাজ্য অতিক্রম করিল, তাহা মহাভারতে বর্ণিত হয় নাই। বোধ হয়, সে সময় তথায় অনার্য্য জাতি বাস করিত। "পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কিরাত, যবন, ম্লেচ্ছ ও অনার্য্য প্রভৃতি যে সমুদয় ধনুর্দ্ধর পরাজিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সকলেই অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন"—মহাভারত আশ্বমেধিক পর্ব্ব, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। কিরাত, যবন প্রভৃতি যে সকল জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহারা অনার্য্য ভিন্ন আর কি?

ত্রিগর্ত্ত (২) ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ (১) অতিক্রম করিলেন। তৎপরে সিন্ধু দেশীয় (২) বীরগণকে পরাস্ত করিয়া মণিপুরে (৩) উপস্থিত হইলেন। তথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মগধ দেশে উপস্থিত হইয়া মগধাধিপতিকে পরা করিলেন। তৎপরে অশ্ব সমুদ্রতীর দিয়া বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কোশল (৪) অতি ক্রম করিয়া চেদিদেশে উপস্থিত হইল এবং তথা হইতে কাশী, অঙ্গ কোশল (৫) কিরাত, তঙ্গণ, দশার্ন (৬) দেশে বাসনানুরূপ বিচরণ করিল

২। ত্রিগর্ত্তঃ দেশবিশেষঃ। লাহোরাখ্য দেশৈক ভাগঃ। তৎপর্য্যায়ঃ। জালন্ধরঃ ২ ইতি হেমচন্দ্রঃ। শ, ক, দ্রু।

১। প্রাগ্‌জ্যোতিষদেশ কামরূপ আসামের কিয়দংশ—P. C. Sirkar's Geography of India. ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশের নরপতি ছিলেন। ভারতসমরে ইনি ধার্ত্ত রাষ্ট্রগণের পক্ষে ছিলেন। যুদ্ধকালে ইনি "ছত্রিশ সহস্র কোটি মত্ত হস্তী" সঙ্গে আনিয় ছিলেন। "আসামে হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, মহিষ, বনগোরু প্রভৃতি আরণ্যজন্তু বিস্তর আছে ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রণীত। ৯০ পৃঃ।"

"প্রাগ্‌জ্যোতিষ—অমাবসুর বংশোদ্ভব কুশরাজার পুত্র আমূর্ত্তরয়ার পুরী প্রাগ্‌জ্যোতি ইহার অন্য এক নাম কামরূপ।" হেমচন্দ্র এবং কালিকা পুরাণেও তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন:-

"অত্রে বহিস্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্নক্ষত্রং সসর্জ্জহ।

ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরী সমা॥" তত্ত্বঃ বোঃ, প

২।৩। সিন্ধুদেশ ভারতের পশ্চিমাংশে স্থিত এবং মণিপুর পূর্ব্বে; ঠিক বিপরীত দি স্থিত। কামচারী অশ্ব প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ হইতে সিন্ধুদেশে গিয়াছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষ দে আসামের অংশ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, তাহা যদি প্রকৃত হয়, তবে প্রাগ্‌জ্যোতিষ দে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব অংশে স্থাপিত। সিন্ধু ও মণিপুর উভয় স্থানেই গমনের প্রয়োজন বিদ মানেও কেন যে মহাভারতকার মণিপুরের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে একেবারে বিপরীত দি অর্জ্জুনকে লইয়া গেলেন, আবার পূর্ব্ব দিকে ফিরাইয়া আনিলেন, তাহা বলা যায় না। ভার কারের ভৌগলিক জ্ঞান এইরূপ, না প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ আসাম নয়?

৪। মগধ দেশ হইতে বঙ্গ, পৌণ্ড্র, কোশল দিয়া চেদি দেশে অশ্ব উপস্থিত হইয়াছিল এ কোশল কোথায়?

৫। প্রাচীন ভারত নামক পুস্তকে ম্যাকরিণ্ডেল সাহেব একখানি প্রাচীন ভারতের মা চিত্র দিয়াছেন, তাহাতে ঠিক বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে মহাকোশল দেশ স্থাপিত।—"Ancient India as described by Magasthenes and Arrian." By J. W. Mccrindle M. A. মহাকোশলই কি কোশল? মহাভারতের বর্ণনানুসারে অশ্ব মণিপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মগধে আসিল, তৎপরে মগধ হইতে কাশী প্রয়াণ করিল। মগ হইতে কোন্ পথ দিয়া কাশী গিয়াছিল, তাহার উল্লেখ নাই। মগধের স্থান যেরূপ নির্দি হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছিল। কাশী হইতে অঙ্গদেশে প্রত্যাগ হইল। অঙ্গদেশ কোথায়? যেমন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অঙ্গের প্রকৃত স্থান যদি তাহাই হ

পরে দ্রাবিড়, অন্ধ্র (১) অবহেলায় অতিক্রম করিয়া মহিষক (২) কোল্বগিরি (৩) সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ (৪) প্রভাস অতিক্রম করিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইল।

তবে পুনর্ব্বার দক্ষিণপূর্ব্বে আসিতে হইয়াছিল। এই মানচিত্রে অঙ্গদেশের উল্লেখ নাই। অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কোশলে গিয়াছিল। বোধ হয়, অশ্ব দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। বিন্ধ্যপর্ব্বতের বহু উত্তরে কোশল বলিয়া একটী স্থান আছে। এই কোশল উত্তর-কোশল বলিয়া উক্ত হয়। মহাভারতীয় কোশলকে উত্তর-কোশল বলিয়া বোধ হয় না।

৬। কিরাত, তাঙ্গন এবং দশার্ন দেশত্রয়ের উল্লেখ ম্যাক্‌রিণ্ডেল দত্ত মানচিত্রে দেখা যায় না। হয়ত এই দেশত্রয় গ্রীক্ লেখকগণের সময় নামান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল, নয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকস্থ ম্লেচ্ছ জাতি কিরাত বলিয়া উক্ত হয়। এরিয়ান প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তাগণ কিরাত জাতিকে কিহ্রাদি বলিয়াছেন। কিরাত-দেশ যদি পূর্ব্বদিকে হয়, তবে দক্ষিণ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে কি গমন করিয়াছিল?

১। দ্রাবিড় এবং অন্ধ্র এই দুইটী দেশই উক্ত মানচিত্রে দৃষ্ট হয়। অশ্ব উত্তর হইতে "দক্ষিণ সাগরের তীর দিয়া" গমন করিতেছিল। এমত অবস্থায় প্রথমে অন্ধ্রদেশ অতিক্রম করিয়া তৎপরে দ্রাবিড় প্রাপ্ত হওয়া বড়ই সম্ভব। কিন্তু মহাভারতে পথ এপ্রকার বর্ণিত হয় নাই। মহাভারতের বর্ণনানুসারে অশ্ব দ্রাবিড় হইতে অন্ধ্ররাজ্যে গিয়াছিল। একবার উত্তর হইতে দক্ষিণ মুখে আসিয়া পুনরায় উত্তর মুখে গিয়াছিল। এরূপ হইবার কারণ কি?

"দ্রাবিড়ঃ দেশবিশেষঃ। পঞ্চদ্রাবিড়াঃ যথাঃ।—১ দ্রাবিড়।—২ কর্ণাট।—৩ গুজরাটঃ।—৪ মহারাষ্ট্রঃ।৫—তৈলঙ্গঃ॥"

কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গ, গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।

অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্য দক্ষিণবাসিনঃ॥

ইতি স্কন্ধ পুরাণং। "শব্দকল্পদ্রুম।"

এই প্রমাণানুসারে বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণস্থ পাঁচটী দেশের নামই দ্রাবিড়। কিন্তু তাহাতেও একটু বিশেষ করা আছে।

২। মহিষক কোথায়, বলা যায় না। বর্ত্তমান মহীশূর নয়?

৩। কোল্বগিরি কোথায় নিশ্চয় বলা যায় না। ভারতের পশ্চিম উপকূল দিয়া উত্তরাভিমুখে যাইতে হইলে উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিতে হয়। কোল্ব-গিরি নামের শেষে গিরি শব্দ থাকায় অনুমান করা অসঙ্গত নহে, পশ্চিম উপকূলস্থ কোন পর্ব্বতময় রাজ্য উক্ত নামে অভিহিত হইত।

৪। অশ্ব কোল্বগিরি হইতে সুরাষ্ট্র গিয়াছিল, তথা হইতে গোকর্ণ অতিক্রম করিয়া প্রভাস ও দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছিল। যেরূপ প্রমাণ হইয়াছে, তাহাতে সুরাষ্ট্র গুজরাটে। ম্যাকরিণ্ডেল দত্ত মানচিত্রেও সুরাষ্ট্র দেশ গুজরাটে স্থাপিত হইয়াছে। প্রভাস ও দ্বারকা উভয়ই গুজরাটে। সুরাষ্ট্র হইতে যখন গোকর্ণ অতিক্রম করিয়া দ্বারকা যাইতে হইয়াছিল, তখন ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে গোকর্ণ গুজরাটে। "সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী তুলু প্রদেশের মধ্যে গোয়ার প্রায় পনর ক্রোশ ব্যবধানে গোকর্ণ অবস্থিত। এ প্রকার আখ্যায়িকা আছে

দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চ-নদ প্রদেশ দিয়া গান্ধারে (১) উপনীত হইল। মহাত্মা অর্জ্জুন তথা হইতে স্বীয় নগরাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

যে, রাবণ এই স্থানে মহা বাণেশ্বরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন; তজ্জন্য ইহা বিখ্যাত হয়। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে বাণেশ্বরের উৎসব উপলক্ষে তথায় অনেক লোকের সমাগম হয়। তদ্ব্যতীত বৎসরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়েও নানা প্রকার উৎসব হইয়া থাকে। এস্থানে কোটী তীর্থ নামে একটী জলাশয় আছে, তাহা গঙ্গার তুল্য পবিত্র। যাত্রিরা গোকর্ণতীর্থ দর্শনে আগমন করিলে ঐ জলাশয়ে গুড় নিক্ষেপ করে।" কবলি-বেঙ্কট রাম-স্বামী প্রণীত দাক্ষিণাত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নামক গ্রন্থের উদ্ধৃত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এই প্রমাণ অনুসারে গোকর্ণ গুর্জ্জরাটের অনেক দক্ষিণে স্থিত হইতেছে। ৺ কাশীরাম দাস প্রণীত মহাভারতের এক স্থানে উক্ত হইয়াছে।—

"পুনঃ বীর মণিপুরে করেন গমন।
— — — —
কত দিন বঞ্চি পুত্রে স্থাপিয়া রাজ্যেতে।
পুনঃ তীর্থ করিতে গেলেন তথা হইতে॥
গোকর্ণাদি তীর্থে স্নান করি ক্রমে ক্রমে।
প্রভাস তীর্থেতে যাত্রা পৃথিবী পশ্চিমে॥" মহাভারত ১৬৪ পৃঃ।

এই প্রমাণ কবলি বেঙ্কটরাম স্বামীর স্বপক্ষীয়। মণিপুর ত্যাগ করিয়া অর্জ্জুন গোকর্ণ অতিক্রম পূর্ব্বক প্রভাস গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রভাস গোকর্ণের উত্তরে স্থিত। "গোকর্ণ তীর্থ বিশেষঃ। যথা ততোঽভিব্রজ্য ভগবান্ কেরলাং স্তত্রিগর্ত্তকান্। গোকর্ণাখ্যং শিব ক্ষেত্রং সান্নিধ্যং যত্র ধূর্জ্জটেঃ।" ইতি শ্রীভাগবতং। ভাগবতোক্ত এই প্রমাণও বেঙ্কট স্বামীর বিরুদ্ধ পক্ষীয় নহে। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, "তখন তিনি তাহাদের সকলকেই পরাজিত করিয়া সেই অশ্বের অনুসরণক্রমে, ক্রমে ক্রমে সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ ও প্রভাস অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বারকানগরে সমুপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত আশ্বমেধিক পর্ব্ব। (১১৬ পৃঃ)।" এই স্থানে "ক্রমে ক্রমে সুরাষ্ট্র গোকর্ণ ও প্রভাস অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বারকা নগরে উপস্থিত হইলেন" দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয়, সুরাষ্ট্র এবং প্রভাসের মধ্যে গোকর্ণ। এক্ষণে বলিতে হইবে, হয় আমাদিগের নির্ণীত স্থানে সুরাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে স্থাপিত ছিল না, নয় তাৎকালিক ভৌগলিক জ্ঞান এইরূপ ছিল।

১। দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চনদ দেশ দিয়া গান্ধারে যাইতে হইয়াছিল। পঞ্চনদ বর্ত্তমান পঞ্জাব্। সুতরাং গান্ধার তাহার উত্তরস্থ কোন দেশ হইবার সম্ভাবনা। ম্যাকরিণ্ডেল দত্ত মানচিত্রে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে গান্ধার নামক একটী দেশ আছে। এই গান্ধারই পৌরাণিক গান্ধার এবং বর্ত্তমান কান্দাহার। শকুনি গান্ধারের রাজা ছিলেন। ইনি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের পক্ষে ভারতসমরে উপস্থিত এবং নিহত হইয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গান্ধারের উত্তর পশ্চিম অংশে উহার সংলগ্ন শক নামক একটি দেশ চিত্রিত আছে। পুরাণাদিতে অনেক যবন প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়, তাহারা কি এই শকের অধিবাসী?

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড।

হিন্দু রাজত্ব।

প্রাচীনকাল।

প্রথম অধ্যায়—আর্য্যজাতি।

আর্য্যজাতি—পারসিকগণের সহিত একত্রনিবাস—দেবতার সাদৃশ্য—সোমপান—আর্য্যগণের দক্ষিণাভিমুখে প্রবেশ—আর্য্যজাতির প্রাচীন নিবাসক্ষেত্র—আর্য্যজাতির ভারত আগমণের কারণ—মঙ্গলাচরণ।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নহেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ কেবল কতকগুলি অসভ্য জাতির আবাসস্থল ছিল। পরে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন এবং বাহুবলে যাবতীয় অনার্য্যজাতিগণকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন।

দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চ-নদ প্রদেশ দিয়া গান্ধারে (১) উপনীত হইল মহাত্মা অর্জ্জুন তথা হইতে স্বীয় নগরাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

যে, রাবণ এই স্থানে মহা বাণেশ্বরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন ; তজ্জন্য ইহা বিখ্যাত হয়। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে বাণেশ্বরের উৎসব উপলক্ষে তথায় অনেক লোকের সমাগম হয়। তদ্ব্যতীত বৎসরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়েও নানা প্রকার উৎসব হইয়া থাকে। এস্থানে কোটী তীর্থ নামে একটী জলাশয় আছে, তাহা গঙ্গার তুল্য পবিত্র। যাত্রিরা গোকর্ণতীর্থ দর্শনে আগমন করিলে ঐ জলাশয়ে গুড় নিক্ষেপ করে।'' কবলি-বেঙ্কট রাম-স্বামী প্রণীত দাক্ষিণাত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নামক গ্রন্থের উদ্ধৃত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এই প্রমাণ অনুসারে গোকর্ণ গুর্জ্জরাটের অনেক দক্ষিণে স্থিত হইতেছে। ৺ কাশীরাম দাস প্রণীত মহাভারতের এক স্থানে উক্ত হইয়াছে।—

''পুনঃ বীর মণিপুরে করেন গমন।
— — — —
কত দিন বঞ্চি পুত্রে স্থাপিয়া রাজ্যেতে।
পুনঃ তীর্থ করিতে গেলেন তথা হইতে॥
গোকর্ণাদি তীর্থে স্নান করি ক্রমে ক্রমে।
প্রভাস তীর্থেতে যাত্রা পৃথিবী পশ্চিমে॥'' মহাভারত ১৬৪ পৃঃ।

এই প্রমাণ কবলি বেঙ্কটরাম স্বামীর স্বপক্ষীয়। মণিপুর ত্যাগ করিয়া অর্জ্জুন গোকর্ণ অতিক্রম পূর্ব্বক প্রভাস গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রভাস গোকর্ণের উত্তরে স্থিত। ''গোকর্ণ তীর্থ বিশেষঃ। যথা ততোঽভিব্রজ্য ভগবান্ কেরলাং স্তত্রিগর্ত্তকান্। গোকর্ণাখ্যং শিব ক্ষেত্রং সান্নিধ্যং যত্র ধূর্জ্জটেঃ।'' ইতি শ্রীভাগবতং। ভাগবতোক্ত এই প্রমাণও বেঙ্কট স্বামীর বিরুদ্ধ পক্ষীয় নহে। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, ''তখন তিনি তাহাদের সকলকেই পরাজিত করিয়া সেই অশ্বের অনুসরণক্রমে, ক্রমে ক্রমে সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ ও প্রভাস অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বারকানগরে সমুপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত আশ্বমেধিক পর্ব্ব। (১১৬ পৃঃ)।'' এই স্থানে ''ক্রমে ক্রমে সুরাষ্ট্র গোকর্ণ ও প্রভাস অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বারকা নগরে উপস্থিত হইলেন'' দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয়, সুরাষ্ট্র এবং প্রভাসের মধ্যে গোকর্ণ। এক্ষণে বলিতে হইবে, হয় আমাদিগের নির্ণীত স্থানে সুরাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে স্থাপিত ছিল না, নয় তাৎকালিক ভৌগলিক জ্ঞান এইরূপ ছিল।

১। দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চনদ দেশ দিয়া গান্ধারে যাইতে হইয়াছিল। পঞ্চনদ বর্ত্তমান পঞ্জাব্। সুতরাং গান্ধার তাহার উত্তরস্থ কোন দেশ হইবার সম্ভাবনা। ম্যাকরিণ্ডেল দত্ত মানচিত্রে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে গান্ধার নামক একটী দেশ আছে। এই গান্ধারই পৌরাণিক গান্ধার এবং বর্ত্তমান কান্দাহার। শকুনি গান্ধারের রাজা ছিলেন। ইনি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের পক্ষে ভারতসমরে উপস্থিত এবং নিহত হইয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গান্ধারের উত্তর পশ্চিম অংশে উহান সংলগ্ন শক নামক একটি দেশ চিত্রিত আছে। পুরাণাদিতে অনেক যবন প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়, তাহারা কি এই শকের অধিবাসী?

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড।

হিন্দু রাজত্ব।

প্রাচীনকাল।

প্রথম অধ্যায়—আর্য্যজাতি।

আর্য্যজাতি—পারসিকগণের সহিত একত্রনিবাস—দেবতার সাদৃশ্য—সোমপান—আর্য্যগণের দক্ষিণাভিমুখে প্রবেশ—আর্য্যজাতির প্রাচীন নিবাসক্ষেত্র—আর্য্যজাতির ভারত আগমণের কারণ—মঙ্গলাচরণ।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নহেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ কেবল কতকগুলি অসভ্য জাতির আবাসস্থল ছিল। পরে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন এবং বাহুবলে যাবতীয় অনার্য্যজাতিগণকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন।

মধ্যআসিয়া মানব জাতির সূতিকাগৃহস্বরূপ। এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, এই স্থানই প্রথমতঃ নরজাতির আবাসস্থল ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে তথা হইতে নানা দেশ অধিকার করিয়া তাঁহারা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। মধ্যআসিয়ার কোন পুণ্যভূমিতে আর্য্যগণ একত্র এক পরিবার স্বরূপ বাস করিতেন। কালসহকারে তাঁহাদিগকে সেই পুণ্যভূমি, সেই সুখের কেলিগৃহ, সেই আনন্দের আবাসস্থল, সেই দ্বেষ-হিংসা-অহমিকা-পরিশূন্য শান্তরসাস্পদ এদন উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া নানা স্থানে জীবনোপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা কি অবস্থায়, কতকাল, কোন্ সময় হইতে সেই পবিত্র ক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন অনতীত-সাক্ষী ইতিহাসও তদ্বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণে সমর্থ নহেন। তাহা আমাদিগের সামান্য জ্ঞানের বিষয় নহে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে পূজ্যপাদ আর্য্যগণ সেই আদি নিবাসস্থল পরিত্যাগ করিয়া জীবিকা অন্বেষণার্থ নানা স্থানে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহাদেরই এক দল অন্য সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে আগমন করতঃ তুষারাবৃত হিমালয় প্রদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতে আসিয়া সপ্তসিন্ধুর নিকটবর্ত্তী স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন; তাঁহারাই বর্ত্তমান ভারতীয় আর্য্যগণের আদিপুরুষ।

এক্ষণে দেখিতে হইবে কিরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে আর্য্যগণ ভারতের অধিবাসী নহেন, তাঁহারা মধ্যআসিয়া হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই তর্ক মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় আর্য্যগণ অন্য কোন জাতির সহিত একত্রে বাস করিতেন কি না? এবং যদি কোন জাতির সহিত একত্রে বাস করিয়া থাকেন তবে সে কোন্ জাতি?

আমরা প্রথমতঃ এই প্রশ্নের মীমাংসাতেই প্রবৃত্ত হইলাম। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সকল জাতির ভাষায় পরস্পর ঐক্য আছে এবং এক মূল ভাষা হইতে তাহাদিগের ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, অতি

প্রাচীন কালে এই সকল জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ একত্রে এক পরিবারস্বরূপ বাস করিতেন। ভারতীয়, গ্রীসীয়, রোমীয়, পারসিক প্রভৃতি প্রাচীন জাতিগণের ভাষাগত একতা দর্শনে বিমোহিত হইতে হয় এবং তাঁহারা যে একবংশ হইতে উৎপন্ন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার কোনই কারণ থাকে না। শব্দবিদ্যাবিদ্ প্রাচ্যতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ ভাষাগত একতা দর্শন করাইবার জন্য বিস্তর পরিশ্রম করিয়া বিস্তর শব্দ ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা এস্থানে তাহার আলোচনা করিব না, অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাঁহাদিগের লিখিত গ্রন্থাবলি আলোচনা করিয়া কৌতূহল নিবারণ করিবেন।

মানসিক এবং শারীরিক বলবিশিষ্ট একটী প্রবল জাতি কোন বিস্তৃত ভূভাগে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে বংশবৃদ্ধির সহিত তাঁহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। সুতরাং ক্রমেই অধিক পরিমাণ ভূমির প্রয়োজন। তাঁহাদিগের অবস্থান স্থানের নিকট যে সকল বাসযোগ্য ভূমি ছিল, ক্রমে তাঁহারা তাহা অধিকার করিলেন। তাহাতেও তাঁহাদিগের অভাব নিরাকৃত হইল না। তখন তাঁহাদিগের মধ্যে অধিক সাহসী, বুদ্ধিমান, অধ্যবসায়শীল ব্যক্তিগণ জীবিকার্থে দূরতর প্রদেশে গমন করিলেন। এই প্রকারে যখন অভাব বোধ হইল, তখনই সেই অভাব মোচনার্থে কতকগুলি ব্যক্তি স্থানান্তরে উপনিবিষ্ট হইলেন। যাঁহারা এই প্রকারে প্রাচীন স্থল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরদেশে অবস্থান করিলেন জল বায়ুর অন্তর, অদৃষ্ট পদার্থের দর্শন, নূতন কার্য্যকরণের ইচ্ছা প্রভৃতি জন্য কালসহকারে তাঁহাদিগের প্রাচীন আচার ব্যবহার, বাক্যকথন প্রণালী প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হইল। যাঁহারা সেই প্রাচীনস্থানে বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবস্থান করিলেন তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার প্রভৃতির অবশ্য বিশেষ অন্তর হইল না। প্রাচীন আর্য্যগণের অবস্থা সম্ভবতঃ এই প্রকার ঘটিয়াছিল। এই প্রকারেই, ভারতীয় গ্রীসীয় প্রভৃতি জাতিগণ পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন।

অনুমিত হইয়াছে গ্রীসীয়, রোমীয় প্রভৃতি জাতিগণের সহিত বিচ্ছিন্ন হও-

য়ার পর ভারতীয়গণ পারসিকগণের সহিত বহুকাল একত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। কিরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা যায় নিম্নে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।:—

প্রথমতঃ। গ্রীসীয়, রোমীয় প্রভৃতি জাতিগণের ভাষার সহিত সংস্কৃতের যে প্রকার সাদৃশ্য আছে পারসিকগণের ভাষার সহিত সংস্কৃতের সাদৃশ্য তদপেক্ষা অধিক। কেবলমাত্র জেন্দ আকারকে সংস্কৃততে পরিণত করিয়া বিবিধ জেন্দ শব্দ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করা যাইতে পারে। যে সকল স্থলে আর্য্যবংশোদ্ভব অন্যান্য জাতির ভাষার সহিত সংস্কৃত শব্দ বা ব্যাকরণের সূত্রের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না, অনুসন্ধিৎসু পাঠক জেন্দ ভাষায় সেসকল স্থলেও অনুসন্ধান করিলে সংস্কৃতের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন। সংস্কৃত ও জেন্দ ভাষার এই প্রকার ঐক্য দর্শনে স্বতঃই বোধ হয় যে অন্যান্য জাতিগণের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ভারতীয় ও পারসিকগণ বহুকাল একত্রে বাস করিয়াছিলেন (১)।

দ্বিতীয়তঃ। ভারতীয়গণ আপনাদিগকে আর্য্যনামে অভিহিত করেন। বেদ ভারতীয়গণের প্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থ মধ্যে আর্য্যশব্দের বিস্তর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পারসিকগণও তাঁহাদিগকে ঐর্য্যনামে অভিহিত করিতেন। হিরোদোতস্ বলেন "মিদীয়গণ আপনাদিগকে আর্য্য বলিতেন পরে তাঁহারা নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন (২)।" জেন্দগ্রন্থ মধ্যে পারসিকগণ আর্য্যনামে অভিহিত হইতেন এরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পারসিকগণের বর্ণোচ্চারণের ক্রমানুসারে আর্য্যশব্দ "ঐর্য্য" উচ্চারিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বলা অসঙ্গত নহে, যে ভারতীয়গণ ও পারসিকগণ বহুকাল একত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ। ভারতীয় সপ্তসিন্দু প্রদেশে আর্য্যগণের প্রথম উল্লেখ বেদ মধ্যে দৃষ্ট হয়, পারসিকগণের আবস্তিয় বেন্দিদাদ পরিচ্ছেদ মধ্যে হপ্তহেন্দু শব্দের উল্লেখ আছে। আবস্তিক হপ্তহেন্দু ও বৈদিক সপ্তসিন্ধু একই

১। Muller's "Last Results of the Persian Researches" P. III.
২। Muir's "original Sanskrit Texts" Part second P. 289

পদার্থ। সংস্কৃত "স" জেন্দ ভাষায় "হ" রূপে উচ্চারিত হয় (১)। বেদের বর্ণনানুসারে আর্য্যগণ সপ্তসিন্ধু প্রদেশ হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে সারস্বত প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন; পারসিকদিগের বর্ণনানুসারে তাঁহারা হপ্তহেন্দু হইতে উত্তরাভিমুখে গিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে সপ্তসিন্ধু বা পঞ্জাব প্রদেশে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ পারসিকগণের সহিত একত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন।

চতুর্থতঃ। বৈদিক ও আবস্তিক দেবতাগণের নাম ও কার্য্যকলাপের বিস্তর সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষ এবং পারস্যদেশীয় ধর্ম্ম এবং পৌরাণিক উপাখ্যান সম্বন্ধীয় সাদৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। ইন্দুইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে যে সকল দেবতা অজ্ঞাত রহিয়াছেন সংস্কৃত এবং জেন্দ মধ্যে সেই সকল দেবতার উপাসনাপদ্ধতি দৃষ্ট হয় (২)। আমরা এস্থলে কয়েকটী মাত্র দেবতার সাদৃশ্য দেখাইতেছি:—

১ম। বৈদিক যম বিবস্বতের সন্তান। তিনি সর্ব্বপ্রথমে মানবগণকে পরলোকের পথ প্রদর্শন করেন (৩)। পরলোকে তিনি পুণ্যাত্মাগণকে জ্যোতির্ম্ময় ভবন অর্পণ করেন (৪)। তথায় পিতৃলোকগণ বিশেষ আনন্দ উপভোগ করেন (৫) এবং দেবতা নিকরের সহিত একত্রে অবস্থান করেন (৬)। যেস্থানে যম বাস করেন সেস্থান পবিত্র, অক্ষয়, অপরিবর্ত্তনীয় এবং তথায় চির-আলোক বিরাজ করিতেছে। তথায় আনন্দ, সুখ, বাসনার পদার্থ প্রভৃতির অভাব নাই (৭)। ইরাণীয় যীম (Vivanghat) বীবঙ্ঘতের সন্তান। পারসিকদিগের মতে ইনি একজন সৌভাগ্যশালী নৃপতি; ইহাঁর

১। Muir's "original Sanskrit Texts" Part II P. 246.
২। Professor Muller's "Last Results of Persian Researches" P.112.
৩। ঋ বে, ১০।১৪।১২।
৪। ঋ, বে, ১০।১৪।৯।
৫। ঋ, বে, ১০।১৪।১০।
৬। ঋ, বে, ১০।১৪।১৪।
৭। ঋ, বে, ৯।১১৩।৭—১১।

রাজ্যে মৃত্যু বা পীড়া অবস্থান করিতে পারে না। পার্থিব দুঃখের আশঙ্কায় তিনি তাঁহার অমর অনুচরবর্গের সহিত লোকান্তরে গমন করেন। এক্ষণে দেখা যাইবে ভারতীয় যম এবং ইরাণীয় যীম একই ব্যক্তি।

২য়। বেদের মধ্যে মিত্র নামক দেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইনি অদিতির সন্তান। মিত্র মনুষ্য সকলকে কার্য্যে তৎপর করেন, দুঃখ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং ইনি আপন মহত্ব দ্বারা পৃথিবী এবং আকাশকে গৌরবান্বিত করেন (১)। পারসিকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে মিথ্রনামক এক দেবতার বর্ণনা আছে। আবস্তিক মিথ্রশব্দের অর্থ বন্ধু ও সূর্য্য; সংস্কৃত মিত্রেরও এই উভয় অর্থই দেখা যায়। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত নিকর মিত্র ও মিথ্রকে একই ব্যক্তি অনুমান করেন। হিরোদোতাসের সময়ে এবং তৎপূর্ব্বে পারসিকগণ মিথ্রের উপাসনা করিতেন। মিথ্র সূর্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন (২)। মিত্র ও মিথ্র উভয়েই অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করেন। এই সকল কারণ অনুসারে কেহ কেহ অনুমান করেন পারসিকগণের সহিত ভারতীয়গণ পৃথক্ হইবার পূর্ব্বে মিত্রের উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল (৩)।

৩য়। বেদে বরুণ নামক এক দেবতার উল্লেখ আছে। বেদমধ্যে বিস্তর স্থানে মিত্র এবং বরুণ একত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। মিত্রবরুণ পৃথিবী এবং আকাশের উপর আধিপত্য করেন এবং সূর্য্যকে গগণ মণ্ডলে স্থাপিত করেন। ইহাঁরাই পৃথিবীর রক্ষক, ইহাঁদিগের নির্দ্দেশ অনুসারে আকাশ জ্যোতিবিশিষ্ট হয় এবং মেঘ বারিবর্ষণ করে। মিত্রবরুণ জলপতি, তাঁহারা জগৎকে আহার্য্য অর্পণ করেন। জেন্দ অবস্তা মধ্যে মিথ্রের সহিত একত্রে অহুরমজ্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অনেকে অনুমান করেন পারসি অহুরমজ্দ ও ভারতীয় বরুণ এক এবং অভিন্ন। ভট্ট মোক্ষমূলার অনুমান

১। ঋ, বে, ৩, ৫৯। ১, ২, ৭।
২। R, A. S. Journal, Vol X P. 346.
৩। Dr. F Windischmann.

করেন সংস্কৃত "অসুরো মেধস্" শব্দ হইতেই পারসিক অহুরমজ্দের উৎপত্তি (১)।

৪র্থ। বেদ মধ্যে ত্রিত নামক এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ আছে। ইনি আপ্ত্য নামে অভিহিত। ত্রিত ত্রিশিরা সপ্ত পুচ্ছবিশিষ্ট এক সর্পকে হত্যা করিয়া গো সমুদায় মুক্ত করিয়াছিলেন। অবস্তায় থ্রএতওন নামক এক ব্যক্তির বিবরণ আছে। ইনি আথ্যের সন্তান। থ্রএতওন ত্রিশিরা ত্রিবন্ধ ষট্পুচ্ছ ত্রবং সহস্র শক্তিবিশিষ্ট একটী সর্পকে সংহার করেন (২)।

৫ম। বেদ মধ্যে কাব্য উশনসের বর্ণনা আছে। বৈদিক কাব্য উশনস এবং আবস্তিক কবউশ এক ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। পর সাময়িক পারসিক গ্রন্থে কবউস, কাউস বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (৩)।

৬ষ্ঠ। যদি ও বেদ মধ্যে কৃশাশ্বেরউল্লেখ দৃষ্ট হয় না কিন্তু পাণিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, পুরাণ, রামায়ণ প্রভৃতির মধ্যে কৃশাশ্ব নামক এক ব্যক্তির বর্ণনা আছে। অনুমিত হইয়াছে ইনিই পারসিক কেরেশাশ্প (৪)।

৭ম। হিন্দু ও পারসিক উভয় জাতির মধ্যেই অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, জল প্রভৃতির উপাসনা পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। বৈদিক অগ্নিহোতৃগণ কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্ন্যুৎপাদন করিতেন (৫)। পারসিক দিগের মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত চিল। তাঁহারা এই উৎপাদিত অগ্নি স্ব স্ব গৃহে স্থাপন করিয়া তৎসন্নিধানে উপাসনা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন (৬)। অবস্তায় বর্ণিত

১। Muller's "Lectures on the science of Language" First series, P 195.
২। ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ মণ্ডল, ৫ মণ্ডল and Muir's "original Sanskrit Texts" Part II P 294.
৩। Martin Haug's Essays on the sacred Language, Writings and Religion of the Parsees 1862, P P 235,236; Muir's "Original Sanskrit Texts" Part II P 294 and Wilson's Rig-veda Vol I P P 141—143.
৪। উত্তর চরিত ১ম অঙ্ক; বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ; রামায়ণ বালকাণ্ড; পাণিনি সূত্র চতুর্থ অধ্যায়। and Muir's "Original Sanskrit Texts" Part II P 294.
৫। ঋ, বে, ১।১২।৩ এবং তাহার ভাষ্য।
৬। M. Haug's Essays &c. P 150 and Rawlinson's five great Monarchies, Vol III 1865, P 102.

রাজ্যে মৃত্যু বা পীড়া অবস্থান করিতে পারে না। পার্থিব দুঃখের আশঙ্কায় তিনি তাঁহার অমর অনুচরবর্গের সহিত লোকান্তরে গমন করেন। এক্ষণে দেখা যাইবে ভারতীয় যম এবং ইরাণীয় যীম একই ব্যক্তি।

২য়। বেদের মধ্যে মিত্র নামক দেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইনি অদিতির সন্তান। মিত্র মনুষ্য সকলকে কার্য্যে তৎপর করেন, দুঃখ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং ইনি আপন মহত্ব দ্বারা পৃথিবী এবং আকাশকে গৌরবান্বিত করেন (১)। পারসিকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে মিথ্রনামক এক দেবতার বর্ণনা আছে। আবস্তিক মিথ্রশব্দের অর্থ বন্ধু ও সূর্য্য; সংস্কৃত মিত্রেরও এই উভয় অর্থই দেখা যায়। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত নিকর মিত্র ও মিথ্রকে একই ব্যক্তি অনুমান করেন। হিরোদোতাসের সময়ে এবং তৎপূর্ব্বে পারসিকগণ মিথ্রের উপাসনা করিতেন। মিথ্র সূর্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন (২)। মিত্র ও মিথ্র উভয়েই অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করেন। এই সকল কারণ অনুসারে কেহ কেহ অনুমান করেন পারসিকগণের সহিত ভারতীয়গণ পৃথক্ হইবার পূর্ব্বে মিত্রের উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল (৩)।

৩য়। বেদে বরুণ নামক এক দেবতার উল্লেখ আছে। বেদমধ্যে বিস্তর স্থানে মিত্র এবং বরুণ একত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। মিত্রবরুণ পৃথিবী এবং আকাশের উপর আধিপত্য করেন এবং সূর্য্যকে গগণ মণ্ডলে স্থাপিত করেন। ইহাঁরাই পৃথিবীর রক্ষক, ইহাঁদিগের নির্দ্দেশ অনুসারে আকাশ জ্যোতিবিশিষ্ট হয় এবং মেঘ বারিবর্ষণ করে। মিত্রবরুণ জলপতি, তাঁহারা জগৎকে আহার্য্য অর্পণ করেন। জেন্দ অবস্তা মধ্যে মিথ্রের সহিত একত্রে অহুরমজ্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অনেকে অনুমান করেন পারসি অহুরমজ্দ ও ভারতীয় বরুণ এক এবং অভিন্ন। ভট্ট মোক্ষমুলার অনুমান

১। ঋ, বে, ৩, ৫৯। ১, ২, ৭।
২। R, A. S. Journal, Vol X P. 346.
৩। Dr. F Windischmann.

করেন সংস্কৃত "অসুরো মেধস্" শব্দ হইতেই পারসিক অহুরমজ্দের উৎপত্তি (১)।

৪র্থ। বেদ মধ্যে ত্রিত নামক এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ আছে। ইনি আপ্ত্য নামে অভিহিত। ত্রিত ত্রিশিরা সপ্ত পুচ্ছবিশিষ্ট এক সর্পকে হত্যা করিয়া গো সমুদায় মুক্ত করিয়াছিলেন। অবস্তায় থ্রএতওন নামক এক ব্যক্তির বিবরণ আছে। ইনি আথ্ব্যের সন্তান। থ্রএতওন ত্রিশিরা ত্রিবন্ধ ষট্‌পুচ্ছ ত্রবং সহস্র শক্তিবিশিষ্ট একটী সর্পকে সংহার করেন (২)।

৫ম। বেদ মধ্যে কাব্য উশনসের বর্ণনা আছে। বৈদিক কাব্য উশনস এবং আবস্তিক কবউশ এক ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। পর সাময়িক পারসিক গ্রন্থে কবউস, কাউস বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (৩)।

৬ষ্ঠ। যদি ও বেদ মধ্যে কৃশাশ্বেরউল্লেখ দৃষ্ট হয় না কিন্তু পাণিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, পুরাণ, রামায়ণ প্রভৃতির মধ্যে কৃশাশ্ব নামক এক ব্যক্তির বর্ণনা আছে। অনুমিত হইয়াছে ইনিই পারসিক কেরেশাশ্প (৪)।

৭ম। হিন্দু ও পারসিক উভয় জাতির মধ্যেই অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, জল প্রভৃতির উপাসনা পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। বৈদিক অগ্নিহোতৃগণ কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্ন্যুৎপাদন করিতেন (৫)। পারসিক দিগের মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত চিল। তাঁহারা এই উৎপাদিত অগ্নি স্ব স্ব গৃহে স্থাপন করিয়া তৎসন্নিধানে উপাসনা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন (৬)। অবস্তায় বর্ণিত

১। Muller's "Lectures on the science of Language" First series, P 195.

২। ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ মণ্ডল, ৫ মণ্ডল and Muir's "original Sanskrit Texts" Part II P 294.

৩। Martin Haug's Essays on the sacred Language, Writings and Religion of the Parsees 1862, P P 235,236; Muir's "Original Sanskrit Texts" Part II P 294 and Wilson's Rig-veda Vol I P P 141—143.

৪। উত্তর চরিত ১ম অঙ্ক; বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ; রামায়ণ বালকাণ্ড; পাণিণি সূত্র চতুর্থ অধ্যায়। and Muir's "Original Sanskrit Texts" Part II P 294.

৫। ঋ, বে, ১।১২।৩ এবং তাহার ভাষ্য।

৬। M. Haug's Essays &c. P 150 and Rawlinson's five great Monarchies, Vol III 1865, P 102.

হইয়াছে জরথুস্ত্রস্পিতম আপন সম্প্রদায়কে অঙ্গ্র নামক ঋত্বিক্ কুলের প্রতি ভক্তি করিতে উপদেশ দিতেন (১)। বেদ্ সংহিতার মধ্যে অঙ্গিরা ঋষির বর্ণনা দৃষ্ট হয় এবং অগ্নির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা সূচক বিস্তর প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় (২)। আবস্তিক অঙ্গ্র ও বৈদিক অঙ্গিরা একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

৫ম। বৈদিক ও আবস্তিক দেবতাগণের সংখ্যারও সাদৃশ্য আছে। বৈদিক মতানুসারে আর্য্যগণের দেবতার সংখ্যা তিন এবং ত্রিংশ (৩)। অবস্তার মধ্যে তেত্রিংশ জন রতুর উল্লেখ আছে (৪)। উভয় জাতির কতক গুলি আচার ব্যবহারের সৌসাদৃশ্য দর্শন করিলে বিমোহিত হইতে হয়। আমরা এস্থলে দুই একটীর উল্লেখ করিতেছি।:—

১ম। ভারতীয় আর্য্যগণ সোমপান করিতেন। বেদের মধ্যে অনেক স্থলে সোমরসের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে মজ্বাত পর্ব্বতে সোমের জন্ম। রজনীযোগে সমূল সোম পর্ব্বতোপরি সংগ্রহ করিয়া দুইটী ছাগ রাহিত যানে যজ্ঞক্ষেত্রে আনীত হইত। পুরোহিতগণ প্রস্তর মধ্যে নিষ্পেষণ করিয়া সেই রসও বৃন্ত কথঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাকনিতে নিক্ষেপ করিতেন। অনন্তর করদ্বারা মর্দ্দন করিলে ঐ রস দ্রোণ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইত এবং ঘৃত ময়দা প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিলে উহার মত্ততা উপস্থিত হইত। এই সোম রস সকল ব্রাহ্মণই প্রতিদিন তিনবার পান করিতেন (৫)। যাঁহারা এই রস পান করিতেন মৃত্যু তাঁহাদিগের নিকটে আসিতে পারিত না। ইহা দেবতা নিকরের অতিশয় প্রিয় পেয় ছিল। ইহা রুগ্নের রোগ নিবারণ ক্ষম। সকল দেবতাই ইহা পান করি

১। M. Haug's Essays &c. P 250.

২। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়," ১ম ভাগ উপক্রমণিকা পৃ ৩১।

৩। ঋ, বে, ৮।৩০।২ ; অ, বে, ১০।৭।১৩।

৪। M. Haug's Essays &c. P 233.

৫। Muir's "Original Sanskrit Texts" Part II appendix note D.

তেন। বৈদিকসোমযাগ একটী প্রসিদ্ধ যজ্ঞ। "পার্সীদের যে ক্রিয়াতে সোমলতার রস নিবেদিত ও ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম ইজেষ্নে। উহাতে জ্যোতিষ্টোম নামক বৈদিক ক্রিয়ার প্রায় সমুদায় অঙ্গই লক্ষিত হইয়া থাকে" (১)। এই সকল সাদৃশ্য দেখিয়া কে না বলিবে সোম এবং হোম এক পদার্থ। ভারতীয় সোম উচ্চারণগত পার্থক্য অনুসারে পারসিক হোম হইয়াছে। অতএব অনুমান করিতে হইতেছে পারসিক ও হিন্দুগণের একত্রাবস্থান সময়েই সোমপান পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

২য়। উপবীত হইবার প্রথা হিন্দু ও পারসিক উভয় জাতির মধ্যেই দৃষ্ট হয়। ভারতীয় আর্য্যগণ নির্দ্দিষ্ট বয়সে যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। পারসীকগণের মধ্যেও উপবীত হইবার নির্দ্দিষ্ট কাল আছে।

এই সকল এবং অন্যান্য কতকগুলি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে অন্যান্য আর্য্যজাতিগণের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ভারতীয় আর্য্যগণ ও পারসিকগণ বহুকাল একত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইরাণীয়গণ বৈদিককালে ভারতীয়গণের সহ একত্রেই ছিলেন (২)। এই সকল আর্য্যজাতি অতি প্রাচীনকালে কোথায় অবস্থান করিতেন? এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, কি অন্যত্র? কেহ কেহ অনুমান করেন ভারতবর্ষই প্রাচীন আর্য্যজাতির আদিম নিবাসস্থল; তথা হইতে তাঁহারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। আর্য্যগণ ভিন্ন ভারতবর্ষের অরণ্য মধ্যে এবং পর্ব্বত উপরে কতকগুলি অসভ্য জাতি ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থ মধ্যে শক, হূণ প্রভৃতি জাতির উল্লেখ আছে; ইহারা ভারত আক্রমণ করিয়া আর্য্যদিগের কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া অরণ্য মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। ভারতীয় অসভ্যজাতিগণ ইহাদিগেরই বংশোদ্ভব। আর্য্যগণ উত্তর পশ্চিমপ্রদেশ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে; কারণ ইতিহাস বা শব্দবিদ্যা এই ভূভাগে আর্য্যগণের সহিত ভাষা বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সৌসাদৃশ্য-

১। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম ভাগ উপক্রমণিকা পৃ ৩৬।

২। Professor Spiegel's "Introduction to Avesta" Vol. ii PP c vi f f &. Muller's "Last Results of the Persian Researches."

বিশিষ্ট কোন সভ্যজাতির অবস্থানের প্রমাণ দিতে সমর্থ নহে। তিব্বত বা চীন দেশে আর্য্যগণ অবস্থান করিতেন এরূপ অনুমান করা যায় না; কারণ ইহাদিগের ভাষা, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির সহিত আর্য্যগণের কোনই সাদৃশ্য নাই। বিশেষতঃ হিমালয় অতিক্রম করিয়া ভারতে আগমনের কোন পথই পূর্ব্বদিকে নাই। সমিতীক বা ইজিপ্তীয় বংশোৎপন্ন বলিয়াও আর্য্যগণকে অনুমান করা যায় না। কারণ সমিতিক ভাষার সহিত আর্য্যভাষার কোনই সাদৃশ্য নাই। সুতরাং হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত মনুবর্ণিত আর্য্যাবর্ত্তই আর্য্যজাতির আদিম নিবাস স্থল (১)।

এই অনুমান কতদূর সঙ্গত বলা যায় না; কিন্তু ইহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিলেও দুর্ব্বলপক্ষ অবলম্বন করা হয় না। এই সকল বিষয়ের যতই অধিক আলোচনা হইবে, এই সকল বিষয় সম্বন্ধে যতই অধিক তর্ক করা যাইবে, ততই অধিক পরিমাণে সত্যের নিকটবর্ত্তী হইতে পারা যাইবে, সুতরাং আর্য্যগণ ভারতের অধিবাসী বা অন্যত্র হইতে ভারতে আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য তর্কের আশ্রয় লইতেছি।

১ম। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থ সকল মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পঞ্চনদ প্রদেশে আর্য্যগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তদ্বর্ণনানুসারে আর্য্যগণ ক্রমেই দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন। পঞ্চনদের পর স্বারস্বত প্রদেশ। স্বারস্বত প্রদেশ ব্রহ্মর্ষি নামে আখ্যাত। আর্য্যদিগের বর্ণনা অনুসারে ব্রহ্মর্ষি পরম পবিত্র ক্ষেত্র এবং এই পুণ্যভূমি অতিক্রম করিয়া তাঁহারা মধ্যদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই ভূভাগের পরই বিন্ধ্য হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ আর্য্যগণের বাসযোগ্য হইয়াছিল। 'ভগবান মনুর নির্দ্দেশানুসারে আর্য্যাবর্ত্ত অতিক্রম করা আর্য্যগণের পক্ষে নিষিদ্ধ। এক্ষণে তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যদি আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী হন তবে তাঁহাদিগের দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে গমন এ প্রকারে বর্ণিত হইল কেন?

২য়। বেদ মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে আর্য্যগণ শ্বেতকায়, এবং তাঁহারা

১। A. Curzon প্রণীত Journal Royal Asia. Soc. vol XVI প্রকাশিত প্রস্তাব দেখ।

যে সকল অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন তাহারা কৃষ্ণবর্ণ। যদি আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী হন এবং অনার্য্যগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে তবে এই কৃষ্ণকায় অনার্য্যগণ কোথা হইতে আসিল। যদি তাহারা ভারতের উত্তরস্থিত কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া থাকে তবে তাহারা কৃষ্ণকায় হইবে না। যখন দেখা যাইতেছে কৃষ্ণকায় অনার্য্যগণের সহিত আর্য্যগণকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, তখন অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে তাহারা ভারতের দক্ষিণস্থ কোন প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল বা ভারতই তাহাদিগের জন্মস্থান। দক্ষিণ দিক হইতে তাহাদিগের আগমন সম্ভব নহে। ভারতের দক্ষিণস্থ কোন প্রদেশ হইতে আগমন করিতে হইলে সমুদ্র অতিক্রম আবশ্যক। জগতের শৈশবাবস্থায় অসভ্য অনার্য্যগণ কি প্রকারে সাগর অতিক্রম করিল? যদি তাহাই স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও তর্কান্তর উপস্থিত হইবে। বেদের বর্ণনানুসারে পঞ্চনদ প্রদেশে আর্য্যগণকে অনার্য্য জাতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। যদি অনার্য্যগণ দক্ষিণ দিক হইতে সমুদ্র পথে ভারতে আসিয়া থাকে তবে তাহারা ভারতের দক্ষিণস্থিত সমুদ্রকুল পরিত্যাগ করিয়া উত্তর সীমাস্থ পঞ্জাব প্রদেশে কি প্রকারে উপস্থিত হইল? যদি বলা যায় অনার্য্যগণ যেখানেই অবতীর্ণ হউক তাহারা ক্রমে উত্তরাভিমুখে গিয়াছিল। যদি ইহাই স্বীকার করা যায় তবে অনার্য্যগণ বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়াই আর্য্যগণের সাক্ষাৎ পাইত। কিন্তু বেদের বর্ণনানুসারে সেরূপও ঘটে নাই। আর্য্যগণ পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং বলিতে হইতেছে অনার্য্যগণ দক্ষিণ দিক হইতে আগমন করে নাই। তবে কৃষ্ণকায় অনার্য্যগণ কোথা হইতে আসিল? আবার সেই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে, ভারতই কি তাহাদিগের আদিম নিবাস স্থল? একত্রে এক পরিবার স্বরূপ আর্য্য ও অনার্য্যগণের অবস্থানই বা কি প্রকারে সম্ভবে? হয় আর্য্যগণ অন্যত্র হইতে ভারতে আগমন করিয়া ছিলেন নয় অনার্য্যগণ ভারতের আদিম নিবাসী নহে। আমরা দেখাইয়াছি অনার্য্যগণ অন্যত্র হইতে ভারতে আগমন করে

নাই ; ভারতই তাহাদিগের শৈশবের কেলী গৃহ। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত নহে আর্য্যগণ ভারতের আদিম নিবাসী নহেন।

৩য়। আমরা দেখাইয়াছি ভারতীয় আর্য্যগণ যে বংশোদ্ভব সেই মূল বংশ হইতে পারস্য, জারম্যানি প্রভৃতি দেশে এক এক দল গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই সকল জাতির ভাষা মধ্যে ও বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই সকল জাতির ভাষা মধ্যে যে সকল বৃক্ষ এবং প্রাণীর নামের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, অবশ্য সেই সকল বৃক্ষ এবং প্রাণীর নাম তাহাদিগের একত্র অবস্থান সময়েই স্থির হইয়াছিল। তাঁহারা সকলে যে দেশে অবস্থান করিতেন তথায় সেই সকল বৃক্ষ ও প্রাণী ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে সেই সকল বৃক্ষ বা প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং অনুমিত হইতেছে আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন (১)।

৪র্থ। অধিকাংশ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিতই অনুমান করেন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ পূজ্যপাদ আর্য্যগণের বাললীলাক্ষেত্র নহে। বিন্ধ্য হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড আর্য্য জাতিকে প্রসব করে নাই (২)।

৫ম। যদি স্বীকার করা যায় আর্য্যগণ ভারত হইতেই অন্যত্র গিয়াছিলেন। কোন প্রবল শত্রুর ভয়ে বা আহার্য্য দ্রব্যের অভাবেই জগতের আদিম অধিবাসীগণ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেন। ভারতবর্ষ হইতে কিসের অভাবে যাইবেন? অনার্য্যগণ তাঁহাদিগের হস্তে পরাজিত হইয়াছিল। তবে কি আহারাভাবে তাঁহারা ভারত ত্যাগ করিয়াছিলেন? এ কথাই বা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? ভারতের শস্যশালিনী উর্ব্বরা ভূমিখণ্ড, এবং নাতিশীতোষ্ণ সুখপ্রদ জল বায়ু পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থ অস্বাস্থ্যকর, বন্ধুর, অনুর্ব্বরা ভূখণ্ডে কেন যাইবেন? বিশেষ এই সময়ে আর্য্যগণ সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করেন নাই। পবিত্র-সলিলা

১। Lassen's "Indian Antiquities" i P. 5–12 ff.
২। See Lassen's "Indian Antiquities" i Max Muller's "Last Results of Sanskrit Researches" "Ancient Sanskrit Literature" Benfey's India" Dr. Mittra's " Indo-Aryans" vol II " & &.

গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরস্থ এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর দিকস্থ বিস্তর উর্ব্বরা ভূখণ্ড অকর্ষিত অবস্থায় পতিত ছিল। বিস্তর গোচারণ ক্ষেত্র; বিস্তর উর্ব্বরা ভূখণ্ড নিকটে থাকিতে কেন তাঁহারা কষ্টপ্রদ দূরদেশে যাইবেন (১)।

যাহা বলা হইল ইহাতে এক প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে বন্দনীয় আর্য্যগণ ভারতের আদিম নিবাসী নহেন। তবে তাঁহারা কোন্ পুণ্যক্ষেত্র হইতে ভারতে আগমন করিয়া তাঁহাদিগের পবিত্র চরণ স্পর্শ দ্বারা ভারতকে জগতে সুপবিত্র স্থান করিয়াছেন? দক্ষিণ দিক হইতে তাঁহাদিগের আগমন সম্ভব নহে। যদি তাঁহারা দক্ষিণ দিক হইতে আগমন করিতেন তবে বেদ মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয় কেন? বেদের বর্ণনা অনুসারে ক্রমে তাঁহারা দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। দক্ষিণ দিক হইতে আগমন করিলে প্রথমে ভারতের দক্ষিণ দিকের উল্লেখ দৃষ্ট হইত। ক্রমে তাঁহারা উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেন। সুতরাং উত্তর দিক হইতে তাঁহারা ভারতে আগমন করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করাই সঙ্গত। হিন্দুকুশ পর্ব্বত মধ্যস্থ তুষারাবৃত সংকীর্ণ পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া আর্য্যগণ সপ্তসিন্ধু প্রদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন (২)। এক্ষণে দেখা যাউক প্রাচীন আর্য্যগণ যে উত্তর দেশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কি সন্তোষকর প্রমাণ আছে।

স্বদেশকে, জন্মভূমিকে সকলে পবিত্র জ্ঞান করে। স্বদেশের সমুদায় সুন্দর, স্বদেশের সমুদায় গৌরবান্বিত। "জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ; জন্মভূমিতে প্রভাত সময়ে যেরূপ সুন্দর বালারুণ উদিত হয়, অন্যত্র সেরূপ হয় না। একজন বনবাসী পর্ব্বত গুহাশায়ী অসভ্যকে যদি বন হইতে ধরিয়া আনিয়া মনোহর অট্টালিকায় রাখ, তথাপি সে সেই সুখ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অরণ্যে যাইতে ইচ্ছা

১। Muir's "Original sanskrit Text" Part II P 321.
২। Muller's "Ancient Sanskrit Literature," & "Last Results of of Sanskrit Researches."

করিবে। ইংলণ্ডীয় কোন রাজকুমারকে ইংলণ্ড জয়ের পর রোম নগরে বন্দী করিয়া আনিলে তিনি বলিয়াছিলেন "আপনাদিগের এমন সমৃদ্ধিশালী দেশ থাকিতে, কেন অরণ্যময় বৃটন জয় করিতে ইচ্ছা করেন? আমাকে মুক্তি দেন, আমি বনময় বৃটনে যাই।" সুতরাং বলা অসঙ্গত হইবে না যে আর্য্যগণ পুনঃ পুনঃ যে স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন; কোন উৎকৃষ্টতর দেশের উল্লেখ করিতে হইলে যে স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই দেশই আর্য্যজাতির প্রাচীন আবাস স্থান। কোন প্রাচীন জাতির জন্মস্থান বা তাহাদিগের আদিম অবস্থার বিবরণ জানিতে হইলে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে সেই সকল জাতির মধ্যে কি প্রকার লৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আর্য্যগণমধ্যে প্রচলিত লৌকিক প্রবাদ অনুসন্ধান করিতে হইলে সর্ব্বথা সফল-প্রয়াস হওয়া যায় না। অতি প্রাচীনকালে—কত দিবস হইল নিশ্চয় বলা যায় না—আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, সে সময় লিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল না। তাহার বহুকাল পরে সেই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছিল; সুতরাং তাহার আমূল বিবরণ প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভব নাই। তবে আর্য্যগণ পূর্ব্ব স্মৃতি বশতঃ বিশৃঙ্খল অবস্থায় এই সকল বিষয়ের যে সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা এ স্থলে তাহারই উল্লেখ করিব। আমরা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব যে বন্দনীয় আর্য্যগণ উত্তর দিক হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন।

১ম। কথিত আছে প্রলয় সময়ে ভগবান মনু এক বৃহৎকায় পোতে আরোহণ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ জল বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে উত্তরস্থ পর্ব্বত জলমগ্ন হইল। মনু পোতারোহণে পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। যখন ক্রমে জল শুষ্ক হইল, ভগবান মনুও ক্রমে ক্রমে অবতরণ করিলেন। সমুদায় ভূভাগ শুষ্ক হইলে, মনু ধরণী বক্ষে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিলেন, তথায় কোন প্রাণীই নাই। ভগবান মনু সমুদায় প্রাণী সৃষ্টি করিলেন (১)। এই উপাখ্যান পাঠে অনুমান করা যায় বন্দনীয় আর্য্যগণের আদি

১। মনবে হ বৈ প্রাতর্‌ অবনেগ্য মুদকমাজহ্রুর্যথেদং পাণিভ্যামবনে জনায়া হরন্তি।

পুরুষ ভারতের উত্তরস্থ পর্ব্বত শ্রেণীর উত্তর দিকে অবস্থান করিতেন এবং ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। আর্য্য জাতির সমুদায় প্রাচীন গ্রন্থমধ্যেই ভগবান মনু মানবজাতির আদি পুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (১)।

২য়। প্রাচীন গ্রন্থ সকল মধ্যে উত্তরকুরুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই ভূভাগকে আর্য্যগণ দেব ক্ষেত্র বলিতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত হইয়াছে "হিমবত

এবং তস্যাবনে নিজানস্য মৎস্যঃ পাণী আপেদে। স হাস্মৈ বাচমুবাদ। বিভৃহি মা পারয়িষ্যামি'ত্বেতি। কস্মান্মা পারয়িষ্যসীতি। ঔঘ ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজানির্বোঢ়া ততস্ত্বা পারয়িতাস্মীতি। কথং তে ভৃতিরিতি। স হোবাচ যাবদ্ বৈ ক্ষুল্লকা ভবামো বহ্বী বৈ নস্তাবদ্‌নাষ্ট্রা ভবত্যুত মৎস্য এব মৎস্যং গিলতি। কুম্ভ্যাং মাগ্রে বিভরাসি। স যদা তামতিবর্ধা-অথ কর্ষু খাত্বা তস্যাং মা বিভরাসি। স যদা তামতিবর্ধা-অথ মা সমুদ্রমভ্যবহরাসি তর্হি বা-অতিনাষ্ট্রো ভবিতাস্মীতি। শশ্বদ্ হ ঝষ আস। সহি জ্যেষ্ঠং বর্ধতে। অথেতিথীং সমাং তদৌঘ আগন্তা। তন্মা নাবমুপকল্প্যো-পাসাসৈ। স ঔঘ উত্থিতে নাবমাপদ্যাসৈ ততস্ত্বা পারয়িতাস্মীতি। তমেবং ভৃত্বা সমুদ্র মভ্যব জহার। স যতিথীং তৎসমাং পারিদিদেশ ততিথীং সমাং নাবমুপকল্প্যোপাসাঞ্চক্রে। স ঔঘ উত্থিতে নাবমাপেদে। তং স মৎস্য উপন্যাপুপ্লুবে। তস্য শৃঙ্গেনাবঃ পশং প্রতিমুমোচ তেনৈতমুত্তরং গিরিমতিদুদ্রাব। স হোবাচ। অপীপরং বৈত্বা বৃক্ষে নাবং প্রতিবধ্নীষ্ব। তং তু ত্বা মা গিরৌ সন্তমুদকমন্তাশ্ছৈৎসীৎ যাবদুদকং সমবায়াৎ তাবৎ তাবদন্ববসর্পাসীতি। স হ তাবৎ তাবদেবান্ববসসর্প। তদপ্যেতদুত্তরস্য গিরের্মনোরব সর্পণমিতি। ঔঘো হ তাঃ সর্ব্বাঃ প্রজানিরুবা হাথেহ মনুরেবৈকঃ পরিশিশিষে। সোঽর্চঞ্ছ্রাম্যংশ্চচার প্রজাকামঃ। তত্রাপি পাকযজ্ঞে নেজে। স ঘৃতং দধি মস্ত আমিক্ষামিত্যপ্সু জুহবাঞ্চকার। ততঃ সম্বৎসরে যোষিৎ সম্বভূব। সাহ পিব্দমানা ইবোদেয়ায়। তস্যৈ হস্ম ঘৃতং পদে সন্তিষ্ঠতে। তয়া মিত্রাবরুণৌ সঞ্জগ্মাতে। তাংহোচতুঃ কাহসীতি। মনোদুহিতেতি। আবযোব্রুষ্বেতি। নেতি হোবাচ। যএব মামজীজনত তস্যৈবাহমস্মীতি। তস্যামপিত্বম ঈষাতে। তদ্বা জেজ্ঞৌ তদ্বা ন জেজ্ঞৌ অতি ত্বেবেয়ায় সা মনুমাজগাম। তাং হ মনুরুবাচ কাসীতি। তব দুহিতা ইতি। কথং ভগবতি মম দুহিতেতি। যা অমূরপ্সু আহুতীরহৌষীর্ঘৃতং দধি মস্তামিক্ষাং ততো মামজী জনথাঃ। সা আশীরস্মি। তাঃ মা যজ্ঞে অবকল্পয়। যজ্ঞে চেদ্বৈমাৎবকল্পয়িষ্যসি বহুঃ প্রজয়া পশুভির্ভবিষ্যসি যাং উ ময়া কাঞ্চাশিষম্ আশাসিষ্যসে সাতে সর্ব্বা সমধিষ্যত ইতি। তামেতন্মধ্যে যজ্ঞস্য অবাকল্পয়ৎমধ্যং হ্যেতদ্যজ্ঞস্য যদন্ততা প্রযাজানুযাজান। তয়ার্চন্দুযঞ্ছ্রাম্যংশ্চচার প্রজাকামঃ। তয়াইমাং প্রজজ্ঞে যা ইয়ং মনোঃ প্রজাতিঃ। শতপথ ব্রাহ্মণঃ।

(১) Weber, Ind, stud. 1. 165, 194, 195, Burnauf Introd, to Bhag. Pur L IX ff; Wilsons R. V. Vol 11 p 292 and Muir's Sanskrit texts' Vol 1 and Part II.

পর্ব্বতের অপরপার্শ্বস্থ উত্তরদেশীয় উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্রজাতিগণ দেবতুল্য (১)।" অন্যত্র দৃষ্ট হয় "বশিষ্ঠ বংশীয় সাত্যহব্য জানন্তব অত্যরাতিকে মহাভিষেকের বিষয় বলিয়াছিলেন। তজ্জন্য জানন্তপ অত্যরাতি, রাজা ছিলেন না বলিয়া, সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া জয় করিয়াছিলেন। বাশিষ্ঠ সাত্যহব্য বলিলেন 'তুমি সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়াছ এক্ষণে আমাকে মহত্ব অর্পণ কর।' অত্যরাতি উত্তর করিলেন 'ব্রহ্মণ, যখন আমি উত্তরকুরু জয় করিব তখন আপনি পৃথিবীর অধিপতি হইবেন এবং আমি আপনার সেনাপতি হইব।' সাত্যহব্য বলিলেন, উত্তরকুরু, দেবক্ষেত্র; মানব তাহা জয় করিতে পারেনা; তুমি আমার প্রতি সদ্ব্যবহার কর নাই সুতরাং আমার সমুদায় প্রত্যর্পণ কর। তদ্ধেতু আশুবীর্য্য নিঃশত্রু জানন্তপ আত্যরাতিকে অমিত্রতপন শৈবী শুষ্মিন হত্যা করিয়াছিলেন (২)।" রামায়ণ মহাভারতাদি মধ্যে ও উত্তরকুরুর বিস্তর উল্লেখ আছে। উত্তরকুরুর যে প্রকার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় উত্তরকুরুকে আর্য্যগণ পরম পবিত্র স্থান জ্ঞান করিতেন। মেগাস্থানিস হাইপার বরিয়ান নামক সহস্রায়ুশ এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন (৩)। টলেমি উত্তরকুরু নামক পর্ব্বত, জাতি এবং নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। "সিরিকা দেশ পর্ব্বতশ্রেণী পরিবেষ্টিত। ইহার মধ্যে একটী পর্ব্বতের নাম উত্তরকুরু। সেরিকার উত্তরাংশে মনুষ্যভূক এক জাতি বাস করে। সেরিকার পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণে উত্তরকুরু নামক জাতির বাস। সেরিকা মধ্যে উত্তরকুরু নামে এক নগর আছে। এখানে দিনমান ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১৪ ঘণ্টা। 'আলেক্‌জেন্দ্রিয়া হইতে পূর্ব্বাভিমুখে সাত ঘণ্টা ভ্রমণ করিলে এই নগরে উপস্থিত হওয়া যায় (৪)।" টলেমির সময় প্রবাদ ছিল সেরিকার উত্তরাংশে মনুষ্যভূক জাতি বাস করে। রামায়ণ মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে "তোমরা কুরুর

(১) ৮।১৪ See also Weber's Indischesta I. 218.
(২) ৮।২৩ See also Colebrook's Misc. Ep. 1. 43.
(৩) Eragment xxix. Strab. xv. P. 57,
(৪) Muir's original Sanskrit Text. p. II. ap. n. g.

উত্তরাংশে কদাচ যাইওনা। সে ভূভাগ জীব লোকের অগম্য। এমন কি দেবতারাও সোম পর্ব্বত অতিক্রম করিতে পারেন না (১)।" দেখা যাইতেছে রামায়ণের সময় ও উত্তরকুরুর উত্তরাংশ মানব-বাস-যোগ্য ছিল না। মহাভারত মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, উত্তরকুরুগণের জীবনকাল দশ সহস্র বৎসর (২)। এই সকল এবং অন্যান্য কারণ অনুসারে অনুমান করা যাইতে পারে হাইপারবরিয়ানগণই আর্য্যদিগের উত্তরকুরু (৩)। এক্ষণে দেখিতে হইবে এই উত্তরকুরু কোথায়?—উত্তর দেশে মেরু পর্ব্বতের পদতলে উত্তরকুরু অবস্থিত (৪)। অধ্যাপক লাসেন অনুমান করেন উত্তরকুরু কাসগারের পূর্ব্বে (৫)। আর্য্যগণ উত্তরকুরুর যেমন চিত্র দিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় উত্তরকুরুকে তাঁহারা স্বর্গের ন্যায় পবিত্র স্থান জ্ঞান করিতেন। উত্তরকুরু কেন, উত্তর দিকের সমুদায় স্থানই আর্য্যচক্ষে পবিত্র। মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে "এই পবিত্র কাশ্মীর ক্ষেত্র তোমার ভ্রাতৃগণের সহিত দেখ, পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ এই স্থানে বাস করিতেন। এই স্থানেই নহুষের সহিত ঋষিগণের এবং অগ্নির সহিত কাশ্যপের কথোপকথন হইয়াছিল (৬)।" চিরকালই আর্য্যগণের বিশ্বাস যে উত্তর দিক সমধিক পবিত্র এবং লোকাতীত মহিমান্বিত। দেবনিবাস সুমেরুপর্ব্বত, দেবভূমি কৈলাস পর্ব্বত, স্বর্গের প্রশস্ত পথ ইত্যাদি সমুদায়ই উত্তরদিকে অবস্থিত। আজিও উত্তরদিককে হিন্দুগণ পবিত্র জ্ঞান করেন। হিন্দুগণের যে সকল পবিত্র তীর্থ স্থান আছে তন্মধ্যে শ্রীক্ষেত্র ভিন্ন দক্ষিণে আর অল্পই আছে।

৩য়। ঋগ্বেদের মধ্যে দৃষ্ট হয় "আমরা যেন শত শীতঋতু (বর্ষ) তনয় পালন

১। রামায়ণ ৪।১২১-১২২
২। মহাভারত ৬।২৬৪
৩। Mccrindle's "Ancient India" P. 78 note & Lassen's Indian Antiquitie's.
৪। Mccrindle's "Ancient India" P. 78 note.
৫। Lassen's Indian Antiquities.
৬। মহাভারত ১০।৫৪৫,৫৪৬

করিতে পারি।" "যেন আমরা শত শরৎকাল (বর্ষ) দেখিতে পাই—যেন আমরা জীবিত থাকি (১)।" শীতঋতু অনুসারে বৎসর গণনা প্রথা অবস্তা মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পাঠ করিয়া অনুমান করা যাইতে পারে আর্য্যগণ কোন শীত প্রধান দেশে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা অতি প্রাচীন কালে যে দেশে অবস্থান করিতেন এই সকল সেই দেশের সামান্য স্মৃতির চিহ্ন মাত্র (২)। আর্য্যবংশোদ্ভব যে সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছেন তাঁহাদিগের ভাষায় শীতঋতুর সুসদৃশ আখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যান্য ঋতুর সদৃশ নাম দৃষ্ট হয় না। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যায়, কোন শীত প্রধান দেশের অন্তর্গত সুপবিত্র ভূখণ্ড আর্য্যজাতির আদিম নিবাস স্থল (৩)। এতাদৃশ শীত প্রধান দেশ ভারতবর্ষের উত্তরদিকে হওয়াই সম্ভব, সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে, উত্তরদিক হইতেই আর্য্যগণ ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। "ঋগ্বেদের মন্ত্র বর্ণিত বৈদিক ব্যক্তিগণ শ্বেতাঙ্গ আর্য্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বহুকাল হইল তাঁহারা মধ্যআসিয়ার কোন সুশীতল স্থান হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থিত পঞ্চনদ প্রদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহারা তথা হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন (৪)।" বেদে যে সকল দেবতার বর্ণনা আছে তন্মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি এবং সূর্য্যের মাহাত্ম্যই অধিক বর্ণিত হইয়াছে। এই দেবতাত্রয়ের উদ্দেশে যত স্তোত্র লিখিত হইয়াছে অন্য কোন দেবতার উদ্দেশে তদ্রূপ হয় নাই। প্রচুর শস্য উৎপাদন কর, বিপক্ষ নাশ কর, পুত্রকলত্রাদি বৃদ্ধি কর, গবাদি পশু সকল রক্ষা কর, ধন দান কর বলিয়া আর্য্যগণ সতত ইন্দ্রোদ্দেশে স্তব করিয়াছেন (৫)। অগ্নি

১। ঋ, বে, ১।৬৪।১৪;
২। Wilson's Introduction to Rigveda Vol. 1. P. 'XLII & Muir's "Original Sanskrit Texts' Part 11. P. 323.
৩। Weber's "Modern investigations on ancient India" translated from German P. 9.
৪। J. Talboys Wheeler's History of India Vol. i. P. 7.
৫। Wilson's Rig Veda Mand I.

উপাসনায় বৈদিক আর্য্যগণ সর্ব্বদা নিবিষ্ট চিত্তে লিপ্ত থাকিতেন। অগ্নির তুষ্টি সম্পাদন উদ্দেশে নানা প্রকার স্তব পাঠ করিতেন (১)। কোন কোন স্থানে অগ্নি, বিশ্বের শাস্তা, মানবের প্রভু, দেবতার দেবতা প্রভৃতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (২)। ইহার পর সময়েও ভারতে অগ্নি উপাসনা পদ্ধতি নিতান্ত হীনপ্রভ হয় নাই। বোধ হয় এই সময় হইতেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। আর্য্য বংশোদ্ভব অন্যান্য জাতিদিগের মধ্যে প্রাচীন কালে অগ্নি উপাসনা পদ্ধতি ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। পারসিকগণ সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা করিতেন। প্রথমে অগ্নিকে বন্দনা না করিয়া তাঁহারা কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতেন না। রাজাগণের যুদ্ধ যাত্রা সময়ে অগ্নি তাঁহাদিগের অগ্রে যাইতেন। যৎকালে হিরাক্লিয়াস পারসিকদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তৎকালে তিনি অগ্নিদেবের মন্দির ভগ্ন করিয়াছিলেন বলিয়া পারসিকগণ নিতান্ত ক্ষুণ্ণহৃদয় হইয়াছিলেন (৩)। বেদে অগ্নি ও ইন্দ্রের ন্যায় উচ্চ আসন প্রাপ্ত না হইলেও সূর্য্যের সমান ইঁহাদিগের অপেক্ষা কম নহে। অধিক কি ঋগ্বেদের সুপবিত্র গায়ত্রী সংজ্ঞক স্তোত্র সবিতৃ উদ্দেশে লিখিত (৪)। বহুকাল গত হইল এই স্তোত্র লিখিত হইয়াছে, বৈদিক আর্য্যগণ কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছে, কিন্তু আজিও ইহার শব্দ ভারতে ধ্বনিত হইতেছে। চিন্তাশীল পাঠক দেখিবেন, আর্য্যগণ অগ্নি ও সূর্য্যের এত গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন কেন? যেস্থানে অধিক শীত সেই স্থানেই সূর্য্য ও অগ্নির উপকারিতা এবং আবশ্যকতা অধিক। কোন গ্রীষ্মপ্রধান স্থানবাসী লোকই অগ্নি-উত্তাপ ও প্রখর সূর্য্যকিরণের প্রার্থনা করিবে না। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে আর্য্যগণ কোন শীতপ্রধান স্থানে অবস্থান করিতেন। গ্রীষ্মপ্রধান স্থানই হউক আর শীতপ্রধান

১। Wilson's Rigveda Mand I.
২। Wilson's Rigveda Mand 1 & 2 Comp Muller's Sanskrit Literature. P. 533.
৩। M. Rollin's Ancient History Vol. i. P. 217.
৪। Rigveda Mand iii Hymn 62. V. 10.

স্থানই হউক আত্মরক্ষা ও আহার্য্যদ্রব্য প্রভৃতির আবশ্যকতা সর্ব্বত্রই সমান; সুতরাং ইন্দ্রকে আহ্বান করিতে হইয়াছে।

৪র্থ। "পথ্যাস্বস্তি উত্তরদিকের বিষয় জানিতেন। পথ্যাস্বস্তিই বাণী। তজ্জন্য বাক্য উত্তরদিকে অধিকতর পরিজ্ঞাত; লোকে উত্তরদিকে ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য গমন করে। কথিত আছে যে সকল ব্যক্তি এই দিক হইতে আগমন করেন লোকে তাঁহাদিগের উপদেশ শুনিতে অভিলাষ করে; কারণ, এই দিক বাক্যের দিক বলিয়া খ্যাত (১)।" এই বাক্য দেখিয়া বলা যাইতে পারে উত্তরদিকে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল—উত্তরদিকই সুবিজ্ঞ পণ্ডিত প্রসব করিত। বোধ হয় হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরদিকে, যথায় সংস্কৃত শিক্ষার অভিলাষে লোকে গমন করিত সেই স্থানে, এই সংস্কৃতভাষী লোকদিগের সহিত একত্রে একান্নভুক্ত পরিবার স্বরূপ আদিমকালে আর্য্যগণ অবস্থান করিতেন।

৫ম। হিমালয়ের উত্তরদিক জাত কুষ্ঠ নামক ওষধির উল্লেখ অথর্ব্ববেদ মধ্যে দৃষ্ট হয়। কুষ্ঠের বর্ণনাবসরে লিখিত হইয়াছে "তুমি হিমবতের উত্তরদিকে জন্মগ্রহণ করিয়া লোক হিতার্থে পূর্ব্বদিকে আনীত হইয়াছ (২)।" এতদ্দ্বারাও অনুমান করা যাইতে পারে হিমালয়ের উত্তরদিকের বিষয় ভারতীয় আর্য্যগণ অবগত ছিলেন।

৬ষ্ঠ। অবস্তামধ্যে দৃষ্ট হয় অহুরমজ্‌দ সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যনব এজো নামে দেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই দেশে দশ মাস শীত এবং দুই মাস গ্রীষ্ম (৩)।

১। কৌষিতকী ব্রাহ্মণ ৭।৬; & Muller's "Last Results of the Turanian Researches" P. 340, কৌষীতকী ব্রাহ্মণের এই বচন লক্ষ্যকরিয়া টীকাকার বিনায়ক ভট্ট লিখিয়াছেন "সরস্বতীর নিবাস স্থান কাশ্মীর, বুদরীকা আশ্রমে বেদ-ধ্বনি শ্রুত হওয়া যায়। মনুষ্য সরস্বতীর অনুগ্রহ লাভার্থে উত্তরে গমন করে" ইত্যাদি—Muir's original Sanskrit Texts, 11 P 328 টীকাকারউদীচী শব্দ কাশ্মীর ও বদরিকা আশ্রম প্রতিপাদক বলিয়াছেন। যাহাই হউক উত্তর দিকের মহিমা বর্ণনই এই বাক্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।

২। অথর্ব্ব বেদ ৫।৪।৮

৩। Muir's "Original Sanskrit Text" Part 11. P. 339.

পণ্ডিতবর হগ (Haug) অনুমান করেন এ প্রকার শীতপ্রধান দেশ অধিকতর উত্তরে হওয়াই সম্ভব এবং ইরাণীয়গণ উত্তরদেশ হইতেই আগমন করিয়াছিলেন (১)। পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে হিন্দুগণ ও পারসিকগণ বহুকাল একত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে পারসীক ও হিন্দুগণ এই স্থানেই অবস্থান করিতেন।

এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে আর্য্যগণ ভারতে উপনিবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে গ্রীক, জারমান প্রভৃতি জাতির পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত ভারতের বহু উত্তরদিকবর্ত্তী দেশে বাস করিতেন—বহু উত্তরদিকবর্ত্তী প্রদেশ সকল ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন (২)। যে পর্য্যন্ত আলোচনা করা হইল ইহাতে দেখা যাইবে আর্য্যগণ কোন উত্তরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে স্বতঃই মনে উদয় হইবে, সে উত্তরবর্ত্তী প্রদেশ কোথায়?——ইউরোপ আর্য্যজাতির আদিম নিবাসক্ষেত্র নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে আসিয়াই আর্য্যজাতির নিবাস স্থল। এই প্রদেশ মধ্যআসিয়ার কোন স্থানে হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। যে স্থান হইতে পঙ্গপাল সদৃশ লোক সকল বহির্গত হইয়া প্রায় সমুদায় সভ্য জগতে অবস্থান করিয়াছিলেন সে স্থান মধ্য-আসিয়ার জনপদ বিশেষ হওয়াই উচিত (৩)। এতৎসম্বন্ধে কোন সন্তোষকর প্রমাণ পাওয়া যায় কি না এক্ষণে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছেঃ—

১। Muir's Original Sanskrit Texts P. II. P. 339.

২। See Maxmuller's "Last Results of Sanskrit Researches" and "Ancient Sanskrit Literature" Lassen's "Indian Antiquities." Huxley's "Fore fathers of the English people" A. W. Von Schlegal's "On the origin of the Hindus," and Dr. Mitra's "Indo Aryans' Vol. ii. &c. &c.

৩। Weber's "Modern Investigations on Ancient India" P. 10 & A. W. Von Schlegal's De L. origine desbindous in (Essais Lither airiset Historiques.)

১ম। পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে রোমক, গ্রীক প্রভৃতি জাতিগণের সহিত ভারতীয়গণ একত্রে একান্নভুক্ত পরিবারস্বরূপ অবস্থান করিতেন। ইতিবৃত্ত-বেত্তারা অনুমান করেন রোমক ও গ্রীকেরা পূর্ব্বোত্তর অঞ্চল হইতে ইটালি ও গ্রীসে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন (১)। রোমক ও গ্রীকদিগের পূর্ব্বোত্তর অঞ্চল ককেসস্ পর্ব্বত-সন্নিহিত কোন প্রদেশ হইবারই সম্ভব। কর্ণেল টড বলেন "সিন্ধুনদের তীর আর্য্যজাতির বাল্যলীলার ক্ষেত্র নহে; ককেসস্ পর্ব্বতের উপত্যকাই তাঁহাদিগের শৈশবের কেলি গৃহ ছিল। তথা হইতে বৈবস্বতমনুর সন্তানগণ সিন্ধু এবং গঙ্গাতীরে আগমন করেন। অনন্তর তাঁহারা কোশল রাজ্যে অযোধ্যা নগর স্থাপন করেন (২)।"

২য়। প্রাচীন ঋষি যাস্ক স্বপ্রণীত নিরুক্ত মধ্যে লিখিয়াছেন "কাম্বোজ দেশে গত্যর্থে শবতিক্রিয়া প্রচলিত আছে (৩)।" প্রাচ্যতত্ত্ববিদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভট্ট মোক্ষমুলার (৪) মহাভাষ্য হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও লিখিত হইয়াছে "কেবল কাম্বোজগণই গতি অর্থে শবতিক্রিয়া ব্যবহার করে" (৫)। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে কাম্বোজ দেশে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল (৬)। কাম্বোজ দেশ কোথায়? বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে কাম্বোজ দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কাশ্মীররাজ বিবিধ দেশ জয় করিয়া কাম্বোজ দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন (৭)। কেহ কেহ অনুমান করেন সিন্ধুনদের অপর পার্শ্বে ভারতের উত্তর পশ্চিমে কাম্বোজ-

১। Prichard's "Researches into physical History of Mankind."
২। Todd's Rajasthan, Hari Mohan Mukerjie's Edition P. 18.
৩। অথাপি প্রকৃতয় একৈকেষু ভাষ্যন্তে বিকৃতয় একেষু। শবতি র্গতি কর্ম্মা কাম্বোজেষ্বেব ভাষ্যতে। বিকার মস্যার্থেষু ভাষন্তে শব ইতি। দাতি লবনার্থে প্রাচ্যেষু দাএ মুদীচ্যেষু। নিরুক্ত ২।২
৪। "Journal of the German oriental Society" VII.
৫। শবতি র্গতি কর্ম্মা কাম্বোজেষ্বব ভাষিতো ভবতি বিকার এব এনম্ আর্য্যা ভাষন্তে শব ইতি।
৬। Roth's "Literature and History of the Veda" P. 67 and Muir's "Original Sanskrit Text" Part II. P. 369.
৭। রাজ তরঙ্গিণী ৪র্থ অধ্যায়।

দেশ অবস্থিত (১)। অনেকে অনুমান করেন বোখারা প্রদেশের সন্নিহিত কোন স্থান কাম্বোজ। বোখারাপ্রদেশ প্রচলিত বর্ত্তমান ভাষা সংস্কৃত ও পারসীক ভাষার সহিত সুসম্বদ্ধ একটী আর্য্যভাষা (২)। এরূপ অবস্থায় অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে এই সকল সংস্কৃতভাষী ব্যক্তিগণের সহিত আর্য্যগণ একত্রে বোখারা বা তৎসন্নিহিত কোন প্রদেশে অবস্থান করিতেন। কাসগার, ইয়ারকন্দ, খোটেন, অক্সু, তুরকান এবং খামিল দেশের প্রাচীন অধিবাসীগণ পারসীক ভাষায় কথোপকথন করিত। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে এই সকল জাতিগণ প্রাচীন আর্য্যজাতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল (৩)।

৩য়। অবস্তা শাস্ত্রের বেন্দিদাদ পরিচ্ছেদে দৃষ্ট হয় অহুরমজ্দ সর্ব্বপ্রথমে অইর্য্যনবএজো নামক প্রদেশ স্থাপন করেন। এই স্থান পারসীকগণের আদিমনিবাসস্থল এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অক্সস এবং জ্যাক্সারটিস নদীর প্রস্রবণ সন্নিহিত কোন স্থানে—সম্ভবতঃ বেলুর্তাগ ও মুসতাগ পর্ব্বতের উপত্যকা প্রদেশে—অইর্য্যনবএজো নামক জনপদ হওয়ারই সম্ভব (৪)।

এক্ষণে অনুমান করা যাইতে পারে মধ্য-আসিয়া—তুর্কিস্থান প্রদেশ—আর্য্যজাতির আদিমনিবাসস্থল। হিন্দুকুশ, বেলুর্তাগ অক্সস এবং কাসপীয়ান সাগরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে আর্য্যগণ অবস্থান করিতেন (৫)। যদিও ভিন্ন ভিন্ন প্রাচ্য তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আর্য্যজাতির অবস্থান ক্ষেত্র অনুমান করিয়াছেন কিন্তু তুর্কিস্থান বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান বলাই সকলের অভিপ্রেত (৬)।

১। Muir's "Original Sanskrit Texts" Part II. P. P. 369 and 161.
২। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় উপক্রমণিকা পৃ ৯
৩। Lassen's "Indian Antiquities" I. 527.
৪। Professor spellgel's Avesta.
৫। M. Pictet's "Les origines Indo-Europeennes"
৬। "লিটলটিবেট" আখ্যাত দেশে আর্য্যগণ অবস্থান করিতেন Professor Benfey. বকটরিয়া বা তৎসন্নিহিত স্থান আর্য্যজাতির আদিম নিবাস ক্ষেত্র J Muir

এক্ষণে দেখা যাউক আর্য্যগণ কোন্ পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পারসীকদিগের অবস্তাশাস্ত্র মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় দেবরাজ অহূরমজ্‌দ একাদিক্রমে কতকগুলি দেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অহূররমজ্‌দ জরথুস্ত্র সমীপে ঐ সকল দেশের সবিশেষ বর্ণনা করিতেছেন। প্রথম প্রদেশের নাম অইর্য্যনবএজো, দ্বিতীয় সুঘধ, তৃতীয় মোউরু, চতুর্থ বখ্‌ধি, পঞ্চম নিসেই, ষষ্ঠ হরোযু, সপ্তম ভূযগ, অষ্টম উর্ব্ব, নবম বেহরকন, দশম হরকৈতি, একাদশ হেতুমত, দ্বাদশ রঘা, ত্রয়োদশ চখ্র, চতুর্দ্দশ বরেন, পঞ্চদশ হপ্তহেন্দু এবং ষোড়শ সমুদ্র কুলে সংস্থাপিত পবিত্র প্রদেশ (১)।

পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে অইর্য্যনবএজো আর্য্যজাতির আদিমনিবাসস্থল। ঐ স্থান অক্সস্ এবং জাকজারটিস নদীর প্রস্রবণ সন্নিহিত প্রদেশ। অবস্তা বর্ণিত পঞ্চদশ সংখ্যক প্রদেশ হপ্তহেন্দু বা সপ্তসিন্ধু। এতদ্দ্বারা বলা যাইতে পারে অইর্য্যনবএজো প্রদেশ হইতে বন্দনীয় আর্য্যগণ দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে সপ্তসিন্ধু প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে অবস্তা বর্ণিত অন্যান্য দেশ সকলের অবস্থানক্ষেত্র নির্ণয় করিতে পারিলে আর্য্যগণের দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে আগমনের পথ কথঞ্চিৎ নির্ণিত হইতে পারে। অনুমিত হইয়াছে অহুরমজ্‌দ সৃজিত তৃতীয় রাজ্য মোউরু প্রাচীন মরজিয়ানার নামান্তর, চতুর্থ বখ্‌ধি বর্ত্তমান বল্ক্ পঞ্চম নিসেই প্রাচীন নিসী (Nisæa.) ষষ্ঠ হরোযু বর্ত্তমান

পামার হইতে বদক্ষাণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ, আর্য্যনিবাস ক্ষেত্র Professor H. H. Wilson. পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রণীত "ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস" নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন "হিন্দুরা ইরান দেশ (পারস্য) হইতে আসিয়া এদেশীয়দিগকে পরাজিত ও দূরীভূত করিয়া আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন।" একথা কিরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইল বলা যায় না। ফ্রিমান সাহেবের বাক্যও কতকটা এই প্রকার তিনি বলেন:—"In the Persian stories, Turan the land of darkness is opposed to Iran or Iria, the land of light; and it is from this Iran the old name of Persia, that it has been thought convenient to give the whole the name of Aryans"—General sketch of European History by E. A. Freeman D. C. L.

১। Muir's "Original Sanskrit Texts" Part II. P. 339.

হিরাট, সপ্তম ভূযগ বর্ত্তমান কাবুল, অষ্টম উর্ব্ব বর্ত্তমান কাবুল (১)। নবম বেহরকন কান্দাহার, দশম হরকৈতি প্রাচীন অরকোসীয়া (Arachosia.) একাদশ হেতুমত হিলমন্দনদী প্রদেশ, দ্বাদশ রঘা বর্ত্তমান মিদিয়ার অন্তর্গত কোন স্থান, ত্রয়োদশ চখ্র খোরাসানের কোন নগর, চতুর্দ্দশ বারণের স্থান আজিও নির্ণিত হয় নাই পঞ্চদশ হপ্তহেন্দু বর্ত্তমান পঞ্জাব এবং ষোড়শ কাসপিয়ান সাগরতিরস্থ কোন স্থান হইবে (২)।

এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে আর্য্যগণ, অক্সস ও জাকজারটিস নদীদ্বয়ের প্রস্রবণ সন্নিহিত কোন স্থান পরিত্যাগ করিয়া বল্ক, হিরাট, কাবুল, কান্দাহার, হেলমন্দ নদী প্রদেশ এবং খোরাশান (?) অতিক্রম করিয়া সপ্তসিন্ধু প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বল্ক আফগানস্থানের উত্তর প্রান্তে, হিরাট বল্কের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। কাবুল বল্কের দক্ষিণে অবস্থিত, কান্দাহার কাবুলের দক্ষিণ পশ্চিমে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে বল্ক হইতে কাবুলে আসিতে হইলে হিরাট গমনের আবশ্যক কি? বল্ক এবং কাবুলের মধ্যস্থানে খোসিয়া পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। বোধ হয় এই পর্ব্বতমালা অতিক্রমের কোন পথ না পাওয়ায় বল্ক হইতে আর্য্যগণ দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে হিরাটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হিরাট হইতে দক্ষিণাভিমুখে পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে কাবুলে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তথা হইতে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে কান্দাহারে আসিয়াছিলেন। কান্দাহারের পর হেলমন্দ নদীপ্রদেশের উল্লেখ আছে। কান্দাহার হেলমন্দ নদীপ্রদেশেই অবস্থিত সুতরাং এ অনুমান অসঙ্গত নহে। তৎপরে খোরাসানের উল্লেখ আছে। খোরাসান ইরাণ দেশে অবস্থিত। বোধ হয় আবস্তীক চখ্র খোরাসান না হইয়া অন্যত্র হইবে। ইহার পর সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ আছে। বোধ হয়

১। স্পিজেল ভূযগকে কাবুল অনুমান করেন; বারর্ণাক, ল্যাসেন এবং হগের নির্দ্দেশানুসারে ভূযগ সিজেস্থান। হগ অনুমান করেন উর্ব্ব কাবুল।

২। Muir's "Original Sanskrit Texts" Part II P 342

আর্য্যগণ কান্দাহার বা হেলমন্দনদীপ্রদেশ ত্যাগ করিয়া বোলান নামক গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া সপ্তসিন্ধু প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

প্রাচীন তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের গ্রন্থ আলোচনা করিয়া যত দূর প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তাহাতে এক প্রকার নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম দিগবর্ত্তী কোন দূরতর স্থানে আদিম আর্য্যগণের বাসস্থান ছিল। যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইল তাহাতে এক প্রকার বুঝা যাইতেছে যে মধ্য-আসিয়া আমাদিগের বন্দনীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রথম নিবাস ভূমি। এক্ষণে দেখিতে হইবে তাঁহারা ভারতে আসিয়া আর্য্যনাম ধারণ করিয়াছিলেন কি ভারতে আগমনের পূর্ব্বে মধ্য আসিয়ায় অবস্থান কালে আর্য্য নামে অভিহিত হইতেন? আমরা এক্ষণে যথাসাধ্য এই প্রশ্ন মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব। তর্কদ্বারা যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহাতে এরূপ বলা অসঙ্গত নহে যে মধ্য-আসিয়া পরিত্যাগের পূর্ব্বেই জগতের পিতৃপুরুষগণ "আর্য্য" এই মহনীয় উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

আর্য্য শব্দ সংস্কৃত ঋ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (১)। ঋ ধাতুর অর্থ গতি। ইহাতে বোধ হয়, যাঁহারা গতি বিশিষ্ট ছিলেন তাঁহারাই আর্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। আদিম অবস্থায় সর্ব্বদাই এক স্থান হইতে স্থানান্তর গমনের আবশ্যক হইত, সুতরাং তাঁহারা আর্য্য। কিন্তু এই অর্থ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। লাটিন গ্রীক প্রভৃতি অন্যান্য আর্য্য ভাষায় ঠিক ঋ ধাতু না থাকিলেও তদনুরূপ আর একটী অর্ ধাতু পাওয়া যায়। উক্ত ধাতুর অর্থ খনন করা, এবং ঐ ধাতু হইতে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় অনেকগুলি শব্দ নিষ্পন্ন হয় (২)। ইহাতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে পূর্ব্বে ঋ ধাতুর অর্থে খনন করা ছিল, ইদানীন্তন কালে যে কোন কারণেই হউক অর্থান্তর ঘটিয়াছে।

১। আ + ঋ + ণ্যৎ = আর্য্য।

২। Old English *ear* to plough, the latin *arare* to plough and the English *Ar* to plough as Earth means "the ploughed land." Donalds dictionary. "The act of turning up the ground in tillage" Webester's Dictionary.

অর্য্য একটি সংস্কৃত শব্দ ইহাও ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন (১)। অর্য্য অর্থে বৈশ্য (২)। বৈশ্য কৃষি ব্যবসায়ী, ভূমি কর্ষণ বৈশ্যের একটী প্রধান বৃত্তি(৩) যদি অর্য্য শব্দ হইতে আর্য্য শব্দ বলা যায় তবে দোষ বর্ত্তিবার সম্ভাবনা নাই, অথচ অন্যান্য আর্য্য ভাষার সহিত ধাত্বর্থের মিল ও রক্ষা হয়। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে আর্য্য শব্দের অর্থ "যাঁহারা কৃষি ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।"

অধিকাংশ আর্য্য ভাষায় ঋ বা অর্ ধাতুর অর্থ খনন করা এবং ঐ ধাতু নিষ্পন্ন কতক গুলি শব্দ কৃষি কার্য্য বাচক; এতদ্বারা অনুমান করা অসঙ্গত নহে আর্য্যগণ মধ্য আসিয়ায় সকলে একত্রে অবস্থান কালে কৃষিকার্য্য করিতেন এবং আপনারা ঋ বা অর্ ধাতু উৎপন্ন অর্য্য, আর্য্য বা তদনুরূপ কোন নামে অভিহিত হইতেন।

আর্য্য শব্দের প্রচলিত অর্থ শ্রেষ্ঠ, মান্য, বন্দনীয় (৪)। এরূপ অর্থান্তর ঘটাও নিষ্কারণ বলিয়া বোধ হয় না। আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া আপনাদিগকে আর্য্য, ও অনান্য ভারতীয়গণকে শূদ্র, দস্যু প্রভৃতি বলিতেন (৫)।

১। অ + ঋ + য = অর্য্য।

২। "অর্য্যঃ স্বামি বৈশ্যয়োঃ"—ইত্যমরঃ।

৩। বৈশ্যের জীবিকা চারি প্রকার যথা কৃষিঃ ১ গোরক্ষণং ২ বাণিজ্যং ৩ কুশীদং ৪ ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ।

৪। "আর্য্যঃ সৎকুলোদ্ভবঃ"—ইত্যমরঃ "পূজ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ বৃদ্ধঃ"—ইতি শব্দরত্নাবলী "স্বামীবৃদ্ধঃ"—ইতি হেমচন্দ্র। প্রাচীন গ্রন্থসকল মধ্যে আর্য্য অর্থ এই প্রকারে লিখিত হইয়াছে যথা "আর্য্য ঈশ্বরপুত্র"—নিরুক্ত ৬।২৬ "বিদুষোঽনুষ্ঠাতৃণ্"—ঋ; বে ১।৫১।৮ ইত্যাদি।

৫। "বিজানীহ্যার্য্যান্ যেচ দস্যবো বর্হিষ মতে রন্ধয়া শাসদ ব্রতান্।"—ঋগ্বেদ-সংহিতা।
"তয়াহং সর্ব্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্য্যঃ।"—অথর্ব্ববেদ সংহিতা।
"শূদ্রার্য্যো চর্ম্মনি পরিমণ্ডলে ব্যায়চ্ছেতে।"—কাত্যায়ন-কৃত-সূত্র
"এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরণ্ প্রযত্নতঃ।
"শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেত্ বৃত্তি কর্ষিতঃ॥" মনুসংহিতা।
ভগবান শায়নাচার্য্য দস্যু শব্দের অর্থ এই প্রকার লিখিয়াছেন:—
"দাসং বর্ণং শূদ্রাদিকং যদ্বাদাসমুপক্ষপয়িতারম্ অধরং নিকৃষ্টমসুরম্॥"

আর্য্যগণ জেতা, শূদ্রগণ বিজিত। জেতা ও বিজিতের মধ্যে মহৎ অন্তর। জেতৃগণ শ্রেষ্ঠ, বিজিতগণ নিকৃষ্ট। এক্ষণে যেমন আমরা এক জন ইংরাজ দেখিলেই আমাদিগের পূজ্য বলিয়া সম্মান করি; সে সময় আর্য্যগণকে শূদ্রগণ যে সেই রূপ করিত তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব সে সময়ের ব্যবহার অনুসারে আর্য্যমাত্রই শ্রেষ্ঠ, বোধ হয় এই জন্যই কালে আর্য্য শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে পর্য্যন্ত বলা হইল ইহাতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে আর্য্যগণ মধ্য আসিয়া পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। কি নিমিত্ত তাঁহারা আদিম বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছিলেন, নিশ্চয় বলিবার কোনই উপায় রাখিয়া যান নাই। অনুমিত হয় তাঁহাদিগের পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিক স্থানের আবশ্যক হইল। বহুকাল অবধি যে ভূমিকর্ষণ দ্বারা দিন যাপন করিতেছিলেন তাহাতে বহুপরিবারের সামঞ্জস্য হইল না, সুতরাং মধ্য আসিয়া পরিত্যাগ করিয়া দিগ্‌দিগন্তরে জীবিকার্থে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদেরই এক দল ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।

তাঁহারা কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং কোন স্থান প্রথম পদার্পণ দ্বারা পবিত্র হইয়াছিল তাহা বলিবার কোনই উপায় নাই। সকলে অনুমান করেন তাঁহারা প্রথমে ভারতে আসিয়া বহু উত্তরস্থ পঞ্চনদের তীরবর্ত্তী কোন উর্ব্বরা ভূমি খণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। পুণ্য ভূমি পঞ্জাবই প্রথমে বন্দনীয় আর্য্যগণকে অঙ্কে স্থান দান করিয়াছিলেন। এই পঞ্চনদ প্রদেশেই আর্য্যদিগকে অনার্য্যজাতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল (১)।

আহা! কি শুভ দিনে বন্দনীয় আর্য্যগণ ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই শুভ দিন শুভ ক্ষণের কথা স্মরণ করিতে আনন্দে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। আমরা ভারতের যাহা কিছু লইয়া আজি গৌরব করিতেছি, এই সমুদায়েরই

১। "য ঋক্ষাদ্ অংহসো মুচদ্ যোবা আর্য্যাৎ সপ্ত সিন্ধুষু। বধর্দাসস্য তুবিনৃম্ননীলমঃ।"—ঋ, বে, ৮। ২৪। ২৭

সূত্রপাত সেই দিন হইয়াছিল। এক জন সুবিজ্ঞ স্বদেশানুরাগী হৃদয়বান গ্রন্থকর্ত্তার সহিত আমরা এক বাক্য হইয়া বলিতেছি "তাঁহারা কি শুভ দিনে ও কি শুভক্ষণেই সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা উত্তরকালে যে অত্যুন্নত অতি দুর্লভ গৌরবপদে অধিরোহণ করেন ঐ দিনেই তাহা অনুসূচিত হয়। যে উজ্জয়িণী জনিতা কবিতা-বল্লীর মধুময় কুসুম বিকসিত হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত রাখিয়াছে, তদীয় বীজ ঐ দিনেই ভারত ভূমিতে সমাহৃত হয়। যে পরমার্থ-বিমিশ্রিত বিদ্যাবলী জলদানুবিদ্ধ পৌর্ণমাসী-রজনীর ন্যায় মানবীয় মনের একটী অপরূপ রূপ প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারও নিদান ঐ দিনেই ভারতবর্ষ মধ্যে সমানীত হয়। যে ইন্দ্রজালবৎ অদ্ভুত বিদ্যা অবলীলাক্রমে দ্যুলোকের সংবাদ ভূলোকে আনয়ন করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালের ইতিহাস এক কালেই বর্ণন করিতেছে, এবং জাহ্নবী-জল-পবিত্র পাটলিপুত্র ও শিপ্রা-সলিল-সুস্নিগ্ধ অবন্তিকায় অতি বিস্তৃত রশ্মি-জাল বিকীর্ণ করিয়া অবনীমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, তাহার আদিম সূত্র ঐ দিনেই ভারতরাজ্যে পাতিত হয়। আরোগ্যরূপ অমূল্য রত্নের আকর-স্বরূপ যে আয়ুপ্রদ শুভকর শাস্ত্র আবহমান কাল স্বদেশীয় ও ভিন্ন দেশীয় অসংখ্য-লোকের রোগজীর্ণ বিবর্ণ মুখমণ্ডলকে স্বাস্থ্যগুণে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে, এবং কোটি কোটি জনের উৎপৎস্যমান শোক-সন্তাপ ও পতনোন্মুখ বৈধব্য-বিপদের একান্ত প্রতিবিধান করিয়া আসিয়াছে, ও অদ্যাপি যে অমৃতময় শাস্ত্রকে ঔষধ বিশেষের শক্তিযোগে কখন কখন প্রভাবতী ইউরোপীয় চিকিৎসাকেও অতিক্রম করিতে দেখা যায়, তাহারও মূল ঐ দিনেই ভারত-ক্ষেত্রে সংরোপিত হয়। যে শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রম প্রভাবে ভারতবর্ষীয় আদিমনিবাসী যাবতীয় জাতি বিজিত হইয়া গহন ও গিরিগুহায় আশ্রয় লইয়াছে, এবং সেদিনেও যে শৌর্য্যাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ শূরশেখর শিখজাতির হৃদয় চুল্লী হইতে উত্থিত হইয়া অত্যদ্ভুত অনলক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, ঐ দিনেই তাহা এই আর্য্য ভূমিতে অবতারিত হয়। মহাবল পরাক্রান্ত বীর্য্যবন্ত পূর্ব্বপুরুষেরা একহস্তে হলযন্ত্র ও

অপর হস্তে রণশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পুত্র-কলত্র-দৌহিত্রাদির অগ্রণী হইয়া, উৎসাহিত ও অসঙ্কিত মনে স্নেহপালিত গোধন সঙ্গে, ভারতবর্ষ প্রবেশ করিতেছেন, ইহা স্মরণ ও চিন্তন করা কি অপরিসীম আনন্দেরই বিষয়! ইচ্ছা হয় তাঁহাদের আগমন পদবীতে আম্রশাখা সমন্বিত সলিলপূর্ণ কলসাবলী সংস্থাপন করিয়া রাখি, এবং সমুচিত মঙ্গলাচরণ সমাধানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রীতি-প্রফুল্লহৃদয়ে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনি, ও সেই পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষদিগের পদাম্বুজ-রজঃগ্রহণ করিয়া কলেবর পবিত্র করিতে থাকি।—আহা! আমি কি অসম্বন্ধ অলীকবৎ প্রলাপবাক্য বলিতেছি! তখন আমাদের অস্তিত্ব কোথায়! আমরা তখন অনাগত কালগর্ভে নিহিত ছিলাম!—এই সকল স্বপ্ন কল্পিত বাসনার এই স্থলেই অবসান হওয়া ভাল (১)!"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বেদ (১)।

বেদের প্রাচীনত্ব ও মহত্ত্ব—ত্রয়ী এবং শ্রুতি—চারিবেদ—বেদসংগ্রহ ও বিভাগ—বেদনিত্য—বৈদিকছন্দ—ঋষিগণই বেদের প্রণেতা—বৈদিক ঋষিগণের সমাজে প্রতিপত্তি—সংস্কৃত দেবভাষা—ঋগ্বেদ—যজুর্ব্বেদ—সামবেদ—অথর্ব্ববেদ—বেদানুসারীদিগের মধ্যে বিবাদ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ—বেদাধ্যয়নবিধি—নিরুক্ত।

বেদের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থ জগতে আর নাই। এ যাবৎ কোন দেশে, কোন ভাষাতে বেদের ন্যায় গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। বেদ কবির চক্ষে কাব্য, ঐতিহাসিকের চক্ষে ইতিহাস, ধার্ম্মিকের চক্ষে ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাতেও সকল বলা হইল না, সমগ্রবেদ একখানি কাব্য বা কেবল ভারতের ইতিহাস

১। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত "উপাসক সম্প্রদায়" উপক্রমণিকা ৪৯-৫৩ পৃ।

১। প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে হইলে, বেদই একমাত্র অবলম্বন সুতরাং এই স্থলেই সংক্ষেপে বেদের আলোচনা করা যাইতেছে।

নহে, বেদের এক একটী সূক্ত এক একখানি মহাকাব্য, বেদ সমগ্রজগতের ইতিহাস,—মনুষ্যজাতির ইতিহাস (১)। যে জাতির ভাষা সংস্কৃত, যে জাতির ধর্ম্মগ্রন্থবেদ, সে জাতির আর অভাব কি? বেদ প্রাচীন হিন্দুগণের অক্ষয় কীর্ত্তি—যতদিন বেদ থাকিবে, ততদিন প্রাচীন হিন্দুদিগের গৌরবের বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইবে না।

আমরা বেদ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিবার ইচ্ছা করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। কিন্তু বেদ যে প্রকার বিস্তৃত গ্রন্থ তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ করিতে গেলেও বর্ত্তমান পুস্তকের আয়তন অপেক্ষা অধিক হইবে।

বেদের আরও দুইটী নাম আছে ত্রয়ী এবং শ্রুতি। ঋক, যজু, সাম অতি প্রাচীনকালে এই তিন বেদ ছিল, এই জন্য ইহার এক নাম "ত্রয়ী"। পরে অথর্ব্ববেদ সংযোজিত হইয়াছিল। সে সময় লিখিবার প্রণালী প্রচলিত ছিল না, সুতরাং কোন কথাই লিখিয়া রাখিবার উপায় ছিল না। বংশপরম্পরানুক্রমে একের নিকট অন্যে শিক্ষা করিত। এই জন্যই বেদের এক নাম শ্রুতি।

দেবতানিকরের মধ্যে ব্রহ্মাই প্রধান, তিনি এই বিশ্বের কর্ত্তা, ভুবনের প্রতিপালক। ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বকে শিক্ষা দিয়াছিলেন (২)। স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ এই বিদ্যা প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন; প্রজাপতি স্বীয় পুত্র মনুকে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং মনুর নিকট তাঁহার সন্তানাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন (৩)। উপনিষদ বর্ণিত এই বাক্য, প্রাচীনকালে বেদ কি প্রকারে জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছে। এই বাক্য পাঠে অবগতি হয়, বংশ পরম্পরাক্রমে একের নিকট অপরে বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

১। The Veda has a two fold interest; it belongs to the history of the world, and to the history of India."—Muller.

২। মণ্ডুক, উ, নি ১।১;

৩। ছান্দোগ্য, উ, নি, ৮।১৫।১;

পুরাণাদিমধ্যে চারি বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বলিতে হইবে পৌরাণিককালের পূর্ব্বেই অথর্ব্ববেদ, ঋক, যজু প্রভৃতি বেদ-ত্রয়ের সহিত সংযোজিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল। ঋকবেদে এবং মনু-সংহিতায় তিনটী মাত্র বেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (১)। নাস্তিক প্রধান বৃহস্পতি তিন বেদের উল্লেখ করিয়াছেন (২)।

ভারত সমরাবশনে পরাশর তনয় কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস বেদ সকল সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কথিত আছে ব্যাসদেব তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে চারিজনকে চারি বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন—পৈল নামক শিষ্যকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনীকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ব্ব-বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন (৩)।

১। "ত্রয়ী বেদা বিদুঃঋকো যজুংসি সামানি।"—ঋগ্বেদ "তিনি যজ্ঞকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি হইতে সনাতন ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ, এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিলেন।"—মনুসংহিতা পণ্ডিত ভারত চন্দ্র শিরোমণি অনুবাদিত।

২। "ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্ত নিশাচরাঃ।"

৩। ভাগবতে বেদের বিস্তার এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

অস্মিন্নপ্যন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবান্ লোক ভাবনঃ।
ব্রহ্মেশাদৈর্লোকপালৈ র্যাচিতোধর্ম্মগুপ্তয়ে॥
পরাশরাৎ সত্যবত্যামাংশাংশ কলয়া বিভুঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগ বেদংচক্রে চতুর্বিধং॥
ঋগথর্ব্বযজুঃসাম্নাং রাশীনুদ্ধৃত্য বর্গশঃ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈর্মণি গণাইব॥
তাসাংস চতুরঃ শিষ্যানুপাহুয় মহামতিঃ।
একৈকাং সংহিতাং ব্রহ্মন্নেকৈ কস্মৈ দদৌ বিভুঃ॥
পৈলায় সংহিতামাদ্যাং বহ্বৃচাখ্যা মুবাচহ।
বৈশম্পায়ন সংজ্ঞায় নিগদাখ্যং যজুর্গণং॥
সাম্নাং জৈমিনয়ে প্রাহ তথা ছন্দোগ সংহিতাং।
অথর্ব্বাদিং রসীং নাম স্বশিষ্যায় সুমন্তরে॥
পৈলঃ স্ব সংহিতামূচে ইন্দ্র প্রমতয়ে মুনিঃ।
বাস্কলায়চ সোপ্যাহশিষ্যেভ্যঃ সংহিতাং স্বকাং॥
চতুর্দ্ধাব্যস্য বোধায় যাজ্ঞবল্ক্যায় ভার্গব।

প্রাচীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস বেদ নিত্য। বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা মানব নহে। স্বয়ং ভগবান বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা,—বেদ অপৌরুষেয়। দেবতানিকর পুরুষকে বলিরূপে গ্রহণ করিয়া এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই মহা যজ্ঞে ঋক ও সাম ছন্দ এবং যজুঃ উৎপন্ন হইয়াছিল (১)। "ঋগ্বেদ হইতে ইন্দ্র এবং ইন্দ্র হইতে ঋগ্বেদজাত; কাল হইতে ঋক এবং যজুর্ব্বেদ হইয়াছিল। ওদন পাক করিলে গায়ত্রী উৎপন্ন হইল, গায়ত্রীমধ্যেই বেদ সকল নিহিত (২)।" এই প্রকার বর্ণনারও অসদ্ভাব নাই। কথিত আছে সয়ম্ভু প্রজাপতি প্রথমে পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং বায়ু সৃষ্টি করিলেন। এই লোকত্রয়ে তাপ প্রদান

পরানরায়াগ্নিমিত্রায়েন্দ্র প্রমতি রাত্মবান্॥
অধ্যাপয়ৎ সংহিতাং স্বাং মাণ্ডুকেয়মৃষিং কবিং।
তস্য শিষ্যো দেবমিত্রঃ সৌভর্য্যাদিভ্য উচিবান্॥
সাকল্যস্তৎসুতঃ স্বাস্ত পঞ্চধা ব্যস্য সংহিতাং।
বাৎস্য মুদ্গল শালীয় গোখল্য শিশিরে স্বধাৎ॥
জাতুকর্ণস্ত তচ্ছিষ্যঃ স নিরুক্তাং স্বসংহিতাং।
বলাক পৈল জাবাল বিরজেভ্যো দদৌমুনিঃ॥
বাস্কলিঃ প্রতি শাখাভ্যো বালিখিলাখ্য সংহিতাং।
চক্রেবালায়নির্ভজ্যঃ কাশারশ্চৈব তাং দধুঃ॥
ভা, পু ১২।৬।৪৩—৫১;

অথর্ব্ব বেদের বিস্তার এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

অথর্ব্ববিৎ সুমন্তশ্চ শিষ্যমধ্যাপয়ৎস্বকাং।
সংহিতাং সোপি পথ্যায় বেদদর্শায় চোক্তবান্॥
শৌষ্কায়নি ব্রহ্মবলি র্মোদোষঃ পিপ্পলায়নিঃ।
বেদদর্শস্য শিষ্যাস্তে পথ্যশিষ্যানথো শৃণু॥
কুমদ শুনকো ব্রহ্মন্ জাজলিশ্চাপ্যথর্ব্ববিৎ।
বভ্রুঃ শিষ্যোঽথাঙ্গিরস সৈন্ধবায়ন এবচ।
অধীয়েতাং সংহিতে দ্বে সাবর্ণাদ্যাস্তথাপরে।
নক্ষত্র কল্পঃ শান্তিশ্চ কস্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ॥
এতে অথর্ব্বণাচার্য্যাঃ * * * *
ভা, পু ১২।৭।১—৪;

(১) ঋ, বে, ১০।৯০।৯ (পুরুষ সূক্ত)
(২) অ, বে, ১৩।৪।৩৮; ১৯।৫৪।৩; ৪।৩৫।৬;

করিয়া অগ্নি বায়ু এবং সূর্য্য এই তিন জ্যোতি উদ্ভূত করিলেন। এই জ্যোতিত্রয়ে উত্তাপ প্রদান দ্বারা ঋক্ যজুঃ এবং সাম এই বেদত্রয় উৎপন্ন হইল। পুনর্ব্বার এই তিন বেদে উত্তাপ প্রদান করিলে ঋগ্বেদ হইতে "ভূঃ" যজুর্ব্বেদ হইতে "ভুবঃ" এবং সামবেদ হইতে "স্বঃ" উৎপন্ন হইল (১)। হিরণ্যগর্ভরূপে অবস্থিত সেই পরমাত্মা অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য হইতে ঋক, যজুঃ এবং সাম এই তিন বেদ উৎপাদন করিয়াছিলেন (২)। কেহ কেহ বলেন পরমাত্মার নিশ্বাস হইতে ঋক্, যজুঃ এবং সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষদ, শ্লোক প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল (৩)। স্থানান্তরে দৃষ্ট হয় বাণীই বেদত্রয়ের জননী (৪)।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে পুরাণ সকল মধ্যে চারি বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণকর্ত্তাগণ বেদের উৎপত্তি কিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন এস্থলে তাহার আলোচনা বোধ হয় কাহারই অপ্রিয় হইবে না। বিষ্ণু-পুরাণমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে 'ব্রহ্মার প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রীছন্দঃ, ঋগ্বেদ, ত্রিবৃহৎস্তোম, সামরথান্তর এবং অগ্নিষ্টোমযাগ উৎপাদন হইল। দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, ত্রিষ্টুপছন্দ, পঞ্চদশস্তোম, বৃহৎসাম এবং উক্থম্‌যাগ উদ্ভূত হইল। পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ, জগতীছন্দ, সপ্তদশ স্তোম, বৈরূপ সাম এবং অতিরাত্রযাগ উৎপন্ন হইল। এবং তাঁহার উত্তর মুখ হইতে একবিংশ স্তোম, অথর্ব্ববেদ, আপ্তর্য্যামযাগ অনুষ্টুপ ও বৈরাজছন্দ আবির্ভূত হইল (৫)।' পুরাণান্তরে বর্ণিত হইয়াছে 'চতুর্মুখ স্রষ্টার চারি মুখ হইতে ঋক্ যজুঃ সাম এবং অথর্ব্ব এই চারিবেদ উদ্ভূত হইয়াছিল (৬)।' মার্কণ্ডেয়পুরাণ মধ্যে দৃষ্ট হয় 'অণ্ডজ প্রজাপতির পূর্ব্বমুখ হইতে জবাকুসুম-

(১) শ, প, ব্রা ২।১।৮।১ ;
(২) মনু ১।২৩
(৩) শ, প, ব্রা ১৪।৫।৪।১০
(৪) তৈ, ব্রা ২।৮।৮।৫
(৫) বি, পু ১।৫।৪৮ ;
(৬) ভা, পু ৩।১২।৩৪ ;

সন্নিভ তেজোময় ঋগ্বেদ, দক্ষিণ মুখ হইতে সুবর্ণ বর্ণ যজুর্ব্বেদ, পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ ও ছন্দ সকল এবং উত্তর মুখ হইতে অথর্ব্ব বেদ উৎপন্ন হইয়াছিল (১)।' হরিবংশের বর্ণনানুসারে 'ব্রহ্মা পৃথিবী সৃষ্টির পর বেদ-মাতা গায়ত্রীর সৃষ্টি করিলেন; গায়ত্রী হইতে চারিবেদের উৎপত্তি (২)।'

কথিত আছে বৈদিক ছন্দ সকলও প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন। 'প্রজা-পতি প্রজাসৃষ্টির বাসনা করিয়া তাঁহার মুখে ত্রিবৃহৎস্তোম নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা হইতে অগ্নিদেবতা, গায়ত্রীছন্দ, রথান্তর সাম, মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং পশু মধ্যে অজা উৎপন্ন হইল। মুখ হইতে জাত বলিয়া ইহারা মুখ্য। বক্ষ এবং বাহু হইতে পঞ্চদশ স্তোম নির্ম্মাণ করিলেন। তাহা হইতে ইন্দ্রদেব, ত্রিষ্টুপছন্দ, বৃহৎসাম, মনুষ্য মধ্যে রাজন্য এবং পশু মধ্যে মেষ উৎপন্ন হইল। বীর্য্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহারা বীর্য্যবান। মধ্য দেশ হইতে সপ্তদশ স্তোম নির্ম্মাণ করিলেন। তাহা হইতে বিশ্বদেবগণ, জাগতিছন্দ, বৈরূপসাম, মনুষ্য মধ্যে বৈশ্য এবং পশু মধ্যে গাভী উৎপন্ন হইল। অন্নাধান হইতে জাত বলিয়া ইহারা ভোজ্য। পদ হইতে একবিংশস্তোম নির্ম্মাণ করিলেন। তাহা হইতে অনুষ্টুপছন্দ বৈরাজসাম, মনুষ্য মধ্যে শূদ্র এবং পশু মধ্যে অশ্ব উৎপন্ন হইল (৩)।'

বেদ পুরাণাদি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে বেদ অপৌরুষেয়, কিন্তু বেদ মধ্যেই বিস্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যাহাতে স্পষ্টা-ক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে ঋষিগণই বেদের প্রণেতা। বেদ এক সময়ে এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বেদ রচিত হইয়াছিল। বেদ মধ্যে প্রাচীন এবং নবীন স্তোত্র ও প্রাচীন এবং নবীন ঋষির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা কৌতূহল পরতন্ত্র পাঠ-কের জন্য বেদ হইতে কতকগুলি এতৎসম্বন্ধীয় প্রমাণের সারাংশ গ্রহণ করিতেছি।

(১) মা, পু ১০২।১—৬ ;
(২) হ, বং ১১।৫১৬ ;
(৩) তৈ, সং ৭।১।১।৪ ;

প্রথমতঃ। যে সকল স্থলে আর্য্য ঋষিগণ আপানাদিগকে বেদ রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহারই কতকগুলির সারভাগ এস্থলে গৃহীত হইল।—

১। '* * এই অর্থদ স্তোত্র দেবোদ্দেশে রচনা করিয়াছিলেন (১)।'

২। 'আমাদিগের শক্তি ও জ্ঞানানুসারে আমরা এই স্তোত্র রচনা করিয়াছি; হে অগ্নি তুমি প্রজ্বলিত হও (২)।'

৩। 'কণ্বগণ তোমার উদ্দেশে এই স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তুমি শ্রবণ কর (৩)।'

৪। 'হে ইন্দ্র তোমার জন্য গোতমগণ এই সকল স্তোত্র রচনা করিয়াছেন (৪)।'

৫। 'হে অশ্বিন, পূর্ব্বাচার্য্যগণ এইরূপে তোমার গৌরব গান করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগের এই স্তুতিবাদ গ্রহণ কর (৫)।'

৬। 'হে অশ্বিন, গ্রীৎসমদ তোমার উদ্দেশে এই ব্রহ্ম সকল রচনা করিয়াছেন (৬)।'

৭। 'হে ইন্দ্র তোমার প্রশংসাবাদপূর্ণ এই স্তোত্র কুশিকগণ রচনা করিয়াছেন (৭)।'

আমরা এতৎসমন্ধীয় অধিক স্থান উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি বাসনা করিনা (৮)।

(১) ঋ, বে ১।২০।১ ;
(২) ঋ, বে ১।৩১।১৮ ;
(৩) ঋ, বে ১।৪৭।২ ;
(৪) ঋ, বে ১।৬১।১৬ ;
(৫) ঋ, বে ১।১১৭।২৫ ;
(৬) ঋ, বে ২।৩৯।৮ ;
(৭) ঋ, বে ৩।৩০।২০ ;
(৮) মৎস্যপুরাণ মধ্যে বেদ রচয়িতা ঋষিগণের উল্লেখ আছে। পঞ্চম অধ্যায় "জাতি ভেদ" শির্ষক প্রস্তাব এবং ঋগ্বেদ ৪।৬।১১ ; ৪।১৬।২০ ; ৬।৫২।২ ; ৭।৩৫।১৪ ; ৭।৩৭।৪ ; ৭।৯৭।৯; ৮।৫১।৪ ; ৮।৭৯।৩ ; ১০।৫৪।৬; ১০।১০১।২, ১।৬২।১৩ ; ১।১৩০।৬ ; ১।১৭১।২ ; ২।১৯।৮ ; ২।৩৫।২ ; ৫।২।১১ ; ৫।২৯।১৫ ; ৫।৭৩।১০ ; ৬।৩২।১ ; ৬।১৬।৪৭ ; ৭।৭।৬ ; ৭।৬৪।৪ ; ৮।৬।৩৩; ১০।৩৯।১৪ ; ১০।৮০।৭ ; ৩।২।১ ; ৭।১৫।৪ ; ৭।২২।৯ ; ৭।২৬।১ ; ৮।৪৩।২ ; ৯।৭৩।২ ; ১০।৯১।১৪ ইত্যাদি দেখ।

এই সকল বৈদিক ঋষিগণের সমাজে কি প্রকার প্রতিপত্তি ছিল তদালোচনা বোধ হয় কাহারই অপ্রীতিকর হইবেনা। বরঞ্চ এই বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিতে পারিলে প্রাচীন ভারতেতিবৃত্তের এক অধ্যায় প্রকটিত হইবার সম্ভব। কিন্তু এই প্রকার বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার স্থান এই গ্রন্থ মধ্যে হইতে পারেনা। সুতরাং এই গুরুতর বিষয় স্পর্শমাত্র করিয়া বিষয়ান্তরের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আর্য্যগণের ধারণা ছিল এই সকল বৈদিক ঋষিগণ দেব অংশে জাত। বশিষ্ট একজন বৈদিক ঋষি। ঋগ্বেদ মধ্যে বশিষ্টের বিস্তর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে বশিষ্ট উর্ব্বসীর হৃদয় হইতে জাত (১)। অঙ্গিরাগণ যজ্ঞ এবং দাতৃত্বদ্বারা ইন্দ্রের বন্ধুত্বলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই যজ্ঞবলে সূর্য্যকে গগণ-বিচারী এবং জননী ধরিত্রীকে বিস্তৃত করিয়াছেন (২)। মহর্ষি বিশ্বামিত্র দেবজ (৩)।

ঋষিগণ স্বীয় ক্ষমতাবলে অদৃষ্ট বস্তুকে দৃষ্টবৎ বর্ণনা করিতে পারিতেন—দেবতা নিকরের জন্ম বিবরণ বর্ণনক্ষম ছিলেন (৪)।

ঋষিগণ সোমরস পান করিয়া মত্তহৃদয়ে বেদ রচনা করিতেন। সোমরস পান করিলে বর্ণনা শক্তি বৃদ্ধি হইত এবং হৃদয় কন্দরে সুন্দর সুন্দর ভাবের আবির্ভাব হইত (৫)।

দ্বিতীয়তঃ। বেদ মধ্যে যে সকল স্থলে প্রাচীন এবং নবীন স্তোত্রের উল্লেখ আছে, তাহার দুই এক স্থানের সার সঙ্কলণ করিতেছি (৬)।ঃ—

১। 'আমাদিগের এই নবীন স্তোত্রে প্রীত হইয়া আমাদিগকে, ধন, আহার্য্য এবং সন্তানাদি অর্পণ কর (৭)।'

(১) ঋ, বে, ৭।৩৩।৭—১৩ ;
(২) ঋ, বে, ১০।৬২।১, ৩ ;
(৩) ঋ, বে, ৩।৫৩।৯ ;
(৪) ঋ, বে, ১০।৭২।১, ২ ;
(৫) ঋ, বে, ৬।৪৭।৩ ;
(৬) বেদ হইতে এতৎসম্বন্ধীয় বিস্তর প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, আমরা বাহুল্যভয়ে অধিক উদ্ধৃত করিলাম না।
(৭) ঋ, বে, ১।১২।১১ ;

২। 'ভগ, মিত্র, অদিতি, দক্ষ, অশ্বিদ্বয়! আমরা পুরাতন স্তোত্র দ্বারা তোমাদিগকে পূজা করি (১)।'

৩। 'হে পূষণ! এই নবীন স্তোত্র তোমার উদ্দেশে রচিত হইয়াছে (২)।'

৪। 'নবস্তোত্রদ্বারা ইন্দ্রকে অর্চ্চনা কর (৩)।'

৫। 'এই নবীন স্তোত্র সকল তোমার গৌরব বৃদ্ধি করুক (৪)।'

তৃতীয়তঃ। যে সকল স্থানে প্রাচীন ও নবীন ঋষির উল্লেখ আছে তাহার দুই একটী উদ্ধৃত করিতেছি।—

১। 'মুক্তির জন্য প্রাচীন ঋষিগণ তোমার স্তব করিয়াছেন (৫)।'

২। 'প্রাচীন ঋষি অঙ্গিরা, প্রিয়মেধ, কণ্ব, অত্রি, মনু প্রভৃতি আমার জন্ম বিবরণ বিদিত ছিলেন (৬)।'

৩। 'জল যেমন পিপাসাতুরের আনন্দ বর্দ্ধন করে হে ইন্দ্র, তুমি তোমার প্রাচীনস্তাবকগণের তদ্রূপ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলে। আমি এই স্তোত্র দ্বারা পুনঃ পুনঃ তোমার মহিমা কীর্ত্তন করি (৭)।'

৪। 'হে ইন্দ্র, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ আহার্য্য প্রাপ্তি জন্য তোমার উপাসনা করিয়াছিলেন (৮)।'

৫। 'হে ইন্দ্র, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ তোমার কৃপাতেই ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (৯)।'

৬। 'হে পবিত্র সোম, কেবল তোমার অনুগ্রহতেই আমাদিগের বিজ্ঞ পিতৃপুরুষগণ ধর্ম্মকর্ম্ম সকল সমাধান করিয়াছিলেন (১০)।'

এক্ষণে বুদ্ধিমান পাঠক দেখিবেন যাঁহারা বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়াছেন তাঁহারাই আবার ঋষিগণকে বেদ রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

(১) ঋ, বে, ১।৮৯।৩ ; (২) ঋ, বে, ৩।৬২।৭ ;
(৩) ঋ, বে, ৬।৫০।৬ ; (৪) ঋ, বে, ৭।৬১।৬ ;
(৫) ঋ, বে, ১।৪৮।১৪ ; (৬) ঋ, বে, ১।১৩৯।৯ ;
(৭) ঋ, বে, ১।১৭৫।৬ ; (৮) ঋ, বে ৬।২২।২ ;
(৯) ঋ, বে ৭।১৮।১
(১০) ঋ, বে ৯।৯৬।১১ এই স্তোত্র দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রাচীন ঋষিগণও সোমপানে অনুরক্ত ছিলেন।

যাঁহারা বেদ রচনা করিতেন সমাজে তাঁহাদিগের বিশেষ খ্যাতি ছিল; সমাজের শৈশবাবস্থায় বেদের ন্যায় গ্রন্থ যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা দেবাবতার ভিন্ন আর কি? বোধ হয় এই কারণেই বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

যে আকারে বেদ আমাদিগের হস্তে পতিত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয় বেদের ভিন্ন ভিন্ন স্তোত্র ভিন্ন ভিন্ন ঋষির নামে খ্যাত এবং ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন জন্য রচিত। (১)।

আর্য্যগণ বেদকে অপৌরুষেয় বলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের বিশ্বাস বেদ যে ভাষায় লিখিত সে ভাষা অমানুষি—সংস্কৃত বেদভাষা। অদ্যতন দিবসের প্রচলিত সংস্কৃত এবং বেদের সংস্কৃত এক বলিয়া বোধ হয় না। উভয়ই সংস্কৃত কিন্তু তাহার মধ্যে এত প্রভেদ কেন? অন্যান্য কাব্যাদি যেরূপ সংস্কৃতে লিখিত তাহা পাঠ মাত্রেই বুঝিতে পারি কিন্তু বেদ যে সংস্কৃতে লিখিত তাহা বুঝিতে পারি না. কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে নির্দ্দিষ্ট ব্যাকরণসূত্রের অধীন হওয়াতেই বর্ত্তমান প্রচলিত সংস্কৃতের এরূপ আকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে সময় বেদ রচিত হইয়াছিল সে সময় ব্যাকরণ ছিল না। বেদ যে প্রণালীতে চলিয়াছেন তাহাই ব্যাকরণের সূত্র। কিন্তু ব্যাকরণ প্রচারিত হইলে নানাবিধ উপসর্গ বিভক্ত্যাদি দ্বারা শব্দ সকলের আকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এক প্রকার ভাঙ্গিয়া গঠন হইয়াছে বলিলেও দোষ স্পর্শেনা (২)।

(১) The Vedas are not single works; each is the production of various authors, whose names (in the case of hymns and prayers at least) are attached to their compositions and to whom, according to the Hindus, those passages were separately revealed."—The History of India by the Hon, Mount. —stuart Elphinstone P. 37. কথিত আছে মধুছন্দ, বিশ্বামিত্র, জেতা, মেধাতিথি, শুনঃশেপ, সব্য, গোতম, অঙ্গিরস প্রভৃতি ঋষিগণ এই সকল বৈদিক স্তোত্রের প্রণেতা। এই পুস্তক পঞ্চম অধ্যায় "জাতি ভেদ" শিরক প্রস্তাবে মৎস্য পুরাণ উদ্ধৃত অংশ দেখ।

(২) একজন সুবিজ্ঞ পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বেদের ভাষা সম্বন্ধে এই প্রকার লিখিয়াছেনঃ—

সমগ্র বেদকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। সংহিতা বদ্ধ ভাগের নাম মন্ত্র, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ। মন্ত্র ভাগ অগ্রে এবং ব্রাহ্মণ ভাগ তৎপরে লিখিত হইয়াছিল। মন্ত্র ভাগের ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণ ভাগ। সমুদায় বেদ পদ্য গদ্য, এবং গীতময়। ঋগ্‌ভাগ পদ্য যজু

—"The language of the Vedas is an older dialect, varying very considerably both in its grammatical and lexical character, from the classical sanskrit. Its grammatical peculiarities run through all departments: euphonic rules, word formation and composition, declension, conjugation * * * * (these peculiarities) are partly such as characterize an older language, consisting in a greater originality of forms and the like, and partly such as characterize a language which is still in the bloom and vigour of life, its freedom untramelled by other rules than those of common usage, and which has not like the Sanskrit passed into oblivion as a native spoken dialect, become merely a conventional medium of communication among the learned, being forced as it were, into a mould of regularity by long and exhausting grammatical treatment. * * * * The dessimilarity existing between the two, in respect of the stock of words of which each is made up, is, to say the least, not less marked. Not single words alone, but whole classes of derivations and roots, with the families that are formed from them, which the Veda exhibits in frequent and familiar use are wholly wanting, or have left but faint traces, in the classical dialect; and this to such an extent as seems to demand, if the two be actually related to one another directly as mother and daughter, a longer interval between them than we should be inclined to assume from the character and degree of the grammatical and more especially the phonetic differences."—Journal of the American oriental society.

ভাগ গদ্য এবং সামভাগ গীত। মন্ত্র সকল পদ্য এবং ব্রাহ্মণ গদ্য। বেদ-বিশেষ গদ্যে লিখিত হইলেও এক প্রকার স্বরযোগে গীত হইতে পারে।

বেদ সম্বন্ধে সাধারণতঃ সংক্ষেপে দুই এক কথা বলা হইল এক্ষণে বিশেষ বিশেষ বেদ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব। ঋগ্বেদ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে লিখিত পদ্যময় স্তোত্রে পরিপূর্ণ। এই সকল স্তোত্র গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ, জাগতী প্রভৃতি বিবিধ মনোহর ছন্দে রচিত। বোধ হয় জগতের শৈশবাবস্থায় এই সকল স্তোত্র রচিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে ১০৫৮০ টী ঋক আছে। জগতের বাল্যকালে জগতের অবস্থা, এবং তাৎকালিক সমাজ কিরূপ ছিল তাহা ঋগ্বেদ পাঠে অনেকাংশে অবগত হওয়া যায়। একজন পণ্ডিত ঋগ্বেদকে ঐতিহাসিক বেদ বলিয়াছেন (১)। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের শেষে খিল নামক কতকগুলি স্তোত্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সকল স্তোত্র অনুক্রমণিকা মধ্যে ধৃত হয় নাই। দানস্তুতি নামক কতকগুলি স্তোত্র মন্ত্রভাগ মধ্যে দৃষ্ট হয়। এই সকল স্তোত্র রাজা সকলের দান উপলক্ষে লিখিত।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং কৌষিতকী ব্রাহ্মণ নামে দুইখানি ব্রাহ্মণ আছে; ঐতরেয় ব্রাহ্মণে চল্লিশ অধ্যায় এবং কৌষিতকী ব্রাহ্মণে ত্রিশ অধ্যায় আছে। ঋগ্বেদ একবিংশতি শাখাত্মক। ঋগ্বেদের টীকাকর্ত্তা সায়নাচার্য্য (২)।

কৃষ্ণ ও শুক্ল এই দুই অংশে যজুর্ব্বেদ বিভক্ত। প্রাচীন ভাগের নাম কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ। এই অংশে স্তোত্র এবং উপাসনা পদ্ধতি আছে। কথিত আছে ব্রহ্মরাতের পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়নের শিষ্য ছিলেন। ইনি পরম ধর্ম্মজ্ঞ এবং গুরুভক্তিপর ছিলেন। একদা ঋষিনিকর মহামেরুশিখরে কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে এক সমাজ সংস্থাপন করিয়া স্থির করিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট দিবসে যিনি ঐ সমাজে উপস্থিত না হইবেন তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপগ্রস্থ হইবেন। বৈশম্পায়ন এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া-

১। Professor Roth.

২। ঋগ্বেদের যে সকল টীকা আছে তন্মধ্যে সায়নাচার্য্যের টীকাই উৎকৃষ্ট। সায়নাচার্য্য খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ছিলেন বলিয়া তাঁহার চরণস্পর্শে তাঁহার ভাগিনেয় গতপ্রাণ হইয়াছিলেন। অনন্তর মহর্ষি বৈশম্পায়ন সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে তাঁহার পাপশান্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে বলিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন "ভগবন্, ক্লিষ্ট, অল্পতেজ ব্রাহ্মণনিকরে প্রয়োজন কি? আমি এই ব্রত সমাধান করিব।" মহামতি গুরু ক্রুদ্ধ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন 'ব্রাহ্মণদ্বেষী, আমি তোমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছি সমুদায় প্রত্যর্পণ কর; ব্রাহ্মণপুঙ্গবকে যে ক্লিষ্ট বলে এমন অবাধ্য শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই।' গুরু নির্দ্দেশানুসারে যাজ্ঞবল্ক্য রুধিরাক্ত যজুর্ব্বেদস্বরূপ উদ্গীরণ করিয়া প্রস্থান করিলেন তিত্তিরিরূপ ধারণ করিয়া অন্যান্য শিষ্যগণ সেই যজুঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই অবধি তাহার নাম তৈত্তিরীয় হইয়াছে। যাঁহারা গুরুনির্দ্দেশানুসারে ব্রহ্মহত্যা ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন তাঁহারা চরকাধ্বর্য্যু নামে আখ্যাত হইলেন। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্ব্বেদ প্রাপ্তি কামনায় সূর্য্য উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করায় ভগবান সবিতৃ বাজিরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কি প্রার্থনা কর।' যাজ্ঞবল্ক্য দিবাকরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন 'আমাকে এ প্রকার যজুঃ অর্পণ করুন যাহা আমার গুরুও অবগত নহেন।' ভগবান রবি অপরের অবিজ্ঞাত যজুর্ভাগ তাঁহাকে অর্পণ করিলেন (১)। বিভু যাজ্ঞবল্ক্য ভগবান রবির নিকট হইতে পঞ্চদশ যজুঃশাখা প্রাপ্ত হইয়া বিস্তর শাখায় বিভক্ত করিলেন। কাণ্ব, মাধ্যন্দিন প্রভৃতি ঋষিগণ অশ্বের (অশ্বরূপধারী সূর্য্যের) বাজস্ অর্থাৎ কেশর নিঃসৃত শাখা সকল গ্রহণ করিলেন। বাজস্ হইতে নিঃসৃত বলিয়া ইহার নাম বাজসনী হইল (২)।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের নাম তৈত্তিরীয় এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের নাম শতপথ ব্রাহ্মণ। ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত গদ্যময় উপাসনা পদ্ধতিতেই এই বেদপূর্ণ। ব্রাহ্মণসহ যজুর্ব্বেদের মন্ত্র পরিমাণ অষ্টাদশ সহস্র (৩)। যজুর্ব্বেদ শতশাখাত্মক।

১। বি, পু ৩।৫।২; ভা, পু ১২।৬।৩-৬৫ এবং বায়ু পুরাণ দেখ।
২। ভা, পু ১২।৬।৬৬
৩। 'অষ্টাদশ সহস্রানি মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োঃসহ'।

সামবেদ দুই ভাগে বিভক্ত। এই দুই ভাগের নাম পূর্ব্ব ও উত্তর। ইহার নয়খানি ব্রাহ্মণ আছে। পৌরাণিক মতে এই বেদ সহস্র শাখাত্মক। আজি কালি সচরাচর ইহার ছয়টী শাখামাত্র দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের অধিকাংশ সূত্র আকার পরিবর্ত্তন করিয়া সামবেদে আশ্রয় লইয়াছে। যজুর্ব্বেদের ন্যায় সামবেদও উপাসনা পদ্ধতিতে পূর্ণ।

অথর্ব্বের রচনা প্রণালী অতি প্রাচীন হইলেও অনেকে ইহাকে বেদ বলিয়া স্বীকার করেন না (১)। ঋগ্বেদ উল্লিখিত অনেকস্থল এই বেদ মধ্যে দৃষ্ট হয়। এই বেদের ব্রাহ্মণের নাম গোপথ। পৌরাণিক মতে এই বেদ নবশাখাত্মক। ইহার মন্ত্রসংখ্যা ১২৩০০ এবং পরিচ্ছেদ এক শত। দেবতা-প্রেরিত অমঙ্গল প্রতিবিধান, শত্রু হইতে রক্ষা প্রভৃতি সূচক বাক্য দ্বারা এই বেদ পূর্ণ। অথর্ব্ববেদের অনেক স্থলে অপর বেদত্রয়ের প্রতি বিদ্বেষ ভাবসূচক বর্ণনা দৃষ্ট হয়। অথর্ব্ব পরিশিষ্ট মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে "ঋগ্বেদী পুরোহিত বহ্বৃক রাষ্ট্রহানী করেন, যজুর্ব্বেদী পুরোহিত অধ্বর্য্যু সুত নাশকারী এবং সামবেদী পুরোহিত ছান্দোগ ধন নাশ করেন, অতএব অথর্ব্ববেদীকে গুরুরূপে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। অজ্ঞাতরূপে বা প্রমাদবশতঃ যিনি বহ্বৃচকে গুরুরূপে গ্রহণ করেন তাঁহার দেশ, রাষ্ট্র, পুর, অমাত্য প্রভৃতি নাশ হয়। যদি রাজা অধ্বর্য্যুকে পুরোহিতরূপে গ্রহণ করেন তবে সত্বরে তাঁহার রথ, বাহন প্রভৃতি নষ্ট হয় এবং তরবারি আঘাতে তিনি গত জীবন হন। যে প্রকার পঙ্গু অগ্রসর হইতে পারে না, সদ্য প্রসূত পক্ষিশাবক গগণমার্গে উড্ডীন হইতে পারে না, তদ্রূপ যে রাজা ছান্দোগ গুরু গ্রহণ করেন তিনি সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন না। যিনি জলদ পুরোহিত গ্রহণ করেন বৎসরেক মধ্যে তিনি রাজ্যহীন হন।" জলদগণ অথর্ব্ব বেদের শাখাবিশেষ। দেখা যাইতেছে পরিশিষ্ট প্রণেতা অপর

৩। See Muller's ancient Sanskrit Literature pp. 38, 46 ff. Weber's History of Indian Lit. p. 10 & Professor Whitney's papers in the Journal of the American oriental society iii, 305 ff & iv, 254 ff. মহাত্মা কোলব্রুক প্রণীত ধর্ম্মোৎসবশীর্ষক প্রবন্ধোদ্ধৃত শুক্ল যজুর্ব্বেদের পদ সকল মধ্যে অথর্ব্ব নাম দৃষ্ট হয় না।

বেদত্রয়ের সহিত অথর্ব্ব বেদের শাখাবিশেষকেও নিন্দা করিয়াছেন। এই পরিশিষ্টের বর্ণনানুসারে 'ভার্গব এবং শৌনকই উপযুক্ত গুরু, এবং অথর্ব্ব বেদে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে, অপর বর্ণত্রয়ের নাই।' অথর্ব্ববিদ পুরোহিত ভার্গবের বিষয় এই বর্ণনাবসরে লিখিত হইয়াছে 'অথর্ব্ব ঘোর অদ্ভুত সৃষ্টি করেন। অথর্ব্ব যজ্ঞরক্ষা করেন, এই যজ্ঞপতি অঙ্গিরা। ব্রহ্মবেদবিদ্ দিব্যান্তরিক্ষ্যভৌম্য প্রভৃতি বিবিধ অমঙ্গল বিদূরিত করিতে সক্ষম, সুতরাং ভৃগুকে দক্ষিণে স্থাপন করিবে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অধ্বর্য্যু, ছান্দোগ, বহ্বৃচ প্রভৃতি কেহই অমঙ্গল নাশ করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ রাক্ষস হইতে রক্ষা করেন, যিনি অথর্ব্ববিদ্ তিনিই ব্রাহ্মণ (১)।'

এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বেদ এবং বেদের শাখা অনুসারীদিগের মধ্যে বিবাদ অন্যান্য স্থলে অনুসন্ধান করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যজুর্ব্বেদবিভাগ বিবরণ পাঠ করিয়া বোধ করা অসঙ্গত নহে যে যজুর্ব্বেদের উভয় শাখার অনুসারীগণ মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি ছিল না; পক্ষান্তরে পরস্পরে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন। কথিত হইয়াছে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অনুসারীবর্গ চরক এবং অধ্বর্য্যু নামে অভিহিত হইয়াছেন। রাজসনী সংহিতা মধ্যে চরকাচার্য্য দুষ্কৃতিপরায়ণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। পুরুষমেধযজ্ঞে যে সকল ব্যক্তিকে বলি দেওয়া কর্ত্তব্য তাহার মধ্যে চরকাচার্য্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং বলিতে হইবে এই উভয় শাখা মধ্যে পরস্পরে পরস্পরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন (২)।

এস্থলে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা বোধ হয় কাহারই অপ্রীতিকর হইবে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বেদ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগে বিভক্ত। মন্ত্রভাগ পদ্য, ব্রাহ্মণভাগ গদ্য। মন্ত্র সকল বহুকাল ধরিয়া বংশানুক্রমে মুখে মুখে চলিয়াছিল। ব্রাহ্মণ সকল একজনের পরিশ্রমের ফল নহে। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই সকল রচিত।

১। Prof. Weber's Indische studien 1. 296.

২। Prof. Muller's Anc. Sansk. Lit. p. 350, Prof. Weber's History of Ind. Lit. p. 84, 'Original Sanskrit Text' vol. iii, p. 53.

সমুদায় ব্রাহ্মণ একত্র করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়। যে ব্রাহ্মণ যে বেদের অনুসারী সেই ব্রাহ্মণ সেই বেদভুক্ত। যে সকল ব্রাহ্মণ যে বেদভুক্ত তাঁহাদিগকে সেই বেদী বলে। বেদ সকলের ভিন্ন ভিন্ন শাখা থাকায় এক এক বেদী ব্রাহ্মণগণও ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত। যেমন একজন ব্রাহ্মণ যদি সামবেদের কুথুম শাখান্তর্গত হন তবে তাঁহাকে বলিতে হইবে সামবেদী কৌথুমশাখী। যে সকল ব্রাহ্মণ যে বেদান্তর্গত সেই ব্রাহ্মণ শ্রেণীর নাম এবং বেদের ব্রাহ্মণের নাম এক। যথা ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণের নাম বহ্বৃচ, সামবেদের ব্রাহ্মণের নাম ছান্দোগ্য এবং যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের নাম তৈত্তিরীয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণ (১)। ব্রাহ্মণ সকলের মধ্যে দেবাসুরের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় অনেকগুলি উপন্যাস দৃষ্ট হয়।

অথর্ব্ববেদান্তর্গত গোপথ ব্রাহ্মণ ভৃগু আঙ্গিরসদিগের বেদ। চতুর্ব্বেদের আবশ্যক এবং শক্তি বর্ণনাই এই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বেদের প্রথম অংশে পাঁচটী প্রপাঠক এবং উত্তরাংশে পঞ্চাধিক প্রপাঠক দৃষ্ট হয়। চরক এবং রাজসনেয়ী সংহিতার ধর্ম্মসম্বন্ধে মতভেদের পর এই ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল। সুতরাং বলিতে হইবে অন্যান্য ব্রাহ্মণের পর এই ব্রাহ্মণরচিত।

সামবেদান্তর্গত ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের ছান্দোগ্য উপনিষদ একটী অংশ। ইহাতে দশটী প্রপাঠক আছে। তন্মধ্যে প্রথম দুইটীর নাম ছান্দোগ্য মন্ত্র ব্রাহ্মণ এবং অবশিষ্টের নাম ছান্দোগ্য উপনিষদ।

১। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একজন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিত বলিয়াছেনঃ—"There is throughout the Bramhans, such complete mis-understanding of the original intention of the Vaidik hymns, that we can hardly understand how such an estrangement could have taken place, unless there had been at some time or other a sudden & violent break in the chain of tradition. * * * * Every page of the Bramhans contains the clearest proof that the spirit of ancient Vaidik poetry, and the purport of the original Vaidik sacrifices were both beyond the comprehension of the authors of the Bramhans * * * * we thus perceive the wide chasm between the Bramhan period and that period by which it is preceeded."—Muller's Ancient sansk. Lit.

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে চল্লিশটী অধ্যায় আছে। আরণ্যক (১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অংশবিশেষ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষা অধিকাংশই এক প্রকার। এই পুস্তকের অধিকাংশই এক ব্যক্তির রচনা বলিয়া বোধ হয়। তাৎকালিক ব্রাহ্মণ সমাজের অবস্থা ইহাতে উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে প্রাচীনভারতের ইতিহাসে পুরোহিত এবং রাজবংশের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণে ধর্ম্ম, নীতি, ঈশ্বর সাক্ষাৎ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা দৃষ্ট হয়। ঐতরেয় এবং কৌশীতকি শাখার মধ্যে বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়।

বেদাধ্যয়ণ সম্বন্ধে কতকগুলি কঠিন নিয়ম প্রচলিত আছে। সভ্রান্ত অবস্থায় উপবেশন করিয়া স্থিরমনে বেদ অধ্যয়ণ করিতে হয়। উচ্চৈঃস্বরে এবং প্রত্যেক শব্দ স্পষ্ট স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া বেদ অধ্যয়ণ করা কর্ত্তব্য। অমঙ্গল দর্শনে বেদ অধ্যয়ণ বন্ধ হয়। প্রবল বায়ু, বৃষ্টি, বজ্রনির্ঘোষ, ভূমিকম্প, শৃগালের ডাক, তীরের শব্দ, দস্যুকর্ত্তৃক নগর আক্রমণ, বীভৎস দর্শন প্রভৃতি দ্বারা বেদাধ্যয়ন রহিত হয়।

নিরুক্ত নামক বৈদিক শব্দ সমূহের একখানি অভিধান আছে। প্রাচীন ঋষি যাস্ক এই গ্রন্থে দুই অধ্যায় সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। খৃষ্টের চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যাস্ক বর্ত্তমান ছিলেন।

১। মহর্ষি পাণিনি "অরণ্যবাসী" এই অর্থে "আরণ্যক" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। পাণিনিসূত্র ৪।২।১২৯; বেদের ভাগ বিশেষের নাম আরণ্যক পাণিনি তাহা বলেন নাই। তবে কি বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ভগবান পাণিনি আরণ্যক দেখেন নাই? ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। বোধ হয় পাণিনির সময় আরণ্যকভাগ প্রচলিত হয় নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

মধ্য আসিয়াতে আর্য্য।

সভ্যতা—সৃষ্টি বিবরণ সাদৃশ্য—ঈশ্বর চিন্তা—প্রলয়।

আর্য্যজাতি মধ্যআসিয়াতে একত্রাবস্থান সময়েই সভ্যতা সোপানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কয়েকটী বিশেষ ঘটনার প্রতি একটু মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করিলে আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ সপ্রমাণ হইতে পারে।

১ম, সৃষ্টি প্রকরণ; (ক) পৃথিবী সৃষ্টি—সেই ঈশ্বর স্বীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া প্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন। এবং ঐ জলে বীজ উপ্ত করিলেন। তাহাতে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এক হৈম অণ্ড জন্মিল। সর্ব্বলোক পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা তাহাতে জন্মিলেন। নর হইতে উৎপন্ন বলিয়া জলকে নারা বলে, জলের আশ্রয় (অয়ন) বলিয়া ঐ নরের নাম নারায়ণ। যিনি ঐ সৃষ্টির অব্যক্ত কারণ, এবং নিত্য সৎ অসৎ আত্মক, তাঁহার সৃষ্ট ঐ পুরুষ লোকে ব্রহ্মা বলিয়া কীর্ত্তিত। সেই অণ্ডে সেই ভগবান্ ব্রাহ্ম পরিমিত সংবৎসর বাস করিয়া ধ্যানবলে তাহাকে দ্বিখণ্ড করিলেন। সেই খণ্ড দ্বয়ের এক খণ্ড দ্বারা স্বর্গলোক ও অপর খণ্ডে পৃথিবীলোক সৃষ্টি করিয়া মধ্যভাগে আটদিক ও জলনিধি নির্ম্মাণ করিলেন(১)।

ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে জল রাশির মধ্যে শূন্য জন্মিয়া সমুদায় জলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিল। পরমাত্মার নির্দ্দেশ অনুসারে শূন্যভাগের

১। মনুসংহিতা প্রথম অধ্যায়। মনুসংহিতাই হিন্দুদিগের প্রধান গ্রন্থ সুতরাং মনুসংহিতা বর্ণিত সৃষ্টি বিবরণ এস্থলে গৃহীত হইল যিনি মনোযোগের সহিত বেদ ও মনুসংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনি দেখিয়াছেন ভগবান মনু এই বিবরণ বেদ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব বলিতে হইতেছে মনুসংহিতা বর্ণিত এই বিবরণ বেদ সম্মত। বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরাণ মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে যে সৃষ্টি বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহাও প্রায় এই প্রকার তবে স্থানে স্থানে দুই এক কথার পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় মাত্র।

নাম স্বর্গলোক হইল। অনন্তর দ্বিতীয় দিবসে ঈশ্বর স্বর্গলোকের নিম্নস্থ সমুদায় জলরাশি একত্র করিয়া শুষ্ক ভূভাগের সৃষ্টি করিলেন। ঐ ভূভাগের নাম পৃথিবী ও জলভাগের নাম সাগর হইল (১)।

(খ) মনুষ্য সৃষ্টি:—ব্রহ্মা লোক বৃদ্ধির নিমিত্ত নিজ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রের সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা আপনার দেহকে দুই খণ্ড করিয়া অর্দ্ধেকে পুরুষ ও অর্দ্ধেকে স্ত্রী হইলেন। সেই স্ত্রীতে বিরাট নামক পুরুষের সৃষ্টি করিলেন (২)।

অনন্তর পরমেশ্বর ধূলিরেণু দ্বারা মনুষ্য দেহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে ফুৎকার দিয়া তাহাকে সজীব করিলেন, ইহার নাম আদম রহিল। ঈশ্বর নিদ্রিত আদমের এক পঞ্জর গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলেন। আদম কহিল এ আমার শরীর হইতে গৃহীত সুতরাং ইহার নাম নারী হইল (৩)।

দ্বিতীয় শব্দের সাদৃশ্য—

	সংস্কৃত	লাটিন	গ্রীক
সম্পর্কবাচক	পিতৃব্য	পাট্রোবস্	পাট্রোস্
	শ্বশুর	সসর্	হেকুরস্
	শ্বশ্রূ	সক্র	হেকুরা
	স্নুষা	নুরস্	নুয়স্
	দেবর	ডেবর্ (প্রাচীন লাম)	ডেঅর
	নপ্তৃ	নেপট্	—
	মাতৃ	মাটর্	মাটর্
	পিতৃ	পাটর্	পাটর
	ভ্রাতৃ	ফ্রাটর্	ফ্রাট্রিয়া
	দুহিতৃ	—	থুগাটর

১। বাইবল আদিপুস্তক প্রথম অধ্যায় ৬-১০। মহম্মদীয়দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বর্ণিত সৃষ্টি বিবরণও এই প্রকার। বাইবলে বর্ণিত হইয়াছে ঈশ্বর ছয় দিবসে সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কোরাণ মধ্যেও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে ঈশ্বরের ছয় দিবস মাত্র লাগিয়াছিল—কোরাণ ৩২ অধ্যায়—ইত্যাদি।

২। মনুসংহিতা প্রথম অধ্যায়।

৩। বাইবল—আদিপুস্তক।

	সংস্কৃত	লাটিন	গ্রীক
সংখ্যাবাচক	দ্বি	ডুও	ডুও
	ত্রি	ট্রেস্	ট্রাইস্
	ষষ	সেক্স্	হেক্স্
	সপ্তন্	সেপ্টেম্	হেপ্টা
	অষ্টন্	অক্টো	অক্টো
	নবন্	নবেম	—
বিবিধার্থবাচক	ধাম	ডমস্	ডমস্
	দ্বার	—	থুরা
	তক্ষণ	—	টেকটোন
	সীত্য	—	সিটস্
	অজ্র (বৈদিক সং)	আগর	আগ্রস্
	সীব	সুও	—
	বে	বিএও	—
	মধু	—	মেথু
	শর্করা	সাকারম্	—
	রাজা	—	রেজার
	অয়স	এস	—
	দ্যৌস	—	জিউস
	বর্ম	আরমা	—
	অমৃত	ইমর্টালিস্ ইত্যাদি।	আম্ব্রটস

তৃতীয় দেবগণের সাদৃশ্যঃ—সংস্কৃত, লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় দেবতাবাচক শব্দ সকলের এবং ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামের উচ্চারণ গত পার্থক্য প্রায় দৃষ্ট হয় না এমন কি অনেক দেবতার আকৃতিগত ও কার্য্যগত বৈষম্যও দেখা যায় না।

আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল পুস্তকান্তর হইতে স্থানগুলি উদ্ধৃত করিয়া লেখনীকে ব্যায়াম ক্লিষ্ট ও পাঠক মহোদয়গণের ধৈর্য্যচ্যুতি করিয়াছি, উদ্ধৃত অংশ সকলের সাদৃশ্য দ্বারা আমরা এক্ষণে আর্য্যগণের উন্নতি সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ মনুসংহিতা ও বাইবেল হইতে পৃথিবী-সৃষ্টি সম্বন্ধীয় কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। যে দুইখানি গ্রন্থ হইতে সৃষ্টি বিবরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার একখানি হিন্দুদিগের অপর খানি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের। লেখক, রুচি ও দেশের অবস্থাভেদে, আপন কল্পনার বিস্তার যেরূপেই করুন, দুই খানি গ্রন্থের সৃষ্টি বিবরণ প্রায়ই একরূপ। দুইখানিতেই প্রথমে জল, পরে জল হইতে ভূমির উদ্ধারের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ইহাতে কোন প্রকারেই বিবেচনা করা অসঙ্গত নহে আর্য্যগণ একত্রাবস্থান সময়েই পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধীয় চিন্তায় নিমগ্ন হইবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং সেই সময়েই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আদিম অবস্থায় মনুষ্য আত্মরক্ষা ও আহার সংগ্রহ ভিন্ন অন্য দিকে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হন না; বন্যফলাহরণ ও পশুহনন প্রভৃতি দ্বারা আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা বনজ ও অন্যান্য প্রকার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া অবস্থানের জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে হয় এবং সর্ব্বদাই হিংস্র জন্তু, স্বজাতীয় মনুষ্য প্রভৃতির নিকট হইতে আত্মরক্ষা ও পরিবারাদির রক্ষণাবেক্ষণাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। সুতরাং এ অবস্থায় কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিয়া কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না। বিশেষতঃ যে সময় আর্য্যগণ পৃথিবী-সৃষ্টি, পৃথিবীতে জীব সৃষ্টি প্রভৃতির ন্যায় গুরুতর বিজ্ঞান সম্মত তর্কে হস্তার্পণ করিয়া মীমাংসা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; সে সময় তাঁহারা মনুষ্যের আদিম অবস্থা হইতে অনেক উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন তাহাতে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। মনুষ্য সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। লোক পিতামহ মনুষ্য সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিয়াছেন 'ব্রহ্মা আপন শরীর হইতে

জীব সৃষ্টি করিলেন, অর্দ্ধেকে স্ত্রী ও অর্দ্ধেকে পুরুষ হইল।' বাইবেলও প্রায় সেই প্রকারই বলিয়াছেন; তাঁহার মতে পরমেশ্বর নর সৃষ্টি করিয়া তাঁহার পঞ্জর লইয়া তদ্দ্বারা নারী সৃষ্টি করিলেন। উভয়ের মূল কথা প্রায়ই এক প্রকার।

দ্বিতীয়তঃ শব্দগত ঐক্য। যে সকল শব্দে ভিন্ন ভিন্ন আর্য্যভাষায় অর্থ ও উচ্চারণ গত সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় সে সকল শব্দ আর্য্যগণের একত্রাবস্থান সময়েই ব্যবহৃত হইত অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ঐ সকল শব্দের পর্য্যালোচনা করিলে তৎকালে আর্য্যগণ কিরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেন, সমাজ গঠিত হইয়াছিল কি না ইত্যাদি তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। আমরা উপরে সম্পর্কীবাচক যে সকল শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছি তদ্দ্বারা আর্য্যগণের গার্হস্থ্য অবস্থা জানিতে পারা যায়। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দুহিতা (১) প্রভৃতি শব্দের ঐক্য দেখিয়া অনুমান করা যায়, আর্য্যগণ একত্রাবস্থান সময়েই পিতা মাতা প্রভৃতি পরিবার বর্গের সহিত একত্র বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্বশুর, শ্বশ্রূ, স্নুষা প্রভৃতি শব্দের প্রতি দৃষ্টি করিলে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, সেই সময়েই তাঁহারা পবিত্র বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সংখ্যাবাচক শব্দ সকলের আশ্চর্য্য ঐক্য দর্শন করিয়া কে না বলিবেন আর্য্যগণ সেই সময়েই গণনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা বাহুল্য ভয়ে অধিক শব্দ উদ্ধৃত করি নাই, তবে যে কয়টী শব্দ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তন্মধ্যে বিবিধার্থবাচক শব্দ সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে তাঁহারা গৃহ নির্ম্মাণ, কৃষিকার্য্য, গাত্রাবরণ প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে সক্ষম হইয়াছিলেন। যুদ্ধ সৌকর্য্যার্থে বর্ম্ম ব্যবহার করিতেন এবং ধাতু সকলের আবিষ্কার ও নামকরণ করিয়াছিলেন। আরও দেখা যাইতেছে এই সময় হইতে আর্য্যগণ রাজার অধীনে থাকিয়া একত্র বাস করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যে জাতি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে সমর্থ, পরিবার পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতে শিক্ষিত, এবং

১। পাধাতু পালন করা হইতে পিতা, মাধাতু পরিমাণ করা হইতে মাতা এবং দুহ ধাতু দোহন করা হইতে দুহিতা শব্দ নিষ্পন্ন

রাজ্যস্থাপন করিয়া রাজাধীনে বাস করিবার উপকার বুঝিতে সক্ষম, সে জাতিকে সভ্য ভিন্ন আর কি বলিব?

তৃতীয়তঃ। সেই সময়েই তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে দেবভাবের উদয় হইয়াছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামকরণ হইয়াছিল। তাঁহারা পরকাল সম্বন্ধেও যে চিন্তা করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন তাহাতেও সন্দেহ নাই (১)। কতকগুলি দেবতাবাচক শব্দ এবং কতকগুলি দেবোপাখ্যান সকল ভাষাতেই প্রায় এক প্রকার এবং তন্মধ্যস্থিত অধিকাংশগুলিকেই অন্য ভাষা হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হয় না সুতরাং আর্য্যগণের একত্রাবস্থান সময়েই দেবতাবাচক ঐ সকল শব্দ ও দেবোপাখ্যান সৃষ্টি হইয়াছিল।

অতি প্রাচীনকালে যে একটী মহাপ্রলয় ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বিবেচনা হয় আর্য্যগণ পৃথগ্ভূত হইয়া ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যাইবার পূর্ব্বেই প্রলয়টী ঘটিয়াছিল। হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান, কাল্ডীয়, মিসরীয়, সিরিও, চৈন ও গ্রীক প্রভৃতি সমুদায় প্রাচীনজাতিরই ধর্ম্মগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে একটী একটী প্রলয় বর্ণন দৃষ্ট হয়। আমরা বাহুল্যভয়ে এস্থলে প্রলয় সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম না।

১। সংস্কৃত অমর্ত্য, লাটিন ইমর্টালিস — গ্রীক আম্ব্রটস এবং
সংস্কৃত দ্যৌস — গ্রীক জিউস ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভারতে আর্য্য।

আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিবৃত্তের অভাব—দেবাসুরের যুদ্ধ—আর্য্য ও অনার্য্যদিগের সমর—আর্য্যদিগের তাৎকালিক অবস্থা—সারস্বত প্রদেশ—ব্রহ্মাবর্ত্ত—মধ্যদেশ—আর্য্যাবর্ত্ত—আর্য্যগণের দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে আগমন—ভারতে আর্য্যজাতির ক্রমিক প্রবেশ—অরণ্য পরিষ্কার—আর্য্য ও অনার্য্যদিগের সন্ধি।

পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে আর্য্যগণ মধ্য আসিয়া পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাব বা ভারতের তৎসদৃশ কোন স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। ভারতে প্রথম আগমন করিয়া তাঁহারা কিরূপ বেশে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন, জানিবার জন্য স্বতঃই মনে কৌতূহল উপস্থিত হয়; কিন্তু আমরা পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অশক্ত। আর্য্যগণের তাৎকালিক কার্য্যকলাপ বর্ণন করিবার প্রয়াস বাতুলতা; কারণ তাঁহাদের সে সময়ের কার্য্যের ইতিহাস নাই। তবে যে কিছু সামান্য সূত্র পাওয়া যায়, তাহা অবলম্বন করিয়া আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব বৈদিককালে আর্য্যগণ ভারতের কতদূর অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে কিরূপ শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

হিন্দুশাস্ত্রাদি পাঠে অবগতি হয় বহুকাল ধরিয়া দেবতা ও অসুরদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। কখন বা দেবতাগণ পরাজিত অসুরগণ বিজয়ী এবং কখন বা অসুরগণ পরাজিত দেবতাগণ বিজয়ী হইয়াছিলেন। আর্য্য ও অনার্য্যগণের যুদ্ধই দেবাসুরের যুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আর্য্যগণকে ভারতীয় আদিম অধিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। অসভ্য জাতিগণ নির্বীর্য্য নহে; তাহাদিগের আত্মরক্ষা, আহার সামগ্রী সংগ্রহ প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যের জন্য সর্ব্বদা অস্ত্র পরিচালন করিতে হয়। যাহারা অস্ত্র ভিন্ন জানে না, শয়নে, স্বপনে, ভ্রমণে, সর্ব্বদা অস্ত্রই

সঙ্গী বিলাসীতার নামমাত্রও শ্রবণ করে নাই, তাহারা শত্রুহস্তে সহজে আত্মসমর্পণ করিবে সম্ভব নহে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে ভারতীয় আদিম অধিবাসীগণকে অধীনে আনিয়া ভারত অধিকার করিবার জন্য আর্য্যগণকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। জুলিয়াস সিজার অসভ্য বৃটনদিগকে সহজে করায়ত্ব করিতে পারেন নাই। রোমীয় সম্রাট ক্লডিয়স প্রেরিত সৈন্যনিকরের সহিত বৃটনগণ ভয়ানক বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। জুলুলাও লইয়া কিরূপ অবস্থায় ইংরাজগণ আছেন তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। সুসভ্য ইংরাজের সহিত তুলনায় কাবুলিগণ অসভ্য। কাবুল যুদ্ধ, কাবুল অধিকারের চেষ্টা এবং ইংরাজ সৈন্যের কাবুলকারাগারে কালযাপন ঘটনা অধিক দিনের নহে। বর্ত্তমান কাবুল যুদ্ধের অভিনয় সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ইহাতে কি প্রকারে অনুমান না করা যাইবে যে আর্য্যগণকে ভারতীয় আদিম নিবাসীগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হয় নাই। তাই বলিতেছি, ভারতীয় লেখকগণ আর্য্যগণকে দেবতা এবং অনার্য্যগণকে অসুর কল্পনা করিয়া দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন।

আর্য্যগণ পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক সরস্বতীতীরে উপনীত হইয়াছিলেন। তৎকালে ভারতের আদিম নিবাসীগণ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। প্রাচীনগ্রন্থ সকল মধ্যে ইহারা অসুর, পিশাচ, দস্যু প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এই সময় দস্যুগণ বিশেষ দক্ষতার সহিত আর্য্যগণের সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। ভীম প্রহরণে সজ্জিত হইয়া ভীষণ বজ্র ধারণ করিয়া ইন্দ্র, দস্যু দমন এবং আর্য্যজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন (১)। যাহারা যে কোন প্রকারে আর্য্যগণের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদিগকে পরাজিত এবং বিতাড়িত করিয়াছিলেন (২)। যাহারা আর্য্য-

১। স জাতুভর্ম্মা শ্রদ্দধান ওজঃ পুরো বিভিন্দন্নচরদ্ বিদাসীঃ।
বিদ্বান্ ব্রাজন্ দস্যবে হেতিমস্য আর্য্যং সহোবর্ধয়া দ্যুম্নমিন্দ্রঃ॥ ঋ, বে, ১।১০৩।৩

২। আভির্বিশ্বা অভিযুজো বিষূচীরার্য্যায় বিশোঽবদারীদাসীঃ।
ইন্দ্র জাময় উতয়ে অযাময়ো অর্বাচীনাসো বসুষো যুযুজ্রে।
ত্বমেষাং বিথুরা শবাংসি জহি বৃণ্যানি কৃণুহি পরা চ॥ ঋ, বে, ৬।২৫।২।৩

জাতির সহিত শত্রু ব্যবহার করিত, যাহারা আর্য্যজাতিকে ঘৃণা করিত, তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন (১) এবং ধর্ম্মদ্বেষী যজ্ঞকার্য্যে অমনোযোগী কৃষ্ণবর্ণ দস্যুনিকরকে পরাস্ত করিয়া আর্য্যজাতির অধীন করিয়াছিলেন (২)। বজ্রপাণি ইন্দ্র কর্ত্তৃক অনার্য্যাধিকৃত বিস্তর ভূমি গৃহীত হইয়াছিল (৩); বিস্তর অনার্য্য নগর ধ্বংশীকৃত হইয়াছিল (৪) এবং বিস্তর দস্যু ইন্দ্রহস্তে গতপ্রাণ হইয়াছিল (৫)। কৃষ্ণবর্ণ দস্যুগণ আর্য্যগণের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল (৬)। এই সকল অনার্য্যগণও নিতান্ত দুর্ব্বল বা ভীরু ছিল না। বেদে তাহাদিগের অবস্থা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদিগকে পর্ব্বতগুহাবাসী বর্ব্বর বলিতে পারা যায় না, তাহারা আত্মরক্ষা, সুখে

১। ত্বং তা ইন্দ্র উভয়া অমিত্রান্ দাসান্ বৃত্রাণি আর্য্যাচ শূর।
বধীঃ.. ॥ ঋ, বে, ৬।৩৩।৩
হতো বৃত্রানি আর্য্যা হতো দাসানি সত্যতী। হতো বিশ্বা অপদ্বিষঃ॥ ঋ, বে, ৫।৬০।৬
দাসা বৃত্রা হতমার্য্যানি চ সুদাসমিন্দ্রাবরুণাঽবসাঽবতং। ঋ, বে, ৭।৮৩।১

২। ইন্দ্র সমৎসু যজমানং আর্য্যং প্রাবদ্ বিশ্বেষু শসমূতিরাজিষু স্বর্মীষু আজিষু।
মনবে শাসদ্ অব্রতান্ ত্বচং কৃষ্ণামরন্ধয়ৎ। ঋ, বে, ১।১৩০।০
ত্বং হ নু ত্যদ্ অদময়ো দস্যূরেকঃ কৃষ্টীরবনোরার্য্যায়। ৬।১৮।৩
শাসন্তমিন্দ্র মর্ত্যময়জ্যুস্। ঋ, বে, ১।১৩১।৪

৩। দস্যূন্ শিম্যূংশ্চ পুরুহূত এবৈর্হত্বা পৃথিব্যাং শর্বা নিবর্হীৎ।
সনৎ ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ সনৎ সূর্য্য সনদপঃ সুবজ্রঃ॥ ঋ, বে, ১।১০০।১৮

৪। স বৃত্রহা ইন্দ্রঃ কৃষ্ণযোনীঃ পুরন্দরো দাসীরৈরয়দ্ বি।
অজনয়দ্ মনবে ক্ষামপশ্চেত্যাদিঃ। ঋ, বে, ২।২০।৭
ত্বং পিপ্রোর্মৃগণঃ প্রারুজঃ পুরঃ প্রঋজিশ্বানং দস্যুহত্যেষ্বাবিশ্ব। ১।৫১।৫
ত্বং হ ত্যদিন্দ্র সপ্তযুধ্যন্ পুরোবজ্রিন্ পুরুকুৎসায় দর্দঃ॥ ১।৬৩।৭
ভিনৎ পুরো ন ভিদোহ আদবীর্ননমো বধরদেবস্য পীয়োঃ। ১।১৭৪।৮
ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো দাসপত্নী রধূনুতম্। সাকমেকেন কর্ম্মণাঃ॥ ৩।১২।৬
অহং পুরো মন্দসানো ব্যৈরং নবসাকং নবতীঃ শম্বরস্য।
শততমং বেশ্যং সর্বতাতা দিবদাসমতিথিগ্বং যদাবং॥ ৪।২৬।৩
ত্বং শতান্যব শম্বরস্য পুরো জগন্থাপ্রতীনি দস্যোঃ॥ ৬।৬১।৪

৫। অস্বাপয়দ্ দভীতয়ে সহস্রাত্রিংশতং হথৈঃ। দাসানামিন্দ্রোমায়য়া॥ ৪।৩০।২১

৬। ত্বদ্ভিয়া বিশ আয়ন্নশিক্নীরসমনা জহতীর্ভোজনানি।
বৈশ্বানর পূরবে শোশুচানঃ পুরো যদগ্নে দরয়ন্নদীদে॥ ৭।৫।৩

অবস্থান প্রভৃতির জন্য বিবিধ প্রকার গৃহ নির্ম্মাণ করিত। দস্যুদিগের শরৎগৃহ (১) প্রস্তর গৃহ (২) এবং লৌহগৃহের (৩) উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অনার্য্যগণ লৌহগৃহ কি প্রকারে নির্ম্মাণ করিত বলা যায় না। প্রস্তরগৃহ পর্ব্বতের গুহা হইবারই সম্ভব। অনার্য্যদিগের চরিষ্ণু নগরের (৪) উল্লেখ আছে। আজিও বাজিকরগণ তৃণদ্বারা এক প্রকার গৃহ নির্ম্মাণ করে, সেই গৃহ যদৃচ্ছা লইয়া যাওয়া যায়। বোধ হয় তাহাই বেদোক্ত চরিষ্ণু গৃহ হইবে। অনার্য্যগণ নিতান্ত সম্পত্য বিহীন ছিল না; ইন্দ্র অনেক ধনশালী দস্যুকে নিহত করিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন (৫) এই দস্যুগণ পরিবার পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিত (৬)।

আর্য্যগণ এক সময়েই ভারত অধিকার করেন নাই। তাঁহারা যখন কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, অনার্য্যগণও তখনই কিয়ৎকাল তাঁহাদিগের

১। বিদুষ্টে অস্য বীর্য্যস্য পূরবঃ পূরো যদিন্দ্র শারদীরবাতীরঃ।
সাসহানো অবাতিরঃ। শাসস্তমিন্দ্র মর্ত্যমযজ্যুং শবসস্পতে ॥ ঋ, বে, ১।১৩১।৪
সপ্তযৎ পুরঃ শর্ম্মশারদীর্দর্ত্তহন্ দাসীঃ পুরুকুৎসায় শিক্ষন্ ॥ ঐ ৬।২০।১০
দনো বিশ ইন্দ্র মৃধ্রবাচঃ সপ্ত যৎ পুরঃ শর্ম শারদীর্দর্ত্ত।
ঋণরপো অনবদ্য অর্ণা যূনে বৃত্রং পুরুকুৎসায় রন্ধীঃ ॥ ১।১৭৪।২
২। শতম্ অশ্মন্ময়ীনাং পুরামিন্দ্রো ব্যাস্তৎ। দিবোদাসায় দাস্তুষে ॥ ৪।৩০।২০
৩। প্রতি যদস্য বজ্রং বাহ্বোর্ধুর্হত্বী দস্যূন্ পুর আয়সীর্নিতারীৎ। ২।২০।৮
৪। ত্বং পুরং চরিষ্ণুং বধৈঃ শুষ্ণস্য সম্পিণক্। ৮।১।২৮
৫। বধীর্হি দস্যুং ঘনেন প্রকশ্চরন্নুপ শাকেভিরিন্দ্রঃ। ১।৩৩।৪
আস্বন্তং সমং জহি দূণাশং যোন তে ময়ঃ
অস্মভ্যমস্য বেদনং দদ্ধি সূরিশ্চিদোহতে ॥ ১।১৭৬।৪
উত শুষ্ণস্য ধৃতয়া প্রমৃক্ষো অভিবেদনং।
পুরো যদস্য সম্পিণক্ ॥ ৪।৩০।১৩
অপিবৃশ্চ পুরাণবদ্ ব্রততেরিব গুষ্পিতং। ওজো দাসস্য দণ্ডয়।
বয়ং তদস্য সম্ভৃতং বস্থ ইন্দ্রেণ বিভজেমহি ॥ ৮।৪০।৬
সম্ অজ্ম্যা পর্বত্যা বসূনি-দাসাবৃত্রাণি আর্য্যা জিগেথ ॥ ১০।৬৯।৬
৬। অত্র দাসস্য নমুচেঃ শিরোযদবর্ত্তয়োমনবে গাত্তমিচ্ছন্।
স্ত্রিয়োহি দাস আযুধানি চক্রে কিং সা করপ্নবলা অস্যসেনাঃ।
অন্তর্হি অখ্যদ উভে অস্য ধেনে অথোপ প্রেদ্ যুধয়ে দস্যুমিন্দ্র ॥ ৫।৩০।৭।৯

সহিত যুদ্ধ কিম্বা চোরবেশে তাঁহাদিগের প্রতি উপদ্রব করিয়াছে; আবার পরাস্ত হইয়া কিয়দ্দূর পলায়ন করিয়াছে। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে, আর্য্যগণ কিয়ৎকাল সরস্বতী তীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ মধ্যে সরস্বতীর উল্লেখ আছে। ‘সরস্বতী, এই পবিত্র দিবসে পৃথিবীর এই সুপবিত্র ক্ষেত্রে আজি তোমাকে স্থাপন করি। হে ধনদ অগ্নি! দৃষদ্বতী, অপয়া এবং সরস্বতী তীরস্থ জনসমাজে প্রজ্জ্বলিত হও (১)’ বলিয়া শ্বেতকায় আর্য্যগণ সরস্বতীর স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন। আর্য্যগণের বিশ্বাস, সরস্বতী স্বীয় স্রোতবলে পর্ব্বত চূর্ণ করিতে সমর্থ (২)। সুদৃঢ় প্রাকার স্বরূপ হইয়া আর্য্যগণকে রক্ষা করিবার জন্যই সরস্বতী প্রবাহিত হইয়াছেন এবং কেবল মাত্র সরস্বতী অন্য নদীর সহিত মিশ্রিত না হইয়া পর্ব্বত হইতে পবিত্র জলরাশি সাগরে ঢালিয়া দিতেছেন (৩)। ঋষিগণ সরস্বতী তীরে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

বোধ হয় আর্য্যগণ সরস্বতী অতিক্রম করিয়া কিছুকাল ব্রহ্মাবর্ত্তে অবস্থান করিয়াছিলেন। সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী দেবনদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সুপবিত্র দেববাঞ্ছিত ভূভাগের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই দেশ-প্রচলিত আচার ব্যবহার সদাচার বলিয়া খ্যাত। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য পাঞ্চাল এবং শূরসেনক ব্রহ্মাবর্ত্তের সংলগ্ন এবং ব্রহ্মর্ষি নামে খ্যাত। এই দেশপ্রসূত ব্রাহ্মণের নিকট পৃথিবীর যাবদীয় মানব আপন আপন চরিত্র শিক্ষা করিবে (৪)। সারস্বত প্রদেশ প্রাচীন রাজকুমার এবং বন্দনীয় ঋষিগণের নিবাসস্থল। সরস্বতী তীরে মহর্ষিগণের অনেক আশ্রম ছিল। পুরাণ ও বেদ সংগ্রাহক ব্যাসদেব

১। নিত্বা দধে বরে আ পৃথিব্যা ইচ্ছায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাস্।
দৃষদ্বত্যাং মানুষে আপযায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি ॥ ঋ, বে, ৩।২৩।৪
২। ইয়ং শুষ্মেভির্বিসখা ইবারুজৎ সানুগিরীণাস্ ভবিষেভিরূর্ম্মিভিঃ।
পারাবতঘ্নীং অবসে সুবৃক্তিভিঃ সরস্বতীং আ বিনাসেম ধীতিভিঃ ॥ ৬।৬১।২
৩। প্রক্ষোদসা ধায়সা সস্রে এষা সরস্বতী ধরুণং আয়সী পূঃ।
প্র বাবধনা রথ্যেব যাতি বিশ্বা অপঃ মহিনা সিন্ধুরন্যাঃ।
একো অচেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্যঃ আসমুদ্রাৎ ॥ ৭।৯৫।৯৬
৪। মনুসংহিতা ২য় অধ্যায় ১৭—২০

এই স্থানে বাস করিতেন। বেদ সকল বিলোপ প্রাপ্ত হইলে সরস্বতী কুমার, সারস্বত ব্রাহ্মণ নিকরকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন (১)। ভারতবর্ষে যে কোন বিষয় প্রচারিত হইয়াছিল তাহার মূলপত্তন স্থান সারস্বত প্রদেশ। যে স্থলে সরস্বতী অন্তর্হিতা হইয়াছেন তাহার নাম বিনসন। নিষাদগণ তাঁহার দর্শন পাইবে এই আশঙ্কায় নিষাদ দেশের সীমাতে তিনি অন্তর্হিতা হইয়াছেন (২)।

তৎপরে মধ্যদেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিনসনের পূর্ব্ব, প্রয়াগের পশ্চিম এবং হিমবাত ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের নাম মধ্যদেশ। পূর্ব্ব পশ্চিমে সমুদ্র এবং উত্তর দক্ষিণে হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বত ইহার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত। যে স্থানে কৃষ্ণসার যদৃচ্ছ বিচরণ করে সেই স্থানই যজ্ঞকার্য্যের উপযুক্ত স্থান। এতদ্ব্যতীত সমুদায় ম্লেচ্ছ রাজ্য। দ্বিজাতিগণ এই চতুঃসীমাবর্ত্তী ভূভাগে বাস করিবেন। শূদ্রগণ জীবিকার্থে যদৃচ্ছ বাস করিতে পারে (৩)।

আর্য্যগণের দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে আগমন জ্ঞাপক একটী ঐতিহাসিক বিবরণ শতপথ ব্রাহ্মণমধ্যে দৃষ্ট হয়। তদ্বর্ণনানুসারে বিদেঘ মাথব মুখ মধ্যে অগ্নিধারণ করেন। গোতম রাহুগণ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। পুরোহিত মাথবকে সম্বোধন করিলেন, মাথব উত্তর করিলেন না। পুরোহিত ঋক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ অগ্নিকে আহ্বান করিলেন। তথাপি মাথব নিরব। তখন পুরোহিত "হে ঘৃতপ্রেরক অগ্নি ইত্যাদি" বলিয়া ঋক মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। ঘৃত নাম শ্রবণ করিয়া অগ্নি মাথবের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া পৃথিবী উপরে পতিত হইলেন। মাথব এই সময় সরস্বতী তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। অগ্নি পৃথিবী দগ্ধ করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে অগ্নির পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। অগ্নি সমুদায় দগ্ধ করিলেন, কিন্তু হিমালয় প্রসূত সদানীরা অতিক্রম

১। Professor Wilson's preface to Vishnu Puran P Lxvii
২। Lassen's Zeitschrist, iii P 201 and Maha Bharat
৩। মনুসংহিতা ২য় অধ্যায় ২১—২৪

করিলেন না। অগ্নি কর্ত্তৃক সদানীরার পূর্ব্বপার দগ্ধ হয় নাই বলিয়া প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ এই স্থানে বাস করিতেন না। এক্ষণে অনেক ব্রাহ্মণ এই স্থানে বাস করেন। এই স্থান জলসিক্ত ছিল এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ কৃত যজ্ঞাদির দ্বারা বাসযোগ্য হইয়াছে। মাথব জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাদিগের বাসস্থান কোথায় হইবে?" অগ্নি বলিলেন "সদানীরার পূর্ব্ব পারে।" এই নদী কোশল এবং বিদেহ দেশের মধ্যে অবস্থিত। মাথব সন্তানগণ এই স্থানে বাস করেন (১)।

এক্ষণে দেখা যাউক, ভারতবর্ষের কোন ভাগ বৈদিককালে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল? সিন্ধুপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে ব্রহ্মর্ষি দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই ভূভাগ বর্ত্তমান দিল্লীর উত্তর পশ্চিমে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ বিস্তৃত। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে, আর্য্যগণ পঞ্চনদ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান দিল্লীর উত্তর পশ্চিমস্থিত দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত পবিত্র ভূখণ্ডে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্তের পর ব্রহ্মর্ষি। কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল, মৎস্য এবং শূরসেন এই চারিটী দেশের সমষ্টি ব্রহ্মর্ষি। কুরুক্ষেত্র বর্ত্তমান থানেশ্বর,

১। বিদেঘ হ মথাবোঽগ্নিং বৈশ্বানরং মুখে বভার তস্য গোতমো রাহূগণ ঋষিঃ পুরোহিত আস তস্মৈহ স্মামন্ত্র্যমানো ন প্রতিশৃণোতি নেন্মেঽগ্নি বৈশ্বানরঃ মুখান্নিস্পদ্যাতা ইতি তমৃগ্‌ভির্হ্বয়িতুং দন্ধ্রে। বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি। অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে বিদেঘেতি সন প্রতিশুশ্রাব। উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে। তব জ্যোতিং স্যর্চয়ো বিদেঘা ইতি। সহন প্রতি শুশ্রাব। ত্বং ত্বা ঘৃতস্নবীমহ ইত্যেবাভিব্যাহরদথাস্য ঘৃতকীর্ত্তাবেবাগ্নির্বৈশ্বানরো মুখাদুজ্জ্বাল তং ন শশাক ন ধারয়িতুম্ সোঽস্য মুখান্নিস্পেদে স ইমাং পৃথিবীং প্রাপ্যাদ। তর্হি বিদেঘমাথব আস সরস্বত্যাং। স তব এব প্রাঙ্‌দহন্নভী যায়েমাং পৃথিবীং। তং সদানীরে ত্যুত্তরাদ্গিরের্নির্ধাবতি তাং হৈব নাতি দদাহ। গোতমশ্চ রাহূগণো বিদেঘশ্চ মাথবো পশ্চাদ দহন্তমন্বীয়তুঃ। স ইমাঃ সর্ব্বা নদীরতি দদাহ। তাং হ স্ম তাং পুরা ব্রাহ্মণা ন তরন্তি অনতিদগ্ধা অগ্নিনা বৈশ্বানরেণেতি। ততঃ এতর্হি প্রাচীনংবহবো ব্রাহ্মণাঃ। তদ হ অক্ষেত্রতরমিবাস স্রাবিতরমিব অস্বদিতং অগ্নি না বিশ্বা- নরেণেতি। তদুহৈর্হি ক্ষেত্রতরমিব ব্রাহ্মণা উহি নূনমেতদ্ যজ্ঞৈরসিস্বদন। সাপি জঘন্যে নৈদাঘে সমিবৈব কোপয়তি তাবৎশীতাহনতিদগ্ধা হ্যগ্নিনা বৈশ্বানরেণ। সহোবাচ বিদেঘো মাথবঃ ক্বাহংভবানি ইতি। অতএব তে প্রাচীনং ভুবনমিতি হোবাচ। সৈষাপি এতর্হি কোশলবিদেহানাং মর্য্যাদা তে হি মাথবাঃ। শতপথব্রাহ্মণ-১-৪-১-১০।

পাঞ্চাল তাহার পূর্ব্বে অবস্থিত। মৎস্য ও শূরসেন বর্ত্তমান জয়পুর এবং মথুরা। অতএব ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং যমুনার মধ্যবর্ত্তী, যমুনার পশ্চিম তীরস্থ, দক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত ভূখণ্ড আর্য্যগণের ব্রহ্মর্ষি। আর্য্যগণ ব্রহ্মাবর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া যমুনার পশ্চিমস্থিত সরস্বতী (১) হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে বাস করিয়াছিলেন। উত্তরে থানেশ্বর দক্ষিণে জয়পুর পূর্ব্বে যমুনা এবং পশ্চিমে সরস্বতী এই চতুঃসীমা মধ্যস্থিত ভূভাগ ব্রহ্মর্ষি। ব্রহ্মর্ষি দেশ পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যগণ মধ্যদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং ব্রহ্মর্ষি অপেক্ষা এই ভূভাগ কিছু বিস্তৃত। হিমালয় এবং বিন্ধ্যপর্ব্ব-

১। প্রাচীন ভারতের মকরিওল দত্ত মানচিত্রে দৃষ্ট হয় সরস্বতী নদী শতদ্রুর দক্ষিণ পূর্ব্ব দিয়া দক্ষিণ পশ্চিনাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুর সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, এই নদী রাজপুতানার মরুভূমির উত্তর দিকে অবস্থিত এবং উছ, (uchh) বর্ত্তমান উৎক (ootch), নগর ইহারই তীরে স্থাপিত—See the map in Mccrindle's Ancient India. ঋগ্বেদের বর্ণনানুসারে সরস্বতী সাগরে পতিত হইতেছে—Muirs original Sanskrit Texts part second P 360—যাহাহউক বেদবর্ণিত সরস্বতীর সহিত মকরিওল দত্ত সরস্বতীর বিশেষ অন্তর দৃষ্ট হয় না। সরস্বতী পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া এক প্রধান জল রাশির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। মহাভারতের বর্ণনানুসারে সরস্বতী নিষাধরাজ্যের সীমায় অন্তর্হিতা হইয়াছেন।—Muir's original Sanskrit Texts Part 11, P. 415. আধুনিক মানচিত্রে এক সরস্বতী নদী দৃষ্ট হয় তাহা আবু পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া পত্তনের নিম্ন দিয়া কচ্ছ উপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই সরস্বতী বৈদিক সরস্বতী হইবার সম্ভব নাই। শতদ্রুর দক্ষিণ পূর্ব্বে কামপুরকি নামক এক নদী আছে। এই নদী রাজপুতানার সীমা অতিক্রম করিয়া বহবলপুর প্রদেশে পতিত হইয়াই অন্তর্হিত হইয়াছে। এই নদীই প্রাচীন সরস্বতী হইবার সম্ভব, কারণ যদি এই নদী বহবলপুরের সীমায় অন্তর্হিত না হইয়া উৎক নগরের নিম্ন দিয়া সিন্ধুর সহিত মিলিত তাহা হইলে ইহার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমুদায় অংশ শতদ্রুর দক্ষিণ পূর্ব্বে স্থাপিত হইত। এবং মরুভূমিও ইহার দক্ষিণেই হইত। বিশেষ সরস্বতীর দক্ষিণ পূর্ব্বে এই নদী ভিন্ন অন্য কোন নদী নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে এই নদীই বৈদিক সরস্বতী এবং বহবলপুর তাৎকালিক নিষাদ দেশ। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন অনুসারে এই নদীর মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গ্রীসিয়গণ যৎকালে ভারতে আসিয়াছিলেন, সে সময় সরস্বতীর মুখ বন্ধ হয় নাই। কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত সরস্বতী অন্তর্হিতা হইয়াছেন। তবে কি মহাভারত গ্রীসিয়গণের ভারতে আগমনের পর রচিত হইয়াছে? এ কথা কখনই সম্ভব নহে। বোধ হয় গ্রীসিয়গণের এই দেশে আগমনের পর মহাভারতে এই অংশ কেহ যোজনা করিয়া দিয়াছেন, নয় আমাদের অনুমান ভ্রান্ত।

ত্তের মধ্যস্থিত বিনসনের উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব বিস্তৃত ভূখণ্ড মধ্য দেশ নামে আখ্যাত (১)।

ভগবান মনু মধ্যদেশের পর আর্য্যাবর্ত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিণ পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে অচলনাথ হিমালয় এবং দক্ষিণে ভারতের কোটীবন্ধস্বরূপ বিন্ধ্য পর্ব্বত এই চতুঃসীমাবর্ত্তী ভূভাগ আর্য্যাবর্ত্ত। ভগবান মনুর নির্দ্দেশানুসারে বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরস্থিত ভারতের সমুদায় অংশ, বাঙ্গলা এবং উড়িষ্যার উত্তরাংশ আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত। শতপথ ব্রাহ্মণ বর্ণিত বিদেঘ মাথব ও তাঁহার পুরোহিত গোতম রাহুগণ সম্বন্ধীয় উপাখ্যান পাঠে অবগতি হয়, শতপথ ব্রাহ্মণ যে সময় লিখিত হইয়াছিল তৎপূর্ব্বে আর্য্যগণ সদানীরা নদী অতিক্রম করেন নাই। অগ্নির উপদেশানুসারে মাথব সদানীরা নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন। সদানীরা করতোয়ার নামান্তর (২)। করতোয়া নদী বঙ্গের উত্তরে অবস্থিত। কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণের বর্ণনানুসারে অযোধ্যা এবং উত্তর বিহারের মধ্যস্থলে সদানীরা। এতদ্বর্ণনানুসারে কেহ কেহ অনুমান করেন বর্ত্তমান গণ্ডকীই সদানীরা (৩)। এই অনুমানই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এতদনুসারে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে শতপথ ব্রাহ্মণের সময় আর্য্যগণ গণ্ডকী নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন। গণ্ডকী নদী বেহার প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বর্ত্তমান বেহারই মগধ। ঋক্ বেদের মধ্যে কিকটা দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (৪)। মহর্ষি যাস্ক কিকটা দেশকে অনার্য্য দেশ বলিয়াছেন (৫)। ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে 'যদিও তাহারা কীকটা তথাপি তাহারা পবিত্র

১। Muir's 'Original Sanskrit Texts' Part ii p. 416.

২। অমরকোষ ; (৩) Professor Weber

৪। What are thy cows doing among the Kikatas? They yield no milk for oblations ; and they heat no fire. Bring us the wealth of Pramaganda (or the usirer) and subdue to us, O Maghavat, (Indra), the degraded man (naichasakha)"—R. V. iii 53. 14.

৫। "কীকটা নাম দেশেঽনার্য্যনিবাসঃ"—নিরুক্ত ৬।৩২

এবং ধার্ম্মিক (১)। কীকটাই মগধ দেশ (২)। বোধ হয় যৎকালে ঋগ্বেদের-এই স্তোত্র লিখিত হইয়াছিল তৎকালে মগধ দেশ সম্পূর্ণরূপে আর্য্যভূমি হয় নাই। ভাগবতের সময় এই স্থানে আর্য্যগণের বাস করিতে কোন নিষেধ ছিল না। অধ্যাপক ওয়েবার কীকটাদিগকে ব্রাত্যদিগের ন্যায় আর্য্যবংশোৎপন্ন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (৩)। এক্ষণে অনুমান করা যাইতে পারে ঋগ্বেদের সময় বঙ্গ, মগধ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে আর্য্যগণ বসতি করেন নাই।

ঋক্‌বেদ মধ্যে হিমালয় পর্ব্বতের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (৪)। কিন্তু বিন্ধ্যপর্ব্বতের উল্লেখ কোন স্থানে দেখা যায় না (৫)। মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থমধ্যে দৃষ্ট হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত হইয়াছে "বিদেহনাথ জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি অগ্নি হোত্র যজ্ঞের বিষয় অবগত আছেন? তিনি উত্তর করিলেন 'সম্রাট, এ সমস্ত বিষয় আমি অবগত আছি (৬)।" জনক মিথিলার অধিপতি ছিলেন। মিথিলা বা বিদেহ বর্ত্তমান ত্রিহুত। ত্রিহুত, গণ্ডকী (সদানীরা) নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে সময় শতপথ ব্রাহ্মণ লিখিত হইয়াছিল তৎকালে সদানীরার পূর্ব্ব তটে আর্য্যগণের পদার্পণ হইয়াছিল, আর্য্যদিগের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, এবং আর্য্যগণ কৃত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ঐ স্থান পবিত্র হইয়াছিল।

বৈদিককালে আর্য্যগণ কেবল অনার্য্যদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই, তৎকালে ভারতের অধিকাংশ স্থল বনময় ছিল। অরণ্য মধ্যে মনুষ্য বিচরণের সুগম্য পথ ছিল না, পথিককে সততই ভ্রান্ত

১। "যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ। সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পুয়ন্তেঽপি কীকটাঃ॥" —ভা. পু. ৭।১০।১৮

২। Muir's original Sanskrit Texts Part II Page 363

৩। Muir's 'original Sanskrit Texts P II Page 363.

৪। "যাস্যমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ॥" ঋ. বে. ১০।১২১।৪।

৫। Muir's 'original Sanskrit Texts' Part II Page 361.

৬। Muir's 'original Sanskrit Texts' Part II P 421.

হইতে হইত। নিস্তব্ধ অরণ্যানি সদা ভীষণ আকার ধারণ করিয়া থাকিত। সময়ে সময়ে পক্ষির শব্দ শ্রবণগোচর হইত। রজনীতে এই অরণ্য মধ্যে বাস করিলে গভীর গর্জ্জন শ্রবণগোচর হইত। ভীষণাকার হিংস্র জন্তু সকল অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিত। এই অরণ্য মধ্যে বিবিধ সুস্বাদ ফল, সুগন্ধ পুষ্প, বিনা মনুষ্য সাহায্যে জন্মিত। এই সকল ফল আহার করিয়া মনুষ্য অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে পারিত (১)। আর্য্যগণ এই সকল অরণ্যানি অগ্নিযোগে দাহন করিয়া বাস এবং কৃষিকার্য্যোপযোগী করিয়াছিলেন। বেদমধ্যে দৃষ্ট হয় অগ্নি অরণ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকেন, ধ্বংশ করেন এবং অঙ্গারে পরিণত করেন। তিনি সর্ব্বভুক, বায়ুর সাহায্যে অরণ্য আক্রমণ করেন, পৃথিবীর কেশ মুণ্ডন করেন। তাঁহার শিখা হইতে সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় শব্দ, বজ্রের ন্যায় নির্ঘোষ, প্রবল বায়ুর ন্যায় নিস্বন এবং সিংহের ন্যায় গর্জ্জন উদ্গত হয়। যখন তিনি তাঁহার লোহিত বর্ণ বায়ু বিতাড়িত অশ্ব সকল রথে যোজনা করেন, তখন তিনি ষণ্ডের ন্যায় নিনাদ করিয়া অরণ্য আক্রমণ করেন। তাঁহার তৃণভুক ছবি বহির্গত হইলে পক্ষিসকল ভীত হয়, বজ্রনিষ্পেশ এবং প্রবল বাত্যার ন্যায় তিনি অদম্য (২)।

আমরা দেখাইলাম আর্য্যগণ বিস্তর অনার্য্যরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন এবং অনার্য্যদিগের সহিত বিস্তর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেখাইব আর্য্যগণ এই সময়েই অনার্য্যদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। শিবকে অনার্য্যদিগের দেবতা বলিয়া অনুমান করা যায়। শিবের আচার ব্যবহার সভ্য সমাজের উপযুক্ত নহে। তাঁহার বাসস্থান শ্মশান, ভৃত্য নন্দী, ভৃঙ্গী। শিব-নির্ম্মাল্য ভোজন করা নিষিদ্ধ। অনার্য্যগণের প্রতি শিবের যে প্রকার স্নেহ অন্য কোন দেবতারই তদ্রূপ নহে। রাবণ রুদ্র তেজঃ প্রাপ্ত হইয়াছিল, বৃত্র শিবের বলে বলীয়ান্, যতগুলি আর্য্য অনার্য্যে যুদ্ধ (দেবাসুরের যুদ্ধ) দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় তাহার সকল অসুরই মহা-

১। R. V. x. 146 see also Muir's 'original Sanskrit Texts' vol V P 423.

২। Muir's original Sanskrit Texts. vol V. P 215.

দেবের উপাসক, মহাদেবের বলে দুর্জ্জয়। অতএব অনুমান করা যাইতেছে, মহাদেব একজন অনার্য্যগণের রাজা বা সর্দ্দার। দক্ষ প্রজাপতি আর্য্যবংশ সম্ভূত। ঋক্‌বেদে বর্ণিত হইয়াছে দক্ষ অদিতি হইতে উৎপন্ন (১)। নিরুক্ত মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে দক্ষ আদিত্য এবং তিনি আদিত্যগণের সহিত একত্রে স্তুত হইয়াছেন (২)। সুতরাং দেখা যাইতেছে দক্ষ বৈদিককালে বর্ত্তমান ছিলেন। দক্ষের পরম রূপবতী কন্যা সতীর সহিত মহাদেবের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অনার্য্যগণের সহিত সন্ধি এবং সম্বন্ধ স্থাপনই এই পরিণয়ের উদ্দেশ্য। যদিও রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন জন্য দক্ষরাজ শিবকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন বটে তথাপি আপন সামাজিক বংশানুক্রমিক পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে কন্যা অনার্য্যকে সম্প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। দক্ষরাজ যজ্ঞ সময়ে অপর সাতাইশ কন্যাকে জামাতা সহ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কিন্তু সতী বা শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই,—শিব যজ্ঞভাগে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। হিন্দুসমাজে এই প্রকার প্রথা পর সময়েও দৃষ্ট হয়। দিল্লীর সিংহাসনে মোগলগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া অনেক ক্ষত্রিয় রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ক্ষত্রিয়রাজগণ পুনর্ব্বার যে সেই সকল কন্যার সহিত আহার ব্যবহার করিয়াছিলেন ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১। ঋক্‌বেদ ১০, ৭২, ৪
২। ১১, ২৩

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈদিক আর্য্যসমাজে জাতিভেদ।

আর্য্যবংশোদ্ভব বর্ণত্রয়—চারিবর্ণ—পুরুষসূক্ত—ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়—বৈশ্য—শূদ্র—পুরুষের শরীর হইতে সকল প্রাণীর উৎপত্তি—বর্ণবিভাগানুসারে কার্য্যবিভাগ—পৌরহিত্য—দেবাপি এবং সান্তনুঋষি—বেদরচয়িতা—ক্ষত্রিয়ের নিকট উপদেশ গ্রহণ—জাতিভেদের অভাব।

বৈদিক সময়েই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অনার্য্যগণ শূদ্র; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর্য্যবংশোদ্ভব। সর্ব্বপ্রথমে প্রজাপতি ভূঃ শব্দ উচ্চারণ করিয়া এই ক্ষিতি, ভূবঃ শব্দ উচ্চারণ করিয়া অন্তরীক্ষ এবং স্বঃ উচ্চারণ করিয়া দিব, সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভূঃ শব্দে ব্রহ্ম, ভুব শব্দে ক্ষত্রিয় এবং স্বঃ শব্দে বিশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন (১)। সুতরাং দেখা যাইতেছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রজাপতি হইতে জাত। স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে আর্য্যবংশোদ্ভব বর্ণত্রয় বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বৈদিক, বর্ণনানুসারে ব্রহ্মা সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কথিত আছে 'ঋগ্বেদ হইতে বৈশ্য, যজুর্ব্বেদ হইতে ক্ষত্রিয় এবং সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পূরাকালে প্রাচীনদিগকে প্রাচীনগণ এই প্রকার বলিয়াছিলেন (২)।' এই উভয় বাক্যই প্রায় এক প্রকার। একস্থলে বর্ণিত হইয়াছে প্রজাপতি "ভূর্ভুবস্বঃ" শব্দ দ্বারা বর্ণত্রয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আর একস্থলে দেখা যায় বেদত্রয় হইতে বর্ণত্রয় উৎপন্ন।

১। ঋ, বে, ১০।৯০।১১ (পুরুষসূক্ত)
২। সত পথ ব্রাহ্মণ ২।১।৪;

"ভূর্ভুবস্বঃ" এই তিনটী ঋক্, যজুঃ এবং সাম এই তিন বেদের সারস্বরূপ। ইহাতে বলা অসঙ্গত নহে অতি প্রাচীনকালে আর্য্যগণ আর্য্যবংশোদ্ভব বর্ণত্রয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহার পর সময়ে চারি বর্ণেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পুরুষসূক্ত মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে দেবতানিকর পুরুষকে বিভক্ত করিলে তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে রাজন্য, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র জন্মিলেন। পুরুষসূক্ত অপেক্ষাকৃত পর সময়ে রচিত এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে (১)। ইহার ভাষা ও রচনাপ্রণালী অন্যান্য স্তোত্র অপেক্ষা সতন্ত্র প্রকারের। কারণ ইহা পাঠ করিলেই বোধ হয় ছন্দ প্রণালী এবং ব্যাকরণের নিয়ম সকল প্রচারিত হইলে এই ভাগ লিখিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইহার মধ্যে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক শব্দ এবং বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরদ এই ঋতুত্রয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদের অন্য কোন স্থানে গ্রীষ্মের উল্লেখ নাই; কেবল আর এক স্থলে মাত্র (২) শরদ, হেমন্ত, বসন্ত, এই ঋতুত্রয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে অনুমান করা যাইতে পারে ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা পর সময়ে এই স্থান রচিত হইয়াছিল (৩)।

পুরুষসূক্ত ভিন্ন ঋগ্বেদের অন্যত্র চারিবর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না (৪)। প্রতিপন্ন হইতেছে পুরুষসূক্ত ভাগ পর সময়ে ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদ জগতের প্রাচীন গ্রন্থ। সুতরাং আর্য্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ মধ্যে কেবল আর্য্যবংশ সম্ভূত বর্ণত্রয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহার পর সাময়িক স্তোত্রনিকর

১। ডাক্তার হগ পুরুষসূক্তকে ঋক্ বেদের প্রাচীন অংশ বলিয়া অনুমান করেন।—See on the origin of Brahmanism P 5.

২। ঋ, বে, ১০।১৬১।৪

৩। See Colebrooke's Miscellaneous Essays. i. 309 note Muller's Anc Sansk. Lit P 570 and Muir's original Sanskrit Texts vol i P 11—13.

৪। Muller's Anc. Sanskrit Lit. 570

মধ্যে চারি বর্ণেরই উল্লেখ দেখা যায়। অতএব বলা যাইতে পারে সমাজ বৈদিক কালেই চারি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ তাৎকালিক সমাজে কি প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন, জানিবার জন্য স্বতঃই কৌতূহল উপস্থিত হয়, সুতরাং আমরা সংক্ষেপে তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মুখ উত্তমাঙ্গ, মুখই বাণীর অবস্থানক্ষেত্র, সুতরাং যাঁহারা মানব জাতির উপদেষ্টা তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। বেদের রচয়িতাগণ ব্রাহ্মণ, শিক্ষক ব্রাহ্মণ, বেদ ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্থ। যে সকল বিষয়ে মানসিক উন্নতি হয়, তাৎকালিক সমাজে সে সমস্ত যাঁহারা জানিতেন, সেই সকল বিষয় যাঁহারা সকলকে শিক্ষা দিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। সুতরাং পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন। ব্রহ্মণ একটী ক্লীব লিঙ্গ ব্যঞ্জনান্ত শব্দ। ব্রহ্মণ শব্দের প্রথমার এক বচনে ব্রহ্ম পদ নিষ্পন্ন হয়। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ স্তোত্র। বেদের মধ্যে অনেক স্থলে ব্রহ্ম শব্দ স্তোত্র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কোষকার বলেন ব্রহ্ম অর্থে বেদ (১)। অতএব অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে যাঁহারা ব্রহ্মণ সকলের প্রণেতা তাঁহারাই ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত হইতেন।

ক্ষত্রিয় পুরুষের বাহু হইতে উৎপন্ন। বাহুই শক্তির মানদণ্ড। শত্রুবিমর্দ্দন, আক্রমণকারীর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্র গ্রহণ, দুর্বৃত্তকে দমন প্রভৃতি সমুদায় বীরকার্য্যই হস্ত দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় সতত বীরকার্য্যে ব্যাপৃত। যিনি উৎপীড়ন হইতে ত্রাণ করেন, তিনি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ই রাজন্য। দেবতানিকরও রাজন্যগণকে ভয় করিতেন (২)। ব্রাত্য ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন (৩)। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে পুরুষের বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন।

পুরুষের উরুদেশ হইতে বৈশ্য উৎপন্ন। ভুক্ত পদার্থ শরীরের অধঃ-

১। "ব্রহ্ম, বেদঃ, তল্লং, তপঃ"—অমর

২। ২।৪।১৩।১;

৩। অ, বে, ১৫।৪।১;

প্রদেশে সঞ্চিত হয় এবং আহার দ্বারা শরীরের নিম্নপ্রদেশ বলশালী হইলেই মানব কার্য্যক্ষম হয়। বৈশ্যের কর্ত্তব্য কার্য্য আহার্য্য সংগ্রহ। কৃষিকার্য্যই বৈশ্যের ব্যবসা। সুতরাং কল্পিত হইয়াছে, উরুদেশ হইতে বৈশ্য উৎপন্ন।

শূদ্র পুরুষের পদ হইতে উৎপন্ন। পদ শরীরের অপকৃষ্ট অংশ, কিন্তু পদকে শরীরের আশ্রয় বলিলেও বিশেষ দোষ বর্ত্তিবার সম্ভাবনা নাই। পদবিহীন শরীর গতিপরিশূন্য। শূদ্রগণ অনার্য্যবংশ সম্ভূত। শূদ্র পর্য্যায় জঘণ্যজ। ব্রাহ্মণগণ দেবতা হইতে উৎপন্ন এবং শূদ্রগণ অসুর বংশ-জাত (১)। শূদ্রগণ আর্য্যবংশোদ্ভব বর্ণত্রয়ের দাস। সুতরাং কল্পনা অসঙ্গত নহে যে শূদ্রগণ পদ হইতে উৎপন্ন (২)।

যে পুরুষের শরীর হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য উৎপন্ন হইয়াছেন, অনার্য্য বংশোৎপন্ন শূদ্র সেই পুরুষের শরীর হইতে উৎপন্ন, এরূপ বর্ণিত হইবার কারণ কি? ঋগ্বেদের প্রাচীন ভাগে কেবল বর্ণত্রয়ের উল্লেখ আছে। বোধ হয় তাহার পর সময়ে সমুদায় মানব জাতিই এক বংশ হইতে উৎপন্ন এই প্রকার ভাব কোন ব্যক্তির মনোমধ্যে উদয় হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী লেখকগণ তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। প্রজাপতি স্বীয় অসু হইতে অসুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন (৩)। এই অসুর হইতেই শূদ্রগণ উৎপন্ন (৪)।

যে প্রকার অনুমিত হইল তাহাতে বোধ হয়, তৎকালে ব্যবসা এবং কার্য্য অনুসারে সমাজের শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল। এক্ষণে দেখিতে হইবে প্রাচীন কালে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া অভিহিত হইলেও সমাজের অভ্যন্তরে জাতিভেদ কি প্রকারে কার্য্য করিত। অতি প্রাচীন-কালে সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিলেও তৎকালে জাতিভেদ ছিল

১। তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ ১।২।৬।৭

২। ডাক্তার হগ তাঁহার "On the origin of Brahmanism" নামক প্রবন্ধের ৪ পৃষ্ঠায় এতৎ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় তৈত্তিরিয় সংহিতা উদ্ধৃতভাগ দেখিলেও এতৎ সম্বন্ধে বৈদিক ঋষির অভিপ্রায় কিরূপ ছিল তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

৩। তৈ, ব্রা, ২।৩।৮,১

৪। তৈ, ব্রা, ১।২।১।৭

এরূপ বোধ হয় না। কথিত আছে, অদিতি সন্তান কামনায় দেবতা এবং সাধ্যগণের জন্য ব্রহ্মোদন পাক করিলে, তাঁহারা তাঁহাকে অবশিষ্টাংশ অর্পণ করিলেন। তিনি তাহা ভোজন করিলে চারি আদিত্য জন্মিলেন। তিনি দ্বিতীয় বার পাক করিয়া বিবেচনা করিলেন, উচ্ছিষ্ট ভোজনে আমার এ প্রকার সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব দেবতাগণকে উপহার না দিয়া ভোজন করিলে উৎকৃষ্টতর সন্তান উৎপন্ন হইবে। অদিতি এই প্রকার বিবেচনা করিয়া দেবতাগণের অভুক্ত ব্রহ্মোদন ভোজন করায় এক অসম্পূর্ণ অণ্ড প্রসব করিলেন। অদিতি তৃতীয় ব্রহ্মোদন পাক করিয়া দেবতা উদ্দেশে অর্পণ করিয়া ভোজন করিলে আদিত্য বিবস্বত উৎপন্ন হইলেন। এই সকল মানব তাঁহারই অপত্য (১)। পুরুষ স্বীয় শরীর হইতে স্ত্রী ও পুরুষ উৎপাদন করিলেন। পুরুষ স্ত্রীতে উপগত হইলে মনুষ্য জন্মিল (২)। সমগ্র জন্তুই অদিতি হইতে উৎপন্ন (৩)। এই বাক্য মধ্যে জাতি বিভাগের কোন উল্লেখ নাই; সুতরাং অনুমান করা যাইতেছে জাতি বিভাগ তৎকালে বর্ত্তমান কালের ন্যায় ভয়ানক আকার ধারণ করে নাই, তখন বিশ্বাস ছিল সকল মনুষ্যই এক পিতা মাতার সন্তান; সকলেই ভ্রাতৃ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। পুরুষসূক্ত ভিন্ন অন্যত্র চারি বর্ণের উল্লেখ দেখা যায় না। পুরুষ সূক্ত ঋগ্বেদের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অনেক পর সময়ে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে বৈদিক কালের অবসান সময়ে বর্ণ বিভাগের ভাব বন্দনীয় আর্য্যগণের মনোমধ্যে উদয় হইয়াছিল। প্রধানতঃ চারি ভাগে আর্য্য সমাজ বিভক্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বেদ মধ্যে সেই চারি শ্রেণীর কর্ত্তব্য কার্য্য ভিন্ন অন্যান্য কার্য্যেরও উল্লেখ দৃষ্ট। এক স্থানে কথিত হইয়াছে "যে প্রকার সূত্রধার ভগ্ন পদার্থ প্রাপ্তির বাসনা করে, চিকিৎসক রুগ্ন ব্যক্তি পাইবার অভিলাষ করে, সেই প্রকার ব্রাহ্মণ পিতৃলোক উদ্দেশে তর্পণার্থী ব্যক্তির অনুসন্ধান করেন (৪)। সূত্রধার এবং চিকিৎসাব্যবসায় কাহারা

১। তৈ, সং, ৬।৫।৬।১

২। শ, প, ব্রা, ১৪।৪।২।৫

৩। তৈ, ব্রা, ১।৮।৮।১

৪। ঋ, বে, ৯।১১২।১

করিতেন তাহাত ইহা দ্বারা কিছুই জানিতে পারা যাইতেছে না। বোধ হয়, যাঁহারা তর্পণার্থীর পুরোহিত তাঁহাদিগেরই নাম ব্রাহ্মণ, যাহারা রূগ্নের রোগ উপসমার্থে ঔষধি প্রয়োগ করিতেন তাঁহারাই চিকিৎসক এবং যাঁহারা কাষ্ঠ পাত্রাদি প্রস্তুত কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন তাঁহারাই সূত্রধার। পিতা মাতা এক প্রকার ব্যবসায় করিয়া থাকেন, পুত্র ব্যবসান্তর গ্রহণ করিলেন এরূপ অবস্থায় যিনি যে ব্যবসা গ্রহণ করিলেন তিনি সেই নামে অভিহিত হইতেন। একজন বলিতেছেন 'আমি কাব্য ব্যবসায়ী, আমার জনক চিকিৎস্যক এবং আমার জননী তণ্ডুল প্রস্তুত করিতেন (১)।' অধ্যয়নাদি ব্রাহ্মণের ব্যবসা, সুতরাং কাব্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ। পুত্র ব্রাহ্মণ, জনক চিকিৎসক, এবং জননী তণ্ডুল প্রস্তুত কারিণী!

অধ্যয়ণ অধ্যাপণাদি এবং পৌরহিত্য ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল ব্রাহ্মণই যে সুশিক্ষিত ছিলেন এমন অনুমান করা যায় না। তৎকালে চারি প্রকার বাক্য ছিল এরূপ বর্ণিত হইয়াছে এবং সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণই এই চারি প্রকার বাক্য অবগত ছিলেন (২)। যখন সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে তখন যে মূর্খ ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহার আর সন্দেহ কি?

কেবল ব্রাহ্মণগণই যে পৌরহিত্য কার্য্যে ব্রতী ছিলেন এমনও বোধ হয় না। মহর্ষি যাস্ক লিখিয়াছেন 'ঋষ্টিসেনের সন্তান দেবাপি এবং সান্তনু। দেবাপি তপস্যা কার্য্যে ব্রতি হওয়ায় কনিষ্ঠ সান্তনু রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যগ্রহণ করিলে সেই রাজ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হইল। মহারাজ এই অনাবৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করিয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট অবগত হইলেন যে তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরকে উল্লঙ্ঘন করিয়া রাজ্য গ্রহণ করায় দেবতানিকর তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার রাজ্যে বৃষ্টিপাত হইতেছে না। সান্তনু দেবাপিকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায় তিনি তাঁহার পুরোহিত হইয়া তাঁহার নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে অভিপ্রায় করিলেন (৩)।' এই প্রকার বর্ণনার পর যাস্ক ঋগ্বেদের দশম

১। ঋ, বে, ৯।১১২।৩;
২। ঋ, বে, ১।১৪৬।৪৫
৩। নিরুক্ত ২।১০;

মণ্ডলের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। 'হে বৃহস্পতি! তুমি মিত্র বরুণ বা পুষুণ যেই হও, আদিত্য বসু বা মরুৎ যাহারাই সহচর হও, পার্জ্জণ্যকে সান্তনুর নিমিত্ত বর্ষণ করিতে অনুরোধ কর। হে দেবাপি, দেবতা বলিতেছেন 'আমার নিকটবর্ত্তী হও, তোমার মুখে এই উৎকৃষ্ট স্তোত্র স্থাপন করিতেছি।' হে বৃহস্পতি, একটী উৎকৃষ্ট স্তোত্র পাঠ কর, যাহাতে আমরা উভয়েই সান্তনুর নিমিত্ত বারি প্রার্থনা করিতে পারি। আমাদিগের নিমিত্ত মধুর বারি বিন্দুপাত হইয়াছে। আমাদিগের উপর মধুর বৃষ্টিপাত হউক; হে ইন্দ্র! আমাদিগকে সহস্র অধিরথ অর্পণ কর। হে দেবাপি, তুমি হোত্রীর কার্য্য কর, যথা নিয়মে যজ্ঞ সমাধান কর, দেবতানিকরকে নৈবিদ্য উৎসর্গ কর। ঋষ্টিসুত দেবাপি হোত্রী কার্য্যে ব্রতী হইয়া, দেবতানিকরকে প্রসন্ন করিয়া বৃষ্টিপাত নিমিত্ত সাগর হইতে বারি গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল বারি দেবতাগণ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, দেবাপি বারি সকলকে মুক্ত করিয়াছিলেন। যখন দেবাপি সান্তনুর পুরোহিতরূপে হোত্রীপদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া অগ্নি প্রজ্জলিত করিলেন, তখন বৃহস্পতি তাঁহাকে এক স্তোত্র প্রদান করিলেন। হে অগ্নি—যাঁহাকে ঋষ্টি সেন সুত মানব দেবাপি প্রজ্জলিত করিয়াছেন—তুমি দেবতানিকরের সহিত প্রসন্ন হইয়া বারিবাহী পর্জ্জণ্যকে প্রেরণ কর (১)।" এই বাক্য পাঠ করিয়া কে বলিবে যে বৈদিককালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরে পৌরহিত্য কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিতেন না'।

ব্রাহ্মণগণই ঋষি। অনেকস্থলে ব্রাহ্মণ শব্দের পরিবর্ত্তে ঋষিশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাজন্য বংশীয়গণও ঋষিশব্দে উক্ত হইতেন। রাজর্ষি শব্দের উল্লেখ অনেক স্থলে আছে। ঋগ্বেদের মধ্যে বর্ষগীর, ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান, সুরধস (২) প্রভৃতি রাজর্ষির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পুরুকুৎসের সন্তান ত্রসদস্যু একজন রাজর্ষি ছিলেন।

১। ঋ, বে, ১০।৯৮।১-৮;
২। Muir's original Sanskrit Text's Vol. 1, P. 266.

ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরে বেদ রচণা করিয়াছেন এমন উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষগীর, ঋজাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব, এসদস্যু, ত্ররুণ, অশ্বমেধ, সুহোত্রবংশীয় পুরুমিল্ল এবং অজমিল্ল, বিতহব্য (ভরদ্বাজ) সিন্ধুদ্বিপ, সিন্ধুক্ষিত, সুদাস, মানধাত্রী শিবি, প্রতর্দ্দন প্রভৃতি নরপতিগণ বৈদিক ঋষি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই বেদের রচয়িতা (১)। কথিত আছে সুহোত্র বংশীয়গণ কতকগুলি ব্রাহ্মণ কতকগুলি ক্ষত্রিয় এবং কতকগুলি বৈশ্য হইয়াছিলেন (২)। বর্ত্তমান ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বোধ হয় এই বিতহব্বের বংশ। মৎস্যপুরাণ মধ্যে বেদরচয়িতা কতকগুলি ঋষির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকগণের অবগতি জন্য আমরা এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। “ভৃগু, কাশ্য, প্রচেতস, দধীচ, আত্মাবৎ, অউর্ব্ব, জমদগ্নি, কৃপ, সারদ্বত, আর্ষ্টিসেন, যুদ্ধজিৎ, বীতহব্য, স্ববর্চস, বৈন, পৃথু, দিবদাস, ব্রহ্মস্ব, গৃৎস, সৌনিক এই উনবিংশ ভৃগু বেদরচয়িতা। অঙ্গিরা, বেধস্, ভরদ্বাজ, ভলগুন, ঋতবাধ, গর্গ, সিতি, সঙ্কৃতি, গুরুধীর, মানধাত্রী, অম্বরীষ, যুবনাশ্ব, পুরকুৎস, প্রদ্যুম্ন, শ্রবণাস্য, অজামিদ, হর্য্যশ্ব, তক্ষপ, কবি, পৃশদশ্ব, বীরুপ, কংব, মুদ্গল, উতথ্য, শরদ্বত, রাজশ্রব, অপস্য, সুবিত্ত, বামদেব, অজীত, বৃহদুক্‌থ, দীর্ঘতম, কক্ষিবাত এই ত্রয়োত্রিংশজন প্রধান অঙ্গিরা। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র, দেবরাজ, বল, বিজ্ঞমধুছন্দ, ঋষভ, অঘমর্ষণ, অষ্টক, লোহিত, ভৃতকিল, দেবশ্রব, দেবরাত পুরাণাশ্ব, ধনঞ্জয়, মহাতেজস্বী মিথিল, শালঙ্কায়ণ এই ত্রয়োদশ জন প্রধশ কুশিক (৩)। বৈবসত মনু, ইদ, পুরুরবা, ক্ষত্রিয় নিকর মধ্যে ইহাঁরাই প্রধান মন্ত্রবাদী। ভলণ্ড, বন্দ্য এবং সংকীর্ত্তি বৈশ্যনিকরের মধ্যে এই তিন জন মন্ত্ররচয়িতা (৪)।” এতদ্বারা দৃষ্ট হইবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যে কেহ বেদ রচণা করিতে সমর্থ ছিলেন।

১। Muir's Original Sanskrit Texts. Vol. 1. P. 266-268.

২। Preface to Wilson's Vishnu Puran.

৩। গণনায় পনেরটী নাম পাওয়া যাইতেছে।

৪। মৎস্যপুরাণ, মন্যন্তর বর্ণনা, ১৩২।৯৮-১০৬; ১১১-১১৫; এবং ১১৫, ১১৬;

ব্রাহ্মণ উপদেষ্টা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমুদায় বিষয়ের শিক্ষক ব্রাহ্মণ। কিন্তু বৈদিককালে ব্রাহ্মণেতর বর্ণ উপদেষ্টার কার্য্য করিয়াছেন। নিম্নে যাজ্ঞবল্ক্য শ্বেতকেতু প্রভৃতি ব্রাহ্মণনিকরের সহিত রাজর্ষি জনকের কথোপকথনের সারসঙ্কলণ করিতেছি। “বিদেহনাথ জনক, শ্বেতকেতু আরুণেয়, সোমশূষ্ম, সাতযজ্ঞ এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে পথিমধ্যে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনারা কি প্রকারে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিয়া থাকেন?”

শ্বেতকেতু কহিলেন ‘যজ্ঞ কালে একটী স্থায়ীতাপকে অন্য উত্তাপে প্রক্ষেপ করিয়া থাকি।’

জনক। ‘সে কি প্রকার?’

শ্বেতকেতু। ‘আদিত্য একটী তাপময় পদার্থ, স্বায়ংকালে আমি তাঁহাকে অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া থাকি, অগ্নি উত্তাপ, প্রাতে তাঁহাকে আদিত্যে প্রক্ষেপ করি।’

জনক। ‘এইরূপে যজ্ঞ করিয়া পরিণামে কি লাভ হয়?’

শ্বেতকেতু। ‘এই প্রকারে যজ্ঞ করিয়া চিরস্থায়ীসুখ এবং যশলাভ হয় এবং এই দেবতাদ্বয়ের সহিত একত্রে অবস্থান করিতে পারা যায়—সাযুষ্য লাভ করা যায়।’

অনন্তর সোমশূষ্ম উত্তর করিলেন ‘মহারাজ! আমি যজ্ঞকালে তেজে তেজ মিশ্রিত করি।’

জনক। ‘সে কি প্রকার?’

সোমশূষ্ম। ‘সূর্য্য তেজ, স্বায়ংকালে তাঁহাকে অগ্নিভে প্রক্ষেপ করি। অগ্নি তেজ, প্রাতে তাঁহাকে সূর্য্যে প্রক্ষেপ করি।’

জনক। ‘এইরূপে যজ্ঞ করিয়া পরিণামে কি লাভ হয়?’

সোম। ‘এই প্রকারে যজ্ঞ করিয়া যশস্বী, তেজস্বী ও আহারভূক হওয়া যায় এবং এই দেবতাদ্বয়ের সহিত শালোক্য লাভ করা যায়।’

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ‘আমি অগ্নি উদ্ধার করিয়া অগ্নিহোত্র উত্তোলন করি। আদিত্য অস্তগমন করিলে সমুদায় দেবতা তাঁহার অনুসরণ করেন। আমাকে অগ্নি উদ্ধার করিতে দেখিলে সকলেই আমার নিকট আগমন করেন।

অনন্তর পরিষ্কার পাত্রে অগ্নিহোত্র গাভী দোহন করিয়া নৈবেদ্য দ্বারা দেবতানিকরের সন্তোষ বিধান করি।'

জনক। 'যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সমক্ষে কথঞ্চিৎ অবগত হইয়াছেন। কিন্তু আপনি গতি, প্রতিষ্ঠা, তৃপ্তি, পুনরাবৃত্তি, পৃথিবী প্রভৃতি বিষয়ে কিছুই শিক্ষা করিতে পারেন নাই।'

এইরূপ বলিয়া রাজর্ষি জনক রথারোহণ করিলেন এবং গন্তব্য প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণনিকর বলিলেন 'এই রাজন্য, বাক্যে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়াছেন। আমরা যোগ সম্বন্ধে ইহাঁর সহিত বিচার করিবার জন্য ইহাঁকে আহ্বান করি।'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'আমরা ব্রাহ্মণ, উনি রাজন্য, যদি বিচারে উনি পরাস্ত হন, তবে আমরা কি বলিব; আর যদি আমরা পরাস্ত হই লোকে বলিবে একজন রাজন্যের নিকট ব্রাহ্মণগণ বিচারে পরাজিত হইয়াছেন; অতএব রাজর্ষি জনকের সহিত বিচার বাসনা পরিত্যাগ করুন।' যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশবাক্যে সকলেই সম্মত হইলেন। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য রথারোহণে জনক সমীপে উপনীত হইয়া অগ্নিহোত্র যজ্ঞসম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ বাসনা করিলেন (১)।

কাশিরাজ অজাতশত্রু এবং পঞ্চালরাজ প্রভবনজৈবলির নিকট ব্রাহ্মণনিকর উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলাকসুত গার্গ বেদবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি কাশিরাজ অজাতশত্রুর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন 'আমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান বর্ণনা করুন' এবং তাঁহার শিষ্য স্বরূপ তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন (২)। শ্বেতকেতুআরুণ্যেয় পঞ্চালরাজ প্রভবনজৈবলি সমক্ষে উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'কুমার! তুমি কি তোমার পিতার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছ?'

১। শ, প, ব্রা, ১১।৬।২।১—৫;

২। কৌশিতকি ব্রাহ্মণ উপনিষদ ৪।১, ১৯ এবং শ, প, ব্রা ১৪।১৫।১।১, ১২, ১৩, ১৪;

শ্বেতকেতু। 'আজ্ঞা হাঁ।'

রাজা। 'তুমি বলিতে পার জীবনান্তে জীব সকল কোথায় যায়?'

শ্বেতকেতু। 'না।'

রাজা। 'কখন তাহারা এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে?'

শ্বেত। 'বলিতে পারি না।'

রাজা। 'পরলোক এই প্রকার জীবপূর্ণ নয় কেন?'

শ্বেত। 'বলিতে পারি না।'

রাজা। 'জীবগণ কোন্ যজ্ঞ করিলে পর পুরুষের ন্যায় বাক্য-কথনক্ষম হইয়া উত্থান করে এবং বাক্য উচ্চারণ করে।'

শ্বেত। 'বলিতে পারি না।'

রাজা। 'কি করিলে দেবলোকে এবং পিতৃলোকে গমন করা যায়?'

শ্বেতকেতু বলিলেন 'আমি এতৎ সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহি।' অনন্তর রাজা তাঁহাকে তথায় অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু শ্বেতকেতু তথায় অবস্থান না করিয়া পিতৃসমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আপনি আমাকে সর্ব্ববিষয়ে উপদেশ দেন নাই কেন?' পিতা এই প্রকার প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পুত্র বলিলেন, 'রাজন্য আমাকে পাঁচটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমি তাহার একটীরও উত্তর দিতে পারি নাই।'

পিতা। 'প্রশ্নগুলি কি, তুমি কি তাহা বলিতে পার?'

শ্বেতকেতু পিতৃসমক্ষে প্রশ্নগুলির বিষয় বলিলে তাঁহার পিতা বলিলেন 'বৎস! আমি যাহা জানিতাম তাহা সমুদায় তোমাকে শিক্ষা দিয়াছি। চল আমরা রাজার নিকট যাইয়া উভয়ে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করি।' তদনন্তর গৌতম, প্রভবনজৈবলি সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজা বসিবার আসন, জল ও মধুপর্ক অর্পণ করিয়া বলিলেন "আপনাকে কি উপহার প্রদান করিব?' গৌতম বলিলেন এই বালককে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন আমাকে তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।' অনন্তর গৌতম রাজার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলেন (১)।

১। শ, প, ব্রা, ১৪।৯।১।১—১১ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫।৩।১—৭।

চিন্তাশীল পাঠক এক্ষণে দেখিবেন বৈদিক সমাজে ব্যবসানুসারে সামাজিক শ্রেণীবিশেষ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও তৎকালে জাতি-ভেদপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল না। সকলেই সকল কার্য্য করিতে পারিতেন, কোন বিশেষ কার্য্য শ্রেণীবিশেষের উপর ন্যস্ত ছিল এমন বোধ হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সকলেই বেদরচনা করিতে পারিতেন, পিতা এক ব্যবসায়ী পুত্র ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৈদিক আর্য্যসমাজে নৃপতি।

আর্য্যজাতির রাজাধীনে অবস্থান—রাজার কর্ত্তব্যকার্য্য—রাজপ্রাসাদ—রাজাগণের একত্র সমাবেশ—পুরোপতি এবং গ্রামানি—বহুবিবাহ—পুরোহিত—ধন—সমরকৌশল—যুদ্ধাস্ত্র—বর্ম্ম—রথ এবং রথী—পাদচারীসৈন্য—যুদ্ধ—সৈন্যসংস্থাপন।

প্রতিপন্ন হইয়াছে বন্দনীয় আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে সিন্ধু দেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। আমরা দেখাইয়াছি আর্য্যগণ মধ্য আসিয়াতে অবস্থান সময়েই রাজাধীনে অবস্থান করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। বেদ মধ্যে ভাব্য নামক নরপতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তদ্বর্ণনানুসারে মহারাজ ভাব্যের রাজ্য সিন্ধুতীরে অবস্থিত (১)। নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না আর্য্যগণ কোন রাজাধীনে ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, কি ভারতে উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের মধ্য হইতে বলবান কোন ব্যক্তিকে রাজারূপে নির্ব্বাচণ করিয়াছিলেন।

আর্য্যগণ পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া সারস্বত প্রদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। বেদে বর্ণিত হইয়াছে, চিত্র এবং অন্যান্য কতকগুলি নরপতির রাজ্য সরস্বতী তীরে অবস্থিত (২)। বোধ হয় কোন সময়েই আর্য্যগণ রাজা বিহীন, রাজ্য শাসনাদির সুনিয়ম পরিশূন্য, বিশৃঙ্খলরাজ্যে অবস্থান করেন নাই। আর্য্যগণ সিন্ধুতীরে রাজাধীনে বাস করিয়াছিলেন, আবার

১। ঋ, বে ১।১২৬।১
২। ঋ, বে ৮।২৯।১৮

দেখিতেছি, সরস্বতীতীরেও তাঁহারা রাজাবিহীন নহেন। বেদ সকলের মধ্যে বিস্তর স্থানে আর্য্য নৃপতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, সুদাসের বিরুদ্ধে দশ জন নৃপতি যুদ্ধ করিয়াছিলেন (১)।

রাজা বিশেষরূপে লোকরঞ্জনের চেষ্টা করিতেন। শত্রুকর হইতে রক্ষা করিয়া প্রকৃতি পালনই রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট কর গ্রহণ করিতেন। যিনি প্রকৃতিপুঞ্জের প্রিয় হইতেন, তিনি আপনাকে শ্লাঘ্য জ্ঞান করিতেন। আমরা এস্থলে রাজোদ্দেশে উক্ত একটী আশীর্ব্বচনের সারভাগ উদ্ধৃত করিতেছি, এতৎ পাঠে তাৎকালিক অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে অবগতি হইবে—"আমি তোমাকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছি; স্থির এবং অটল ভাবে অবস্থান কর; প্রকৃতিপুঞ্জের অনুরাগভাজন হও! যেন তোমার হস্ত হইতে রাজ্য হস্তান্তরে গমন না করে! এই গৌরবান্বিত স্থানে অবস্থান কর; স্থানচ্যুত হইও না; পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান কর; ইন্দ্রের ন্যায় স্থিরভাবে এই স্থানে বাস কর; এই স্থানে থাকিয়া রাজ্য রক্ষা কর। ইন্দ্র, ধ্রুব হবি দ্বারা তাঁহাকে দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন; সোম, ব্রহ্মণস্পতি তাঁহার প্রতি কৃপাবান হউন। আকাশ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব, পর্ব্বত শ্রেণী ধ্রুব, সমগ্র বিশ্বধ্রুব এবং এই রাজা আপন প্রকৃতিপুঞ্জের উপর ধ্রুবরূপে স্থাপিত। রাজা! বরুণ, দেব বৃহস্পতি, ইন্দ্র এবং অগ্নি ধ্রুবরূপে তোমার রাজ্য রক্ষা করুন! হে ধ্রুব সোম! আমরা ধ্রুব হবিষ দ্বারা তোমার পূজা করি। ইন্দ্র তোমার প্রকৃতিপুঞ্জকে তোমার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন করুন এবং তাহারা তোমাকে কর প্রদান করুক (২)।"

সুন্দর রাজপ্রাসাদের উল্লেখ বেদমধ্যে দৃষ্ট হয়। সহস্র দ্বার এবং সহস্র স্তম্ভ বিশিষ্ট ভবনে মিত্রবরুণ অবস্থান করিতেন (৩)।"

ঋকবেদ মধ্যে নরপতিগণের বন্ধুভাবে একত্রে সমাবেশ এবং সমসাময়ীক

১। ঋ, বে ৭। ৩৩। ৩; ৭। ৮৩। ৬
২। ঋ, বে ১০। ১১৩। ১—৬
৩। ঋ, বে ২। ৪১। ৫; ৭। ৮৮। ৫

নরপতি এবং রাজদূতের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (১)। বোধ হয় এই সময়ে সমগ্র আর্য্যভূমি এক নরপতির অধীনে ছিল না।

রাজ্যের সুনিয়ম রক্ষা ও প্রজাপালন জন্য রাজাধীনে অপরাপর রাজকীয় কর্ম্মচারী থাকিতেন। পুরোপতি এবং গ্রামাণি শব্দের উল্লেখ বেদ মধ্যে দৃষ্ট হয়। নগর বা প্রাকার বেষ্টিত স্থানের অধিপতিগণ পুরোপতি এবং গ্রামের অধিপতিগণ গ্রামাণি শব্দে আখ্যাত হইতেন (২)।

তাৎকালিক নরপতিগণ বহু বিবাহ করিতেন। ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে ইন্দ্র তাঁহার বণিতাগণের সহিত রাজার ন্যায় উপবিষ্ট আছেন (৩)। এতদ্দ্বারা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে রাজাগণের মধ্যে বহু দার গ্রহণের বিধি ছিল।

রাজাদিগের কুলপুরোহিত নিযুক্ত করার প্রথা ছিল। যে রাজার গৃহে কুলপুরোহিত অবস্থান করেন, পৃথিবী তাঁহার জন্য শস্যোৎপাদন করেন, প্রজানিকর তাঁহার নিকট অবনত হয় এবং তিনি লক্ষ্মীবান হইয়া রাজপ্রাসাদে অবস্থান করেন (৪)। পুরোহিতগণ রাজন্যবর্গের নিকট হইতে বিস্তর দান প্রাপ্ত হইতেন। সাহায্যপ্রার্থী ব্রাহ্মণকে যে রাজা ধন দান করেন সেই একাধীশ্বর শত্রুমণ্ডলীর ধন হরণে সমর্থ; দেবতানিকর তাঁহাকে রক্ষা করেন (৫)। পুরোহিতগণকে সহস্র গাভী, বিস্তর অশ্ব, রথ, ভূষণ এবং সুবর্ণদানের উল্লেখও দৃষ্ট হয় (৬)। সুসজ্জিত সুন্দরী ললনা দাসীরূপে প্রদত্ত হইত (৭)। কথিত আছে চেদিনন্দন হিরণ্য তুল্য জ্যোতির্ম্ময় দশ নৃপতি এক ঋষিকে অর্পণ করিয়াছিলেন (৮)।

১। ঋ, বে ১০। ৯৭। ৬; ১। ২৫। ১০
২। ঋ, বে ১। ১৭৩। ১০; ১০। ৬২। ১১
৩। ঋ, বে ৭। ১৮। ২
৪। ঋ, বে ৪। ৫০। ৮
৫। ঋ, বে ৪। ৫০। ৯
৬। ঋ, বে ৫। ৩০ ১২; ৬। ৪৭। ২৩
৭। ঋ, বে ৮। ৪৬। ৩৩
৮। ঋ, বে ৮। ১। ৩৮

ব্রাহ্মণ নিকরকে যে প্রকার মহার্হ বিবিধ বস্তু দানের উল্লেখ আছে তৎপাঠে অনুমিত হয় এই নৃপতিগণ বিপুল ধনের অধীশ্বর ছিলেন।

আর্য্যনৃপতিগণ যে যুদ্ধবিদ্যায় কৌশলবিহীন ছিলেন এমন বোধ হয় না, ধনু, বাণ, বাশী, অসি, পরশু, স্বধিতি, বজ্র, শতফলা এবং সহস্র পক্ষ বিশিষ্ট তীর, অঙ্কুশ, জাল প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সর্ব্বদা বজ্রহস্তে ইন্দ্র দর্শন দিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে ধনুর্ব্বাণ হস্তে ইন্দ্র দর্শন দিয়াছেন, কথিত আছে, ইন্দ্র শতফলকযুক্ত সহস্র পক্ষবিশিষ্ট সুবর্ণবান হস্তে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন (১)। ইন্দ্র অঙ্কুশ হস্তে লইয়া শত্রুবিমর্দ্দন করিতেন (২)। এবং জাল লইয়া দস্যুগণকে আচ্ছন্ন করিতেন (৩)।

যুদ্ধকালে বর্ম্ম ব্যবহৃত হইত। বেদ মধ্যে অনেকস্থলে বর্ম্মের উল্লেখ আছে (৪)। মরুদ্গণ যুদ্ধকালে পদে লোহাবরণ, বক্ষঃস্থলে সুবর্ণাবরণ এবং মস্তকে শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিতেন (৫)।

যুদ্ধ সময়ে রথ ব্যবহৃত হইত। সচরাচর দুইটী অশ্বে রথাকর্ষণ করিত। বায়ুর রথে লোহিত বর্ণ দুইটী ঘোটক যোজিত হইত (৬)। সচরাচর এক রথে রথী ও সারথি দুই জন থাকিতেন, কিন্তু স্থলবিশেষে এক রথে দুই জন রথীর অবস্থানেরও উল্লেখ আছে। বায়ু এবং ইন্দ্র দুই জনে সময়ে সময়ে এক রথে আরোহণ করিতেন। কথিত আছে এই সুবর্ণ নির্ম্মিত গগণস্পর্শি রথ সহস্র ঘোটকে আকর্ষণ করিত (৭)। সহস্র ঘোটকের বর্ণনা অত্যুক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। রথাদির বর্ণনা দেখিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে তৎকালে আর্য্যাধিকৃত ভূভাগ সুন্দর রাজপন্থায় সজ্জিত ছিল।

বেদমধ্যে পাদচারী সৈন্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে রথী যে

১। ঋ, বে ৮।৪৫।৪; ৮।৬৬।৬৭, ১১,১০।১০৩।২, ৩;
২। ঋ, বে ৮।১৭।১০; অ, বে ৬।৮২।৩; সা, বে ২।৪৪।১
৩। অ, বে ৮।৮।৫—৮
৪। ঋ, বে ৬।৭৫।১, ১৮
৫। ঋ, বে ৫।৫৪।১১
৬। ঋ, বে ১।১৩৪।৩
৭। ঋ, বে ৪।৪৬।২; ৪।৪৮।২; ৭।৯১।৫; ৪।৪৬।৩, ৪

প্রকারে পদাতিক নাশ করেন, সেই প্রকারে অগ্নি বিস্তর প্রবল শত্রু নাশ করিয়া ছিলেন (১)। সেনাপতির অধীনে সৈন্য থাকিত। সেনানী শব্দের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় (২)। যুদ্ধক্ষেত্রে পতাকা সঙ্গে যাইত (৩)।

আমরা এস্থলে ঋগ্বেদ হইতে একটী যুদ্ধ বর্ণনা গ্রহণ করিলামঃ—"যৎকালে বর্ম্মধারী যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার শরীর হইতে মেঘের ন্যায় আভা বিনির্গত হয়। অক্ষত শরীরে শত্রু বিমর্দ্দন কর, তোমার বর্ম্ম তোমার শরীর রক্ষা করুক। এই ধনুকদ্বারা আমরা পশুপাল হরণ করি; এই ধনুকদ্বারা আমরা আধিপত্য বিস্তার করি; এই ধনুকদ্বারা আমরা তুমুল সংগ্রামে জয় লাভ করি; এই ধনুকদ্বারা আমরা চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ অধিকার করি আজি এই ধনুক শত্রুনিকরকে ভগ্নমনোরথ করুক। ধানুষ্ক ধনুগুর্ণ আকর্ষণ করিলে তাহা তাঁহার কর্ণমূলের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন বোধ হয় যেন প্রিয় বন্ধু, বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার কর্ণে উপদেশ দিতেছে। রমণীকণ্ঠবিনির্গতশব্দের ন্যায় ধনুষ্টঙ্কার শব্দ নির্গত হয় এবং এতদ্দ্বারা যোদ্ধার ভয় বিদূরিত হয়। সুদক্ষ রথী রথারোহণ করিয়া যদৃচ্ছা রথচালন করেন। দৃঢ়খুর অশ্বনিকর পদদ্বারা শত্রুবিমর্দ্দন করিতে করিতে উল্লাসে হ্রেষারব করিয়া রথাকর্ষণ করে (৪)"। এই বর্ণনা পাঠে অবগতি হয় আর্য্যগণ যুদ্ধ করিয়া বিস্তর শত্রু বিমর্দ্দন করিয়াছিলেন, বিস্তর রাজ্য আর্য্যরাজ্য নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

সৈন্য সংস্থাপন বিষয়ে যে তাঁহারা অনভিজ্ঞ ছিলেন এরূপ অনুমান সঙ্গত নহে। এক স্থানে বর্ণিত হইয়াছেঃ—"ইন্দ্র সৈন্যনিকরের নায়ক পদগ্রহণ করুন, বৃহস্পতি, দক্ষিণা, যজ্ঞ, এবং সোম, পুরোভাগে তাঁহাদিগের সৈন্য সন্নিবেশ করুন; মরুদ্গণ সসৈন্য বিজয়ী দেবসৈন্যের অনুসরন করুন। বলিয়ান ইন্দ্রের জিষ্ণাংসু সৈন্যনিকর, বরুন, আদিত্য এবং মরুদ্গণের সেনা সমুহ

১। অ, বে ৭।৬২।১
২। ঋ, বে ১০।৩৪।১২
৩। ঋ, বে ১০।১০৩।১১; ৭।৮৩।২
৪। ঋ, বে ৬০।৭৫।১,২,৩,৬,৭;

আমাদিগের অগ্রে গমন করুক। মহামনা, বিজয়ী, জগৎত্রাস দেবতানিকরের জয়োল্লাস উত্থিত হইয়াছে। দেবতাগণ! অস্ত্র সকল উত্তোলন কর, যোদ্ধাগণের হৃদয় উত্তেজিত কর, বিজয়ী রথ সকল হইতে জয়োল্লাস উত্থিত হউক। আমাদিগের বান সকল জয়শীল হউক, এই যুদ্ধে দেবতানিকর আমাদিগকে রক্ষা করুন (১)।"

১। ঋ, বে ১০।১০৩।৮—১১

সপ্তম অধ্যায়।

বৈদিক আর্য্যসমাজের অবস্থা।

বিবাহ—পতি—নির্ব্বাচন—বিধবা—বিবাহ—দেবরকে করপ্রদান—বহুবিবাহ—পরিবার পরিবেষ্টিত হইয়া বাস—চিকিৎসা—সমুদ্রযাত্রা—পৃথিবীর অবস্থান—সৌরজগৎ—টলেমি—কোপার্ণিকাস—সূর্য্যের দূরত্ব—অক্ষক্রীড়া—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—শবসমাধি—শবদাহন—পরলোক—ইতিবৃত্তের অভাব—আর্য্যজাতির অবস্থান্তর—স্বর্গ—স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়ন—সভ্যতা—হিন্দু।

অতি প্রাচীন কালেই আর্য্যজাতির পবিত্র হৃদয়ে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা এবং কর্ত্তব্যতার ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিশ্বের আদিতে কেবলমাত্র পুরুষ ছিলেন। একা অবস্থান কষ্টকর বিবেচনা করিয়া তিনি আপন দেহ হইতে স্ত্রী ও পুরুষ উৎপাদন করিয়াছিলেন (১)। যে দেশের অতি প্রাচীনতম কবির লেখনীমুখ হইতে এই বাক্য বিনির্গত হইয়াছে, সে দেশে যে অতি প্রাচীনকালেই বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল, সহজেই এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এক জন বলিতেছেন—"হে মঘবন্, জায়া, গৃহস্বরূপ(২)।" অতএব জায়াহীন গৃহ গৃহই নহে। বেদ মধ্যে বিস্তর স্থানে স্বামী ও স্ত্রীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

তৎকালে কি প্রকারে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইত, তাহার বিশেষ আলোচনা কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না। সামান্যাকারে যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তৎপাঠে উপলব্ধি হয়, আর্য্য রমণীগণ মনোমত পতিনির্ব্বাচন করিয়া লইতেন। এক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে—"করপ্রার্থী ব্যক্তির ধনরাশি দেখিয়া কয়জন রমণী প্রীত হয়? সুন্দরী ললনাই সুখী। সুন্দরী ললনা স্বয়ং লোক সমাজ হইতে স্বীয় মিত্র নির্ব্বাচন

১। শ, প, ব্রা ১৪।৪।২।৪।৫;
২। ঋ, বে ১০।২৭।১২;

করিয়া লন (১)।" তবে সে সময় কুৎসিতাদিগের ভাগ্যে কি হইত? স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে—"সুভগা সুপত্নী দেবী ইন্দ্রানী স্বামীলাভ ব্রতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন(২)।" এই বাক্যের অর্থ কি? বিবিধ রমণী কি এক স্বামীর প্রার্থী হইতেন?

বিধবা রমণীগণ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিতেন। "যদি কোন রমণী পূর্ব্বপতি সত্ত্বে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিয়া অজপক্কোদন অর্পণ করেন, তবে তাঁহাদিগের বিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভব নাই এবং দ্বিতীয় স্বামী যদি অজ পক্কোদন দান করেন, তাহা হইলে পরলোকে সেই রমণী তাঁহার সহিত অবস্থান করেন (৩)।" বৈদিক আর্য্যদিগের এই প্রকার বিশ্বাস ছিল। যখন স্বামী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের বিধি ছিল, তখন যে বিধবাগণের বিবাহ হইত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ থাকিতেছে না। সুতরাং পতির অভাব হইলে আর্য্যরমণী দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং আপন সুকৃতির ফলে দ্বিতীয় পতিকেও অমরলোকে লইয়া যাইতেন! ধন্য আর্য্য রমণী!!

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক ষষ্ঠ প্রপাঠক প্রথম অনুবাক চতুর্দ্দশ মন্ত্রের ভগবান সায়নাচার্য্য কৃত ভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে;—"ঋত্বিক মৃতপতির সমীপে শয়িত স্ত্রীর নিকটস্থ হইয়া বামহস্তে ধরিয়া তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিলেন যথা;—তুমি মৃত পতির সমীপে শয়ন করিতেছ; তাঁহার নিকট হইতে উত্থিত হইয়া জীবিত লোকের নিকট আগমন কর। তুমি সম্যকরূপে তোমার পুনঃপাণিগ্রহণাভিলাষী পতির ভার্য্যা হও(৪)।" ভগবান সায়নাচার্য্যের এই বাক্যানুসারে বলা যাইতে পারে, বিধবা বিবাহ বেদসম্মত, বৈদিককালেই বিধবাদিগের যাতনা দেখিয়া আর্য্যদিগের পবিত্র হৃদয় দ্রব হইয়াছিল।

১। ঋ, বে ১০।২৭।১২;
২। তৈ, ব্রা ২।৪।২।৭;
৩। অ, বে ৯।৫।২৭;
৪। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের অনুবাদ; উপাসক সম্প্রদায়, উপক্রমণিকা ৮৮ পৃ।

কোন রমণী অব্রাহ্মণ দশজন পতির সহিত পরিণীতা হইলেও যদি ব্রাহ্মণ তাঁহার করগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কেবল তিনিই তাঁহার পতি হইতেন (১)। এক রমণী স্বামী বর্ত্তমানে দশজন স্বামী গ্রহণ করিতেন, কি একের অভাব হইলে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। বোধ হয় একের অভাব হইলে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতেন এবং ক্ষত্রিয় কি বৈশ্যের পরিণীতা রমণীতে ব্রাহ্মণগণ উপগত হইতেন। বিধবা রমণীর স্বামী গ্রহণের কোন বিশেষ নিয়ম ছিল না, একের অন্যথা হইলেই অপর স্বামী গ্রহণ করিতে পারিতেন।

স্বামীর অন্যথা হইলে রমণীগণ সচরাচর দেবরকে করপ্রদান করিতেন। অশ্বিনগণকে সম্বোধন করিয়া বর্ণিত হইয়াছেঃ—"হে অশ্বিনগণ! তোমরা রাত্রিতে কোথায় অবস্থান কর এবং দিবসেই বা কোথায় থাক? তোমরা কোথায় বাস কর? বিধবা রমণীগণ যেমন দেবরের কর ধারণ করিয়া শয্যায় লইয়া যায়, সেই প্রকারে কে তোমাদিগকে তাহার গৃহে যাইবার জন্য আহ্বান করে (২)।"

বধূ যেন শশুর, শাশুড়ি, ননন্দা, দেবর প্রভৃতির প্রিয় হন এবং তাঁহাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন, বিবাহকালে এই প্রকার প্রার্থনা করা হইত।

বৈদিক আর্য্যসমাজে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, এ প্রকার অনুমান করা যায় না। বিস্তর স্থলে এক স্বামীর বহু স্ত্রীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি সকলে পরিবার বদ্ধ হইয়া একত্রে বাস করিতেন। অথর্ব্ববেদে বর্ণিত হইয়াছে 'ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরে পরস্পরের প্রতি প্রেমকর। পুত্র, পিতা মাতার আজ্ঞাকারী হউক। জায়া স্বামিকে মধুর বাক্যে সম্বোধন করুন এবং পরস্পরের মধ্যে শান্তি বিরাজ করুক। ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতি কি ভগ্নি ভগ্নির প্রতি ঘৃণার সহিত ব্যবহার না করিয়া পরস্পরে ভদ্রবাক্যে আলাপ করুন।

২। অ, বে ৫।১৭।৮;
১। ঋ, বে ১০।৪০।২;

গৃহের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন বাসনায় আমরা এই স্তোত্র প্রস্তুত করিলাম (১)।' এই উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া দুইটী তত্ত্ব জানিতে পারা যাইতেছে। এক, আর্য্যগণ পরিবার পরিবেষ্টিত হইয়া একত্রে অবস্থান করিতেন, অপর তাঁহাদিগের নীতির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

রোগনিবারক ঔষধি সকলের আবিষ্কার ও চিকিৎসা প্রণালী প্রচলন দ্বারা অতি প্রাচীনকালেই ভারতীয়গণ অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। অশ্বিনগণ চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিবিধ লোককে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন (২)। রুগ্নব্যক্তিকে তাঁহার আত্মীয়গণ রোগ নিবারক ঔষধি অর্পণ করিতেন (৩)। জলের রোগনিবারক ক্ষমতার বিষয় অনেক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে (৪)। তৎকালে উদ্ভিজ্জাদিদ্বারা ঔষধি প্রস্তুত হইত। ওষধিগণ মানবনিকরকে রোগের হস্ত হইতে মুক্ত করিতেন (৫)।

এমন বিষয় নাই যাহাতে ভারতীয় আর্য্যগণ হস্তার্পণ করেন নাই, এমন অভাব নাই যাহা উপস্থিত হইলে আর্য্যগণ তাহা বিদূরিত করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন নাই!

বৈদিক সময়েই আর্য্যগণ তরণীযোগে সমুদ্রপথে বিচরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এমনকি ঋগ্বেদের সংহিতাভাগ মধ্যেও সমুদ্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'অগস্ত্যের মহিমা সাগরের গভীরতার ন্যায়(৬)' এই প্রকার বর্ণনা বেদমধ্যে বিস্তর আছে। কথিত আছে, বরুণ সমুদ্র তরণী পরিচালনক্রম অবগত ছিলেন (৭); অগ্নি তরণীতে করিয়া সমুদ্রের ভিন্ন কুলে লইয়া যাইতেন (৮), এবং স্বীয় শতক্ষেপণীযুক্ত তরণীতে করিয়া ভুজ্যকে সমুদ্রের উপর দিয়া ফিরাইয়া তাহার পিতৃভবনে আনিয়া-

১। অ, বে ৩।৩০।১—৪;
২। অ, বে ৭।৫৩।১;
৩। অ, বে, ৫।৩০।৫;
৪। অ, বে ৮।১।৫;
৫। অ, বে ৮।১।১৮;
৬। Wilson's Rig-Veda, iv, 89;
৭। Ibd, 1.65;
৮। Ibd, 1.254;

ছিলেন (১)। বশিষ্ঠ এবং বরুণ উভয়ে তরণী আরোহণ করিয়া সমুদ্রপথে বিচরণ করিয়াছিলেন (২)। বৈদিক আর্য্যগণের সমুদ্রপথে বিচরণ সম্বন্ধে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উইলসন সাহেব যাহা বলিয়াছেন নিম্নে তাহার সার সঙ্কলন করিতেছিঃ—'বেদ মধ্যে সমুদ্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিশদরূপে এই সকল স্থানের অর্থ গ্রহ হওয়াতে আর্য্যগণের সমুদ্র সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ থাকে না; এক-স্থলে বর্ণিত হইয়াছে 'নদী সকল সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত হইবার বাসনায় দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে।' অন্যত্র "নদী সকল সমুদ্রে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।" স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে "যাহারা অর্থাগমের আশা করে তাহারা সমুদ্রপথে বিচরণ করিবে।" এই সকল স্থান সামুদ্রিক বানিজ্য-জ্ঞাপক বিশদ প্রমাণ (৩)। প্রাচীন গ্রন্থ সকল মধ্যে "মুক্তার" উল্লেখ আছে, তরণী সাহায্যে সমুদ্রগর্ভ হইতে মুক্তা উত্তোলন করিতে হয় সুতরাং বলিতে হইবে যে আর্য্যগণ সমুদ্রতরণীর সাহায্যে করিতেন (৪)।

যে সময় সমগ্র পৃথিবী মূর্খতায় আচ্ছন্ন ছিল, এমনকি সভ্যতাজননী রোমও মস্তকোত্তোলন করিতে পারেন নাই, সেই অতি প্রাচীনতম কালেই, ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ সভ্যতার অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। পৃথিবী, পৃথিবীর আকার, পৃথিবীর অবস্থান, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি গুঢ় বৈজ্ঞানিক বিষয় সকলেরও আলোচনায় তাৎকালিক আর্য্যগণ সমর্থ হইয়াছিলেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত এই লোকময়ী পৃথিবী শূন্যে অবস্থিত। বেদ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় আদিতে দিব, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ কিছুই ছিল না।' এই শূন্য মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে জল হইল। প্রজাপতি

১। Wilson's Rig-Veda, 1.306, 317, & 11. 182;
২। Ibd, iv. 178.
৩। Ibd, iv. 89.
৪। Dr. Mitras "Indo-Aryans" vol I. 289.

এই জলমধ্যে পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন (১)। বৈদিক মত সজলপৃথিবীর অবস্থানক্ষেত্র শূন্য। সুতরাং বলিতে হইবে প্রাচীনতমকালে—বৈদিক কালে—আর্য্যঋষিগণ অবধারণ করিয়াছিলেন যে, এই পৃথিবী জলরাশিদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ইহা অনন্তশূন্যে অবস্থিত।

বেদ মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে 'সূর্য্য কখন উদয় হন না বা অস্তগমন করেন না। যখন মানবগণ বিবেচনা করে যে তিনি অস্তগিয়াছেন তৎকালে তিনি দিবসান্তে নিম্ন ভাগে রাত্রি এবং অপরাংশে দিবস করিয়া আবর্ত্তন করেন এবং যখন মানবগণ সূর্য্যোদয় অনুমান করে তখন তিনি নিশান্তে নিম্নভাগে দিবস এবং অপরাংশে রাত্র আনয়ন করিয়া আবর্ত্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে কখনই তিনি অস্তগমন করেন না (২)।' এই বাক্য পাঠে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করেন এবং সূর্য্য স্বীয় কেন্দ্রোপরি আবর্ত্তণ করেন, বৈদিক আর্য্যগণ এই তত্ত্ব অবধারণ করিয়াছিলেন। উপরোদ্ধৃত বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে সূর্য্য কখন অস্তগমন করেন না, কিন্তু দিবা ও রাত্রি তাঁহার আবর্ত্তনের ফল এবং যখন নিম্ন প্রদেশে রাত্রি তখন অপরাংশে দিবস এবং যখন নিম্নাংশে দিবস তখন অপরাংশে রাত্রি হইয়া থাকে। সূর্য্য আবর্ত্তণ করিলে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্নাংশে পর্য্যায়ক্রমে কিপ্রকারে দিবা ও রাত্রি হইল? সুতরাং বলিতে হইবে পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করেন। পৃথিবী যদি একাবস্থায় অবস্থান করিতেন তাহাহইলে পৃথিবীর একাংশে কেবল মাত্র দিবস এবং অপরাংশে কেবল মাত্র রাত্রি হইত। এক্ষণে কে বলিবে সৌরজগতের নিয়ম বন্দনীয় আর্য্যগণের অপরিজ্ঞাত ছিল।

ইজিপ্ত দেশীয় পণ্ডিত ক্লডিয়াস টলেমি ভূগোল এবং গণিতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। অতি প্রাচীন কালে ইনি পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতির গতি নির্ণয় করিয়াছিলেন। ইঁহার মতানুসারে পৃথিবী স্বীয়

১। তৈ, ব্রা ২।২।৯।১—৫ এবং শ, প, ব্রা ৯।১।৬।১—৬ দেখ।
ভগবান মনুও এই মতের অনুসরণ করিয়াছেন।
২। ঐ, ব্রা ৩।৪৪;

কেন্দ্রোপরি অবস্থিত; সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি পৃথিবীকে পরিক্রমণ করিতেছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দিতে কোপার্ণিকাস এই মত খণ্ডন করেন। কোপার্ণিকাস প্রসীয়া দেশীয় সুপরিজ্ঞাতনামা জ্যোতির্ব্বেত্তা। খৃষ্টীয় ১৪৭৩ অব্দে অর্টননামক স্থানে মহাত্মা কোপার্ণিকস জন্মপরিগ্রহ করিয়া ১৫৪৩ অব্দে এই জীবলোক পরিত্যাগ করেন। ইহাঁর মতানুসারে সূর্য্য স্বীয় কেন্দ্রোপরি অবস্থিত এবং পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্রাদি তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিতেছেন। মহাত্মা ক্লডিয়াসের মত খণ্ডন করিয়া কোপার্ণিকাস প্রকাশিত মত প্রচারিত হইলে সমগ্র সভ্যজাতি বিস্ময়ের সহিত তাঁহার প্রতি চাহিয়াছিল।

সুবিজ্ঞ পাঠক দেখিবেন কোপার্ণিকাসের বহুকাল পূর্ব্বে—নিতান্তপক্ষে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে—সৌরজগতের এই গুঢ় নিয়ম, আর্য্যগণ পরিজ্ঞাত ছিলেন (১)।

হিন্দুদিগের বিশ্বাস সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি স্বর্গে অবস্থিত। পৃথিবী এবং স্বর্গের মধ্যে কি পরিমাণ ব্যবধান তদাবধারণেও আর্য্যগণ সমর্থ হইয়াছিলেন। কথিত আছে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া এই পৃথিবী হইতে সহস্র দিবসে স্বর্গলোকে উপনীত হওয়া যায় (২)। সূর্য্যলোক স্বর্গমধ্যে অবস্থিত সুতরাং পৃথিবী হইতে সূর্য্যলোকে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেও এই প্রকার অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সহস্র দিবস ভ্রমণ করিতে হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের গণনার সহিত এই গণনার ঐক্য না হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে আর্য্যগণ বৈদিককালেই এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসাতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পৃথিবীলোক হইতে সূর্য্যলোকের দূরত্ব প্রভৃতি কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গণনা মাত্র; এরূপ স্থলে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের সহিত পূজ্যপাদ আর্য্যগণের মতানৈক্য হইবারই বা অসম্ভব কি? অতি প্রাচীনকালে,—জগতের বাল্যাবস্থায়—যাঁহারা

১। See Dr. Mitra's "Indo-aryans" Vol. II. P 450.
২। ঐ, ব্রা ২। ১৭;

এই সকল গুরুতর বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ধন্যবাদের পাত্র। সেই বন্দনীয় আর্য্যগণকে আমরা দুই বাহু তুলিয়া বার বার নমস্কার করি।

অতি প্রাচীনকালেই আর্য্যগণ অক্ষক্রীড়ায় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদ মধ্যে দৃষ্ট হয় একজন অক্ষক্রীড়াপরায়ণ ব্যক্তি বলিতেছে 'বিদ্যুৎ যেমন বৃক্ষকে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করে, আমিও যেন সেইরূপ, কি ধনী, কি নির্ধন, সমস্ত কিতবের অর্থ, অদ্য এই অক্ষ দ্বারা আঘাত করিয়া আত্মসাৎ করি (১)।' 'অক্ষরাজকে প্রণাম করি; কলিদেবকে নবনীত দিয়া পূজা করি, তিনি যেন আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। অপ্সরানিকর নবনীত দ্বারা আমার হস্তকে অভিষিক্ত করুন এবং আমার প্রতিপক্ষ কিতবকে দেবতাগণ বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় পাত করুন (২)।'

বেদমধ্যে রমণী, সুরা, ক্রোধ প্রভৃতির সহিত একত্রে অক্ষক্রীড়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অক্ষের চতুস্পার্শ্বে রমণীনিকর নৃত্য করিতেন (৩)।

ঋগ্বেদ জগতের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ঋগ্বেদ মধ্যে অক্ষক্রীড়া, কিতবের দুর্দ্দশা প্রভৃতি জ্ঞাপক স্তোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে কিতব আত্ম অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া অনুতাপ করিতেছে; এই স্থলে সেই স্থানটীর সারসঙ্কলন করিয়া দিলামঃ—

১। যৎকালে ক্রীড়াক্ষেত্রে অক্ষ ঘুরিতে থাকে সে সময় আমার হৃদয়ে অসীম আনন্দ উপলব্ধি হয়। মজুবাত পর্ব্বতোদ্ভব সোমলতার ন্যায় এই অক্ষ আনন্দপ্রদ।

২। আমার যায়া পূর্ব্বে কখনই আমার সহিত কলহ করেন নাই; তিনি সতত আমার এবং আমার বান্ধব নিকরের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন। কিন্তু আমি অক্ষক্রীড়ানুরক্ত হইয়া অনুগত বনিতার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিতেছি।

৩। শ্বশ্রূ দ্বেষান্বিতা, বনিতা স্নেহবিহীনা, সময়ে কেহই শান্তি প্রদান করে না। অক্ষক্রীড়াশক্ত ব্যক্তি, জরাগ্রস্থ অশ্বের ন্যায় সুখ ভোগ করিয়া থাকে।

৪। অক্ষক্রীড়ায় হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তির পরিত্যক্ত বনিতাকে অপরে গ্রহণ করে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা সকলেই বলে 'আমরা কিছুই জানি না, ইহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাও।'

৫। বান্ধবনিকর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিবেচনা করি আর অক্ষক্রীড়ায় অনুরক্ত হইব না; কিন্তু যৎকালে অক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়া শব্দ করে অমনি আমি জারিণীর ন্যায় তৎপ্রতি ধাবিত হই।

৬। কিতব ক্রীড়ায় জয়লাভ করিব বিবেচনা করিয়া ক্রীড়াসমাজে উপস্থিত হয়। অক্ষ তাহার আশাকে উত্তেজিত করায় বিবেচনা করে অপর ক্রীড়াপরায়ণ ব্যক্তিদিগের উপর জয়লাভ করিব।

৭। সর্ব্বস্বাপহারী বিরক্তিপ্রদ অক্ষ, ক্রীড়াকারীকে একবার কথঞ্চিৎ ধন অর্পণ করে, আবার পরক্ষণেই তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করে। ক্রীড়াপরায়ণ ব্যক্তি অক্ষকে অমৃতময় বোধ করে।

* * * * * * *

১০। কিতবের অনাথা জায়া অনুতপ্ত এবং মাতা হীনাবস্থ হয়। ঋণজালে জড়িত হইয়া, কিতব অর্থানুসন্ধান বাসনায় রজনীযোগে সভয় অন্তরে অপরের গৃহে প্রবেশ করে।

১১। আপনার বনিতা এবং অপরের বনিতা সুখশান্তিময় ভবন দর্শন করিয়া কিতবের নিরতিশয় মনঃপীড়া উপস্থিত হয়।

* * * * * *

১৩। কখন অক্ষক্রীড়া করিও না, কৃষিব্যবসায় অবলম্বন কর, তোমার যে ধন আছে তাহাই প্রচুর বোধ করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক। সবিতৃ বলিতেছেন 'কিতব, ঐ তোমার গাভী সকল, এই তোমার বনিতা।'

১। অ, বে ৭। ৫০। ১;
২। অ, বে ৭। ১০৯। ১, ৩, ৪;
৩। অ, বে ৪। ৩৮। ১—৪; এবং ঋ, বে ৭। ৮৬। ৬;

এই সকল গুরুতর বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ধন্যবাদের পাত্র। সেই বন্দনীয় আর্য্যগণকে আমরা দুই বাহু তুলিয়া বার বার নমস্কার করি।

অতি প্রাচীনকালেই আর্য্যগণ অক্ষক্রীড়ায় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদ মধ্যে দৃষ্ট হয় একজন অক্ষক্রীড়াপরায়ণ ব্যক্তি বলিতেছে 'বিদ্যুৎ যেমন বৃক্ষকে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করে, আমিও যেন সেইরূপ, কি ধনী, কি নির্ধন, সমস্ত কিতবের অর্থ, অদ্য এই অক্ষ দ্বারা আঘাত করিয়া আত্মসাৎ করি (১)।' 'অক্ষরাজকে প্রণাম করি; কলিদেবকে নবনীত দিয়া পূজা করি, তিনি যেন আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। অপ্সরানিকর নবনীত দ্বারা আমার হস্তকে অভিষিক্ত করুন এবং আমার প্রতিপক্ষ কিতবকে দেবতাগণ বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় পাত করুন (২)।'

বেদমধ্যে রমণী, সুরা, ক্রোধ প্রভৃতির সহিত একত্রে অক্ষক্রীড়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অক্ষের চতুস্পার্শ্বে রমণীনিকর নৃত্য করিতেন (৩)।

ঋগ্বেদ জগতের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ঋগ্বেদ মধ্যে অক্ষক্রীড়া, কিতবের দুর্দ্দশা প্রভৃতি জ্ঞাপক স্তোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে কিতব আত্ম অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া অনুতাপ করিতেছে; এই স্থলে সেই স্থানটীর সারসঙ্কলন করিয়া দিলামঃ—

১। যৎকালে ক্রীড়াক্ষেত্রে অক্ষ ঘুরিতে থাকে সে সময় আমার হৃদয়ে অসীম আনন্দ উপলব্ধি হয়। মজুবাত পর্ব্বতোদ্ভব সোমলতার ন্যায় এই অক্ষ আনন্দপ্রদ।

২। আমার যায়া পূর্ব্বে কখনই আমার সহিত কলহ করেন নাই; তিনি সতত আমার এবং আমার বান্ধব নিকরের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন। কিন্তু আমি অক্ষক্রীড়ানুরক্ত হইয়া অনুগত বনিতার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিতেছি।

৩। শ্বশ্রূ দ্বেষান্বিতা, বনিতা স্নেহবিহীনা, সময়ে কেহই শান্তি প্রদান করে না। অক্ষক্রীড়াশক্ত ব্যক্তি, জরাগ্রস্থ অশ্বের ন্যায় সুখ ভোগ করিয়া থাকে।

৪। অক্ষক্রীড়ায় হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তির পরিত্যক্ত বনিতাকে অপরে গ্রহণ করে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা সকলেই বলে 'আমরা কিছুই জানি না, ইহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাও।'

৫। বান্ধবনিকর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিবেচনা করি আর অক্ষক্রীড়ায় অনুরক্ত হইব না; কিন্তু যৎকালে অক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়া শব্দ করে অমনি আমি জারিণীর ন্যায় তৎপ্রতি ধাবিত হই।

৬। কিতব ক্রীড়ায় জয়লাভ করিব বিবেচনা করিয়া ক্রীড়াসমাজে উপস্থিত হয়। অক্ষ তাহার আশাকে উত্তেজিত করায় বিবেচনা করে অপর ক্রীড়াপরায়ণ ব্যক্তিদিগের উপর জয়লাভ করিব।

৭। সর্ব্বস্বাপহারী বিরক্তিপ্রদ অক্ষ, ক্রীড়াকারীকে একবার কথঞ্চিৎ ধন অর্পণ করে, আবার পরক্ষণেই তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করে। ক্রীড়াপরায়ণ ব্যক্তি অক্ষকে অমৃতময় বোধ করে।

* * * * * *

১০। কিতবের অনাথা জায়া অনুতপ্ত এবং মাতা হীনাবস্থ হয়। ঋণজালে জড়িত হইয়া, কিতব অর্থানুসন্ধান বাসনায় রজনীযোগে সভয় অন্তরে অপরের গৃহে প্রবেশ করে।

১১। আপনার বনিতা এবং অপরের বনিতা ও সুখশান্তিময় ভবন দর্শন করিয়া কিতবের নিরতিশয় মনঃপীড়া উপস্থিত হয়।

* * * * *

১৩। কখন অক্ষক্রীড়া করিও না, কৃষিব্যবসায় অবলম্বন কর, তোমার যে ধন আছে তাহাই প্রচুর বোধ করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক। সবিতৃ বলিতেছেন 'কিতব, ঐ তোমার গাভী সকল, এই তোমার বনিতা।'

১। অ, বে ৭।৫০।১;
২। অ, বে ৭।১০৯।১, ৩, ৪;
৩। অ, বে ৪।৩৮।১—৪; এবং ঋ, বে ৭।৮৬।৬;

১৪। হে অক্ষ! আমাদিগের প্রতি মঙ্গলদায়ক অনুকুল ব্যবহার কর, তোমার কুহকে আমাদিগকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইও না। তোমার ক্রোধ এবং শত্রুভাব পরিহার কর।

যে সময়ে অক্ষক্রীড়াপরায়ণ ব্যক্তি এই প্রকারে আত্ম অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া অনুতাপ করিতেছে, অবশ্য তাহার বহু পূর্ব্বে আর্য্যসমাজে অক্ষক্রীড়া প্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল।

আর্য্যগণ কি প্রকারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধান করিতেন জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল উপস্থিত হইতে পারে। বেদমধ্যে শব সমাধি এবং শবদাহন এই উভয়বিধ কার্য্যেরই বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। মাতা বসুন্ধরা তাঁহার কোমল অঙ্কে শবকে স্থান প্রদান করিয়া পাপের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেন। মাতা যে প্রকার বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা স্বীয় সন্তানের শরীর আবৃত করেন পৃথিবী সেই প্রকারে মৃত ব্যক্তির শরীর আচ্ছাদন করিতেন। আন্নাভাবে অল্পপরিমাণে, মৃত্তিকা শবের উপর প্রদত্ত হইত এবং যাঁহারা শব সমাধি কার্য্যে ব্রতী হইতেন তাঁহারা, শবের শরীর মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে কোন আঘাত না পায় এবং পিতৃলোক যেন এই স্মরণ-স্তম্ভ রক্ষা করেন, এই প্রার্থনা করিতেন (১)।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল মধ্যে শবদাহনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা তাহার সারসঙ্কলন করিয়া দিতেছি,—"হে অগ্নি, মৃত ব্যক্তির দেহ দাহন করিও না। যথায় পিতৃলোক অবস্থান করিতেছেন, হে জাতদেব, সেই পবিত্র স্থানে ইহাঁকে প্রেরণ কর। ইনি সজীবত্ব প্রাপ্ত হইলে দেবতানিকরের হিতকর কার্য্য করিতে পারিবেন। বায়ুতে ইহাঁর আত্মা এবং সূর্য্যে ইহাঁর চক্ষু গমন করুক। স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে আকাশ বা পৃথিবীতে বিচরণ কর। যদি হিতকর বোধ কর তবে জলে গমন কর, কিম্বা সশরীরে ওষধি মধ্যে প্রবেশ কর। হে অগ্নি! ইহাঁর অজাত অংশ দাহন কর।" ইত্যাদি (২)। অন্তরিক্ষ, পৃথিবী, দিব, পিতৃলোক, মাতৃলোক ইহাঁদিগের

১। ঋ, বে ১০।১৮।১০—১৩;
২। ঋ, বে ১০।১৬।১—৪;

যে কোন অপরাধ করা যায় গার্হপত্য অগ্নি সে সমুদায় হইতে মুক্ত করিয়া সুকৃতি লোকে লইয়া যান (১)। মৃতব্যক্তির দেহ দাহন করিয়া অগ্নি তাঁহাকে, যথায় পুণ্যাত্মাগণ অবস্থান করেন, সেই পবিত্রলোকে লইয়া যান (২)।

বেদের মধ্যে শবসমাধি ও শবদাহন উভয় প্রক্রিয়ারই উল্লেখ আছে। এক্ষণে এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টীকে প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? অতি প্রাচীনকালেই কোন প্রকারে শবকে স্থানান্তর করার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। যদি আত্মীয় ব্যক্তির সমক্ষে শব নিক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগের অন্তরে সমূহ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বোধ হয় এই জন্যই যে কোন প্রকারে শবকে অন্তর করা আবশ্যক বোধ হইয়াছিল। এই জন্যই শবসমাধি এবং শবদাহন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। বেদের সমুদায় অংশ এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এক সময়ে লিখিত হয় নাই। বেদের কতকগুলি মন্ত্র প্রাচীন এবং কতকগুলি বা তদপেক্ষা পর সময়ে রচিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে শব সমাধির নিয়ম প্রচলিত থাকাই সম্ভব। কারণ শবদাহন পদ্ধতির বিষয় বেদের যে ভাগে বর্ণিত আছে, তদপেক্ষা প্রাচীনকালে শব-সমাধি সম্বন্ধীয় ভাগ রচিত হইয়াছিল (৩)।

কি প্রকারে আর্য্যগণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধান করিতেন এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ জীবন পরিত্যাগ করিবামাত্র একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত (৪)। হোম সমাধান্তে উড়ুম্বর কাষ্ঠ

১। অ, বে ৬।১২০।১;
২। অ, বে ১৮।৩।৭১;
৩। See Dr. R. L. Mitra's 'Funeral Ceremony in ancient India' in the journal and the proceedings of the Asiatic society of Bengal
৪। আরণ্যকের বিধানানুসারে মৃতব্যক্তির উদ্দেশে একটী যজ্ঞ কর্ত্তব্য। বৌদ্ধায়ন মৃতব্যক্তির হস্ত গার্হপত্য অগ্নির উপর স্থাপন করিয়া চারিটী নৈবিদ্য দানের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। অশ্বালায়নের বিধানানুসারে শব সৎকার সময়ে যজ্ঞ সমাধান করা কর্ত্তব্য। ভরদ্বাজ অহবনীয় অগ্নি গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—See Dr. R. L. Mitra's 'Funeral ceremony in ancient India' in the journal and the Proceedings of the Asiatic society of Bengal.

নির্ম্মিত খট্টাঙ্গোপরি কৃষ্ণসার চর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া তদুপরি শবকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া স্থাপন করা হইত। কৃষ্ণসার চর্ম্মের সলোম প্রদেশ নিম্নদেশে রাখিয়া এবং মস্তকদেশ দক্ষিণে স্থাপন করিয়া বিস্তৃত করা হইত। মৃত-ব্যক্তির পুত্র, ভ্রাতা বা সসম্পর্কীয় অন্য ব্যক্তির অভাব হইলে যিনি সৎকার কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তিনি পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরি-ধানার্থ শবকে অনুরোধ করিতেন। অনন্তর শবকে অখণ্ড, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আবৃত করিয়া পুনর্ব্বার মন্ত্রপাঠ করা হইত। তৎপরে শবকে মাদুর দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া সৎকার স্থানে লইয়া যাওয়া হইত। দুইটী বলিবর্দ্দ কর্ত্তৃক আকর্ষিত শকটে করিয়া শবকে লইয়া যাওয়ার নিয়ম ছিল (১)। শবদাহন কালে এই মন্ত্র পাঠ করা হইত যথা "তোমার জীবন বহন জন্য শকটে এই বলিবর্দ্দদ্বয় যোজন করিলাম; ইহা তোমাকে পুণ্যাত্মাগণের অবস্থান ক্ষেত্র, যমরাজার রাজ্যে লইয়া যাইবে।"

বাটী হইতে শবদাহন স্থানে যাইবার সময় পথিমধ্যে শবকে তিন বার নামান হইত এবং প্রত্যেক বার একটী করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করা হইত (২)। শবকে সৎকারার্থে লইয়া যাইবার সময় একটী পশু সঙ্গে লইয়া যাওয়া হইত (৩)।

অনন্তর শবদাহন ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া চুল্লি খনন করিয়া তদুপরি কাষ্ঠ স্থাপন করিবে। শবের ক্ষৌরকার্য্য সমাধান করিয়া তাঁহার বিধবা স্ত্রীর সহিত তাঁহাকে চিতার উপর শয়ন করাইবে। এই প্রকারে চিতার উপর শয়ন করাইয়া যদি ব্রাহ্মণের শব হয় তবে তাহার হস্তে এক খণ্ড স্বর্ণ, যদি ক্ষত্রিয়ের শব হয় তবে একখানি ধনুক এবং যদি বৈশ্যের শব হয় তবে একটী হিরক অর্পণ করিবে। শবের বামপার্শ্বে তাঁহার বিধবা

১। কেহ কেহ শকটের পরিবর্ত্তে প্রাচীন ভৃত্যের বিধান করিয়াছেন।

২। অশ্বলায়নের বিধানানুসারে পথিমধ্যে শবকে নামান নিষ্প্রয়োজন।

৩। প্রাচীনা গাভী লওয়াই বিধি, যদি তাহার অভাব হয় তবে কৃষ্ণকায় গাভী লইবে। তদভাবে কৃষ্ণনয়নযুক্ত গাভী লইবে, যদি তাহারও অভাব হয় তবে কৃষ্ণকেশযুক্ত গাভী লইতে হইবে, তাহাও যদি না পাওয়া যায় তবে কৃষ্ণক্ষুরযুক্ত গাভী লইতে হইবে। যদি এই সকল কিছুই না পাওয়া যায় তবে কৃষ্ণকায় ছাগ দ্বারা কার্য্য সমাধান করিতে হইবে। —Dr. Metra's 'Funeral ceremony in ancient India.'

স্ত্রী শয়ন করিবে (১)। সজ্জিত চিতার উপর সস্ত্রীক শবকে স্থাপন করিয়া মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি শবকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন 'হে মানব এই স্ত্রী পতিলোকে তোমার সহিত সম্মিলিত হইবার বাসনায় তোমার শবদেহের পার্শ্বে শয়ন করিয়াছেন। ইনি পতিব্রতা ইহাঁকে জীবলোকে অবস্থান করিতে আদেশ কর এবং তোমার সন্তানাদিকে তোমার ধনরাশি অর্পণ কর।' মৃতব্যক্তির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শিষ্য, অথবা ভৃত্য চিতার নিকটবর্ত্তী হইয়া রমণীর বাম হস্ত ধারণ করিয়া বলিবে 'রমণী, জীবনহীন সমীপে শয়ন করিতেছে; মৃত পতির নিকট হইতে উঠিয়া জীবিতলোকে আগমন কর এবং তোমার পুনঃ পাণিগ্রহণাভিলাষী পতির ভার্য্যা হও (২)।' অনন্তর রমণী এক মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া, বর্ণভেদানুসারে, সুবর্ণ, ধনুক বা হীরক শবের করু হইতে গ্রহণ করিবেন।

এই সকল কার্য্য সমাধান হইলে মৃতব্যক্তির যজ্ঞীয় পাত্র সকল তাঁহার শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করিয়া (৩) 'অগ্নি, এই দেহ ভস্মে পরিণত করিও না; ইহাঁর ত্বক্ বা শরীর বিচ্ছিন্ন করিও না। হে জাতদেব, যখন দেহ সুন্দররূপ দগ্ধ হইবে তখন ইহাঁর আত্মাকে পিতৃলোকে লইয়া যাইও (৪)।' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক চিতায় অগ্নি প্রদান করিবে। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে মৃতব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণকে সম্বোধন করিয়া বলিবে 'সূর্য্যে তোমার চক্ষু এবং বায়ুতে আত্মা গমন করুক। তোমার কর্ম্মানুসারে সূর্য্য, পৃথিবী, জল যথায় ইচ্ছা গমন কর (৫)।'

অনন্তর অগ্নিদাতা চিতার উত্তরে তিনটী নালা খনন করিয়া বিষম সংখ্যক কলসে জল আনয়ন করিয়া নালাত্রয় পূর্ণ করিবেন। শবের অনু-যাত্রীগণ ইহাতে স্নান করিয়া তিনটী পলাশের শাখা মৃত্তিকাতে প্রোথিত

১। সায়ন এবং বৌদ্ধায়নের এই মত। অশ্বলায়নের বিধানানুসারে উত্তর দিকে শবের মস্তক সমীপে স্ত্রী শয়ন করিবে।

২। ঋ, বে ১০।১৮।৮;

৩। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাত্র স্থাপনের বিধান করিয়াছেন।

৪। ঋ, বে ১০।১৬।১;

৫। ঋ, বে ১০।৯।৩;

করিবেন। এই প্রকারে শবদাহন ক্ষেত্রের কার্য্য সমাধান করিয়া বয়ঃ-কনিষ্ঠগণ অগ্রে এবং জ্যেষ্ঠগণ পশ্চাতে এই ক্রমানুসারে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। গৃহে আগমন করিয়া প্রস্তর, গোবর, অগ্নি, তিল, তৈল এবং জল স্পর্শ করিয়া তাঁহারা শুচি হইতেন (১)।

শবদাহন সমাপ্ত হইলে অর্দ্ধ দগ্ধ অস্থি সকল ভূগর্ভে প্রোথিত হইত (২)। অঙ্গারোপরি সজল দুগ্ধ অর্পণ করণান্তর উডুম্বর দণ্ডের আঘাত করিয়া অস্থি বিচ্ছিন্ন করা হইত। অঙ্গার সকল পৃথক্ করিয়া দক্ষিণে স্থাপন করার বিধি ছিল। অনন্তর মৃতব্যক্তির প্রথমা স্ত্রী বামহস্ত দ্বারা অস্থি সকল সংগ্রহ করিতেন। এবং পরলোকগত স্বামীর মঙ্গল কামনার মন্ত্র পাঠ করিতেন। এই সকল অস্থি কলস মধ্যে বা কৃষ্ণসার চর্ম্মে স্থাপিন করা হইত। সমাধি ক্ষেত্র নির্ণিত হইলে সকলে তথায় উপস্থিত হইতেন। শোককারী ব্যক্তি হলযন্ত্রে দুইটী বলিবর্দ্দ যোজনা করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিম বিস্তৃত ছয়টী খাত খনন করিতেন। মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া মধ্যকার খাতে অস্থিপূর্ণ কলস স্থাপন করা হইত এবং কলসের মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া কলস মধ্যে সর্ব্বোষধিলতা দিয়া পুনর্ব্বার তাহার মুখ লোষ্ট্র ও বালুকা দ্বারা আচ্ছাদিত করা হইত। এই সকল কার্য্য সমাধান্তে কলসের উপরিভাগ ইষ্টক দ্বারা আচ্ছাদিত করা হইত। চরু রন্ধন করিয়া কলসের পাঁচ দিকে প্রদত্ত হইত এবং মৃতব্যক্তি যেন সুখে অবস্থান করেন এই কামনায় মন্ত্রপাঠ করা হইত। তৎপরে শান্তিকর্ম্মের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। শান্তি কর্ম্মের জন্য নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রগুলি মন্ত্র আছে, তাহার সকলগুলিই মৃতব্যক্তির মঙ্গলকামনায় রচিত। শান্তিকার্য্য সমাপ্ত করিয়া সকলে একত্রে আহার করিতেন। ছাগশিশুর মাংস এবং যব দ্বারা এক প্রকার আহার্য্য প্রস্তুত হইত; সকলে একত্র হইয়া তাহাই ভোজন করিতেন।

আমরা দেখাইয়াছি বেদমধ্যে শবসমাধি এবং শব দাহন উভয়বিধ

১। Journal Royal As. soc. xvi, 213.

২। প্রাচীনগণ ভিন্ন২ ব্যক্তির সমাধির জন্য ভিন্ন ২ দিবস নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কার্য্যেরই বিধান আছে। প্রতিপন্ন হইয়াছে অতি প্রাচীন কালে শব-সমাধির নিয়ম ছিল। তাহার পরসময়ে শবদাহন প্রথা প্রচলিত হয়। বোধ হয় উভয় বিধি প্রচলিত হওয়ার পর দাহন এবং সমাধি উভয়বিধ কার্য্যই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আমুল বিবরণ সংক্ষেপে আলোচিত হইল। এতন্মধ্যে যে সকল মন্ত্র আছে তাহার অধিকাংশের মধ্যেই পরলোকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মৃতব্যক্তি যেন পরলোকে সুখভোগ করেন এরূপ বর্ণনা অনেক আছে।

সুতরাং বলিতে হইতেছে, বন্দনীয় আর্য্যগণ বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও পরকাল সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বর্ণিত অগ্নিস্তোত্র মধ্যে পিতৃলোক, স্বর্গলোক প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কথিত আছে বৈবস্বত যম পরলোকের পথ অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে মানব মণ্ডলীকে সেই পথ দিয়া স্বর্গলোকে লইয়া যান এবং পুণ্যাত্মা নিকরকে দেবতাগণের মধ্যে স্থাপন করেন (১)। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে স্বর্গলোকে পুত্র, জায়া প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হয়, অঙ্গবৈরুব্য পরিশূণ্য চতুর্বর্ণ তথায় সুখে অবস্থান করেন এবং এই পবিত্র স্থলে পিতৃগণের দর্শন পান (২)। এই কল্পনাটী বড় সুন্দর, বড় মনোহর। এই প্রকার বিশ্বাস এই তাপ-দগ্ধ সংসার-দুঃখ-পীড়িত জীবনের আশ্বাসস্থল। ইহলোকের সমুদায় জ্বালা, যন্ত্রণা, শোক তাপ বিস্মৃত হইয়া সেই পবিত্রময় স্থানে প্রিয়তমগণের সহিত একত্রে অবস্থান করিবার আশ্বাস বড় সুখপ্রদ। সংসারে যে যাতনাই ভোগ করা যাউক পরলোকে তাহার শান্তি হইবে। পূজ্যপাদ জনক জননী, স্নেহময়ী বনিতা, প্রিয়তম পুত্র কলত্রাদি, হৃদয় প্রতীম সখা ইহাঁদিগের মৃত্যুতেও ভ্রূক্ষেপ নাই, কষ্ট নাই; কারণ পরলোকে ইহাদিগের সহিত মিলিত হইতে পারা যাইবে। যে সময়

১। ঋ, বে ১০।১৪।১, ২, ১৪; অ, বে ৬।৮।৩;

২। অ, বে ১২।৩।১৭; ৬।১২০।৩; ১৮।৩; ১৮।২।২৩;

বন্দনীয় আর্য্যগণ এই প্রকার সুখশান্তিপ্রদ চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তখন তাঁহারা যে সুসভ্য-পদবাচ্য তাহার আর সন্দেহ কি?

ভীষণ-মকর-কুম্ভীরাদি-সঙ্কুলসাগর গর্ভ হইতে রত্নোদ্ধার করা সহজে হইয়া থাকে। কিন্তু বিগতকাল-গর্ভ-নিহিত ভারতীয় আর্য্যজাতির আমূল ইতিবৃত্ত উদ্ধার করা সহজ নহে। এমন কি প্রাচীন আর্য্যজাতির ইতিহাস উদ্ধার বাসনা বাতুলতার লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। অতি প্রাচীনতম কালে কত কাল হইল কি করিয়া বলিব—যখন গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য রাজ্য অনাগত-কালগর্ভে নিহিত, সেই সময়ে আমাদিগের পরম পূজনীয় পিতামহগণ কি অবস্থায় দিন যাপন করিতেন, কি প্রকারে পরিবার প্রতিপালন করিতেন, তাঁহাদিগের সামাজিক অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার কোনই উপায় নাই। প্রিয়তম পাঠক! আপনার জন্য, বহু যত্নে, বহু আয়াসে বৈদিক আর্য্যসমাজের অবস্থা জ্ঞাপক ইতিবৃত্তের কঙ্কাল মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি। ধন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ! ধন্য শব্দবিদ্যা! কেবল তোমাদিগের সাহায্যেই আমরা প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত-ক্ষেত্রে মৃদুমন্দ পদে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

পাঠকগণ আপনাদিগের সমক্ষে আর্য্য জাতির একটী চিত্র উপস্থিত করিলাম। আর্য্যগণ এইকালে আর হল চালন করেন না, পশু রক্ষা করেন না। আর্য্যগণ এক্ষণে বিলাসী, ভোগ সুখ নিরত ও সভ্য পদবী প্রাপ্ত। আর্য্যগণ এক্ষণে ইন্দ্রিয় সুখ সাগরে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, সুরার মাহাত্ম্য বুঝিয়াছেন, রমণী কি ধন জানিয়াছেন। আর্য্যরমণীগণ এক্ষণে সুশিক্ষিতা, তাঁহারা বুক বাঁধিয়া মৃত পতির সহিত চিতায় শয়ন করিতে কাতরা নহেন। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে, আর্য্যগণ এক্ষণে সুসভ্য।

স্বর্গ কিরূপ স্থান তাহা কেহ কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই। যাহা সুখপ্রদ, যাহা সুন্দর, যাহা ভাল, তাহাই স্বর্গ। দেশ ভেদে, লোকের রুচি ভেদে, স্বর্গও নানাপ্রকারে কল্পিত হইয়াছে। যে কোন একটী সুন্দর নয়নরঞ্জন সুসজ্জিত স্থান দেখিলেই আমরা বলিয়া থাকি যেন স্বর্গ। একজন বৈষ্ণব-সাম্প্রদায়িক হিন্দু বৃন্দাবনে কুঞ্জ কাননে প্রবেশ করিয়া মনে করেন

যেন স্বর্গে আসিয়াছি, একজন নষ্ট স্বভাব ইন্দ্রিয়পরায়ণ যুবা বার-বিলাসিনী-ভবনে সুরার তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে মনে করে যেন স্বর্গে আসিয়াছি। তাই বলিতেছি দেশ ও রুচি ভেদে স্বর্গ নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহম্মদীয়গণ স্বর্গ বর্ণনদ্বারা ইন্দ্রিয় লালসার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। যে সময় মহম্মদ আপন ধর্ম্ম প্রচার করেন সে সময় কজ্জল নয়ন পরীগণ সহবাসে স্বর্গ-সুখ ভোগ করিবার প্রলোভন দেখাইয়াছেন। পূর্ব্বতন সুইডেন বাসিগণ নিতান্ত রণ প্রিয় ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা স্বর্গে রণ সুখভোগ করিবার কল্পনা করিতেন। আমরা বেদ হইতে দুইটী স্বর্গ বর্ণন উদ্ধৃত করিয়া তাহার তুলনা দ্বারা রুচির পার্থক্য দেখাইব। আমরা মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত না করিয়া শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার দত্তের অনুবাদ এই স্থানে গ্রহণ করিলাম, "তাঁহারা অস্থিশূন্য, পবিত্র, বায়ুদ্বারা বিশুদ্ধীকৃত এবং উজ্জ্বল হইয়া জ্যোতির্ম্ময় লোকে গমন করেন। অগ্নি তাঁহাদের শিশ্নেন্দ্রিয় দগ্ধ করেন না। তাঁহাদের সেই স্বর্গ-লোকে যথেষ্ট রতি সুখ সম্ভোগ হয়। যাঁহারা বিষ্ঠারী নামক হবন দ্রব্য রন্ধন করেন তাঁহাদের কখন অপ্রতুল ঘটেনা। এতাদৃশ ব্যক্তি যমের সহিত বাস করেন, দেবতাদিগের সন্নিধানে গমন করেন এবং সোমপায়ী গন্ধর্ব্বদিগের সহিত আনন্দে অবস্থান করেন। যাঁহারা বিষ্ঠারী নামক হবন দ্রব্য রন্ধন করেন, যম তাঁহাদের শিশ্নেন্দ্রিয় হরন করেন না। এতাদৃশ মনুষ্য রথস্বামী হইয়া তদুপরে বাহিত হন ও পক্ষ বিশিষ্ট হইয়া গগণমণ্ডল অতিক্রম করিয়া যান। * * * পরলোকে ধার্ম্মিকদিগের নিমিত্ত ঘৃত, মধু, সুরা, দুগ্ধ এবং দধির সরোবর পূর্ণ রহিয়াছে।"

অন্যত্র "হে পরমান্ সোমদেব। যে লোকে অজস্র জ্যোতিঃ ও সূর্য্যতেজঃ অবস্থিত আছে, সেই অমৃত অক্ষয় লোকে আমাকে স্থাপন কর। যে লোকে বৈবস্বত (অর্থাৎ যম) রাজা রাজত্ব করেন যে খানে দ্যু লোকের অন্তর-তমস্থান এবং বিস্তৃত সলিল পুঞ্জ অবস্থিত আছে সেই স্থানে আমাকে অমর কর। যে লোকে ইচ্ছানুরূপ আচরণ করা যায় এবং যেখানে জ্যোতিষ্মান্ লোক সকল বিদ্যমান আছে, দ্যু লোকের সেই ত্রিনাভি-বিশিষ্ট পবিত্রতমস্থানে আমাকে অমর কর। যেখানে যথেষ্ট সুখ সম্ভোগ এবং সুধাও

তৃপ্তি আছে ও যেখানে সূর্য্য লোক বিদ্যমান রহিয়াছে সেই স্থানে আমাকে অমর কর। যে স্থানে বহুল আনন্দ ও বহুতর আমোদ প্রমোদ বিদ্যমান আছে এবং যেথানে কাম্যবস্তু সমুদায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায় আমাকে সেইস্থানে অমর কর।"

আমরা স্বর্গ বর্ণন সম্বন্ধীয় যে দুইটী স্থান উদ্ধৃত করিলাম ইহার প্রথমটী অথর্ব্ব-বেদ-সংহিতা ও দ্বিতীয়টী ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে গৃহীত। যে রূপে স্বর্গের চিত্র চিত্রিত করা হইয়াছে যদি তাৎকালিক সমাজের চিত্র এই রূপ হয় তবে কি বলিয়া বলিব যে আর্য্যগণ সে সময়ে সভ্য হন নাই। সুখ সম্ভোগ বাসনা, ও বিলাসিতা প্রভৃতি সভ্যতারই চিহ্ন।

প্রবাদ আছে স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতির বেদ অধ্যয়ন দূরে থাকুক, বেদ শ্রবণ করিবার ও অধিকার নাই। (১) বোধ হয় মধ্য সময়ে যখন ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য হইয়াছিল সেই সময় এই বাক্যের সৃষ্টি হয়; কারণ কথিত আছে অত্রিবংশ সম্ভূতা বিশ্ববরা ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টাবিংশ সূক্ত রচনা করেন। বেদ রচনা করা যে জাতির ক্ষমতাছিল বেদ অধ্যয়ন ও শ্রবণ করা তাহাদের ক্ষমতা ছিল না, বিবেচনা করা বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

আমরা ক্রমেই আর্য্যগণের উন্নত অবস্থা দেখিতেছি। প্রথমে দেখিয়াছি আর্য্যগণ নিতান্ত অসভ্য অবস্থায় মধ্য আসিয়াতে অবস্থান করিতেছেন তৎপরে দেখিলাম মধ্য আসিয়াতেই তাঁহারা সভ্য জগতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা ভারতে। এক্ষণে তাঁহাদের যেমন সামাজিক অবস্থা তাহা সুসভ্য জগতের অবস্থা, সভ্যতার অবস্থা। আর্য্যগণ এক্ষণে সুখে ভাসিতেছেন, ভারতের এক্ষণে সুখের অবস্থা, আর্য্যগণ এক্ষণে বিলাসিতায় গা ঢালিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণের অত্যাচার আরম্ভ হয় নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ নাই। জিজিয়া কর স্থাপন হয় নাই, কৃষ্ণচর্ম্ম শ্বেতচর্ম্ম ভেদে বিচার ভেদ নাই, সুতরাং ভারতের বড় সুখ।

১। 'স্ত্রীশূদ্র দ্বিজ বন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা'।

ভারতীয় আর্য্যগণের তাৎ-কালিক অবস্থা জ্ঞাপক কিয়দংশ "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের" উপক্রমণিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। "তাহারা গ্রাম ও নগর নির্ম্মাণ করিয়া অধিবাস করিতেন, ভূমি কর্ষণ করিয়া যবাদি শস্য সমূহ উৎপাদন করিতেন, রাজত্ব-পদ ও রাজকীয় ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন, অস্ত্র, বর্ম্ম ও স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবহার করিতেন, এবং রথারোহণ, বস্ত্রবয়ন ও সূচী-কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আপনাদের অবস্থোন্নতির প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করিতেন। ধন ও ধনাঢ্য, সুবর্ণ ও সুবর্ণ কোশ, ঋণ ও অধমর্ণ, বৃদ্ধি ও বার্দ্ধুষিক, সমুদ্রযান ও সামুদ্রিক বণিক, পান্থ ও পান্থনিবাস, ঔষধ ও চিকিৎসা বৃত্তি, গগণ পর্য্যবেক্ষণ ও মাস মলমাসাদি কালাংশ নির্দ্ধারণ, এই সমস্ত মহত্তর বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ সংহিতা-কালীন হিন্দুসমাজের সমধিক উৎকর্ষসাধন পক্ষে সাক্ষ্যদান করিতেছে। চোর ও চৌর্য্য, ব্যভিচার ও ব্যভিচারিণী, রহস্য প্রসব ও ভ্রূণহত্যা, দ্যূত ও দ্যূত কারক, এই সমস্ত জন সমাজের আদিম অবস্থায় তাদৃশ সম্ভাবিত নহে' প্রত্যুত সভ্যতা সত্তারই বিষময় লক্ষণ বলিয়া লক্ষিত হইতে পারে।"

ভারতীয় আর্য্যগণ কোন্ সময়ে হিন্দুনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলা যায় না। হিন্দুশব্দ সংস্কৃত মূলক নহে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে বেদস্মৃতি দর্শন রামায়ণ মহাভারতাদি মধ্যে হিন্দুশব্দ দৃষ্ট হয় না। অতএব বলিতে হইবে রামায়ণ মহাভারতাদির সময়েও আর্য্যগণ হিন্দুনামে অভিহিত হইতেন না। তন্ত্র বিশেষে হিন্দুশব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (১)। সেই তন্ত্র বিশেষে একা হিন্দু শব্দ নহে ইংরাজ, ফিরিঙ্গি, লণ্ডন প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থাকায় উক্ত

১। "হীনঞ্চদুষ্যত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে।
পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতংষড়্গীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরিঙ্গিভাষয়াতন্ত্রা স্তেষাং সংসাধনাদ্ভুবি।
অধিপমণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্ব পরাজিতাঃ।
ইংরেজানবষট্ পঞ্চ লণ্ডজাশ্চাপিভাবিনঃ॥
মেরুতন্ত্র ২৩ প্রকাশ।

গ্রন্থ আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। যত দীর্ঘ-কালের হউক ভারতীয়গণের সহিত ইংরেজগণের সংস্রবের পূর্ব্বকার নহে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

অনেকে বোধ করেন সিন্ধুশব্দ হইতে হিন্দু হইয়াছে। আজিও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় "স" স্থানে "হ" উক্ত হয়। যাঁহারা সিন্ধুতীরে বাস করিতেন বোধ হয় তাঁহারা সিন্ধু বলিয়া উক্ত হইতেন এবং কালে ঐ সিন্ধুই হিন্দু হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত সপ্ত সিন্ধুই আবস্তিক হপ্তহেন্দ।

কেহ কেহ অনুমান করেন পারস্য ভাষায় হিন্দু অর্থে কৃষ্ণবর্ণ। পারসীকগণ অপেক্ষা ভারতীয়গণ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া পারসীকগণ ভারতীয়গণকে হিন্দু বলিতেন। হিন্দুশব্দের অর্থ যাহাই হউক হিন্দুনাম যখন অগৌরবের নহে তখন আমাদিগের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে কোন লজ্জা নাই।

অষ্টম অধ্যায়।

সূর্য্যবংশ।

চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ—ইক্ষাকু—বিকুক্ষি—পুরঞ্জয়—শ্রাবস্ত—কুবলয়াশ্ব—মান্ধাতা অম্বরীষ—হরীত—পুরুকুৎস—হরিশ্চন্দ্র—চম্প—বাহুক—সগর—সৌদাস—বালিক—দশরথ—রামচন্দ্র—নিমি—জনক—হ্রস্বরোমা—নৃগ—শর্য্যাতিবংশ—ধৃষ্টবংশ—করুষবংশ—নরিষ্যন্ত—নভগবংশ—কবি—জাতিভেদের অভাব।

জগতের আদিতে ব্রহ্মা ছিলেন। ব্রহ্মার পুত্র কস্যাপ। কস্যাপ দক্ষ কন্যা অদিতির পাণি গ্রহণ করেন। অদিতির গর্ভে কস্যাপের ঔরসে বিবস্বান জন্মগ্রহণ করেন। বিবস্বান হইতে সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব বা বৈবসত মনু উৎপন্ন হয়েন। মনুর পত্নী শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার গর্ভে ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্য্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করুষ, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ এবং কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভগবান মনুর ইলা নাম্নী এক কন্যা হয় (১)। পুত্রগণ হইতে সূর্য্যবংশ এবং ইলা হইতে চন্দ্রবংশ উৎপন্ন হইয়াছিল।

ইক্ষাকুর একশত পুত্র হইয়াছিল; ইহার মধ্যে 'পঞ্চবিংশতি জন বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্ত সম্মুখে সমুদ্র পর্য্যন্ত এক এক

১। ভা, পু, ৯।১।১—৩; বিষ্ণুপুরাণের বিধানানুসারে ভগবান ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি দক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দক্ষকন্যা অদিতীর সহিত বিবস্বতের বিবাহ হয়। বিবসতের সন্তান মনু। ইক্ষ্বাকু, নৃন, ধৃষ্ট, সর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশ, নভাগনেদিষ্ট, করুষ এবং পৃষধ্র ভগবান মনুর এই নয় পুত্র হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইলা নাম্নী এক কন্যা জন্মিয়াছিল।—বিষ্ণুপুরাণ ৪।১।৪—১০। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে বিষ্ণু পুরাণ দিষ্ট নামটী পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং ন-ভগ নামটীর কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

মণ্ডলে রাজা হয়েন (১)। বিকুক্ষি, নিমি এবং দণ্ডক এই পুত্রত্রয় মধ্য-দেশে রাজা হইয়াছিলেন। বিকুক্ষিই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ।

ইক্ষ্বাকু যজ্ঞ করিবার বাসনায় স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বিকুক্ষিকে মৃগয়ার্থ অরণ্যে প্রেরণ করেন। বিকুক্ষি বনে বনে বিচরণ করিয়া ক্ষুধাতুর হইলে একটী শশক ভক্ষণ করেন। এইজন্য তিনি শশাদ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

বিকুক্ষির পুত্র পুরঞ্জয়। প্রাচীনকালে দানবদিগের সহিত দেবতা দিগের বিষম সমর হইয়াছিল। এইযুদ্ধে দেবতা নিকর পরাজিত হইয়া পুরঞ্জয়কে সাহায্যার্থে আহ্বান করেন। ইন্দ্র মহা-বৃষভ রূপ ধারণ করিয়া পুরঞ্জয়ের বাহন হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইনি ককুৎস্থ এবং ইন্দ্রবাহ এই উভয় নামেই অভিহিত হইয়াছেন। ইনি অসুরগণের ধন ও পুর জয় করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম পুরঞ্জয়। পুরঞ্জয়ের পর ষষ্ঠ সংখ্যক নৃপতি শ্রাবস্ত। ইনি শ্রাবস্তী পুরী নির্ম্মাণ করেন। শ্রাবস্তের পৌত্র কুবলায়শ্ব। ইনি ঋষিবর উতঙ্কের প্রিয়-সাধনাভিপ্রায়ে ধুন্ধ নামক অসুরকে বধ করিয়া ধুন্ধমার আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধুন্ধুমারের একশত পুত্র ছিল। কথিত আছে ধুন্ধুর মুখাগ্নিতে জ্বলিয়া দৃঢ়াশ, কপিলাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব ব্যতীত অপর সমুদায় পুত্র ভস্মসাৎ হইয়াছিল। দৃঢ়াশের পর সপ্তম সংখ্যক নৃপতি মান্ধাতা। কথিত আছে ইনি মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ না করিয়া পিতার কুক্ষি নির্ভেদ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়া ইহাঁর নাম মান্ধাতা। রাক্ষসগণ ইহাঁর ভয়ে ভীত থাকিত বলিয়া ইন্দ্র ইহাঁকে ত্রস-দস্যু আখ্যা দিয়াছিলেন। ইনি শশবিন্দু দুহিতা ইন্দুমতীর পাণিগ্রহন করিয়াছিলেন। ইন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ এবং যোগী মুচুকুন্দ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মান্ধাতার পঞ্চাশটী কন্যা হইয়াছিল। ইহাঁরা সকলেই সৌভরিকমুনিকে

১। ভা, পু, ৯।৫।৫ ; এই সমুদ্র কুলস্থ প্রদেশ কোথায় ? বঙ্গদেশ কি ?

পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এই কন্যাগণ সকলেই সৌভরিক মুনির সহগমন করিয়াছিলেন (১)।

অম্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব, তত্তনয় হরীত। এই তিন জন মান্ধাতৃগোত্রের প্রধান (২)। এই হরীত হইতে হারীত আঙ্গিরসগণ-উৎপন্ন হইয়াছিলেন(৩) উরগগণের ভগ্নী নর্ম্মদাকে পুরুকুৎস বিবাহ করিয়াছিলেন (৪)। পুরুকুৎসের অধঃস্তন সত্যব্রত পিতার অসন্তোষোৎপাদন, গুরুর দুগ্ধবতী ধেনু বধকরণ এবং অপ্রোক্ষিত মাংস সেবন, জন্য ত্রিশঙ্কুনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পিতৃ-শাপে ইনি চণ্ডাল হন (৫)।

ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র। ইনি পুত্রলাভাশায় বরুণের উপাসনা করেন এবং উৎপন্ন পুত্র পশু দ্বারা যজ্ঞ করিবেন প্রতিশ্রুত হওয়ায় তাঁহার এক পুত্র হইল। পুত্রস্নেহে বদ্ধ হইয়া হরিশ্চন্দ্র স্বীয় পুত্র দ্বারা মেধ করিতে না পারিয়া অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃসেককে বধ করিয়া যজ্ঞ করেন (৬)। হরিশ্চ-ন্দ্রের প্রপৌত্র চম্প ; ইনি চম্পাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (৭)।

চম্পের অধঃস্তন পঞ্চম সংখ্যক নৃপতি বাহুক। বাহুক নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে তাঁহার মহিষী অনুমৃতা হইবার অভিলাষ করিলেন। রাজমহি-ষীকে সগর্ভা জানিয়া মহর্ষি ঔর্ব্ব তাহাকে সহগমনের উদ্যম হইতে নিবারণ করেন। সপত্নীগণ তাঁহাকে অন্তর্ব্বত্নী জানিয়া হিংসা পরবশ হইয়া গর্ভ

(১) ভা, পু, ৯।৬।৪৮ ; অতি প্রাচীনকালেই সহগমন প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।
(২) ভা, পু, ৯।৭।১ ;
(৩) বি, পু, ৪।৩।৫ ; Linga Puran, quoted by Prof. Wilson. কেহ কেহ বলেন হরীত ইক্ষ্বাকু হইতে ২১সংখ্যক Muiir's Sanskrit Texts, Vol I. P. 224.
(৪) ভা, পু, ৯।৭।২ ; উরগবংশই তক্ষকবংশের নামান্তর। রামচন্দ্রের বহু পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় নৃপতি মহারাজ পুরুকুৎস উরগবংশের কন্যার করগ্রহণ করিয়া-ছিলেন—পরীক্ষিৎ ও জন্মেজয় শির্ষক অধ্যায় দেখ।
(৫) ভা, পু, ৯।৭।৪ ;
(৬) ভা, পু, ৯।৭।৮—১৬ ;
(৭) ভা, পু, ৯।৮।১

বিনাশার্থ অন্নের সহিত গর (বিষ) প্রদান করিয়াছিলেন। গর সহিত প্রসব হওয়ায় প্রসূত পুত্র সগর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল (১)। সগরের অধস্তন দ্বাদশ সংখ্যক নৃপতি সৌদাস। ইনি কখন কখন মিত্রসহ এবং কল্মাষপাদ নামেও অভিহিত হইতেন। ইনি স্বীয় কর্ম্মদোষে রাক্ষস ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সৌদাস দময়ন্তীর করগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন বয়সেও সৌদাসের সন্তান না হওয়ায় তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে বশিষ্ঠ মুনি তাঁহার ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করেন (২)। রাজমহিষীর প্রসব ক্রিয়া মহাত্মা বশিষ্ঠ অশ্ম (প্রস্তর) দ্বারা আঘাত করিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসূত পুত্রের আখ্যা অশ্মক হইল (৩)।

অশ্মকের পুত্র বালিক। রমণীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া পরশু-রামের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, এই জন্য ইহাঁর নাম নারীকবচ। পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে ইনি ক্ষত্রবংশের মূল হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর নামান্তর মূলক। বালিকের অধঃস্তন অষ্টমপুরুষ দশরথ। ইহাঁরই ঔরসে ভুবনবিদিত রামচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল। যথাস্থানে ইহাঁদিগের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

ইক্ষ্বাকুর দ্বিতীয় পুত্র নিমি। বশিষ্ঠের শাপে নিমিগণ গতপ্রাণ হইলে রাজ্য অরাজ হইবে বিবেচনা করিয়া ঋষিগণ তাঁহার দেহমন্থন করিলে মৃত-শরীর হইতে একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। অসামান্য জন্ম হেতু পুত্রের নাম জনক হইল। বিদেহ হইয়া জন্মগ্রহণ করাতে ইনি বৈদেহ নামেও উক্ত হইয়াছেন। মথনে জন্ম হেতু মিথিল নাম প্রাপ্ত হন। ইনিই মিথিলা-পুরীর নির্ম্মাতা। জনকের অধঃস্তন উনবিংশ পুরুষ হ্রস্বরোমা। ইনি ভূমি কর্ষণকালে 'সীরা অর্থাৎ লাঙ্গল পদ্ধতির অগ্রভাগ হইতে' এক পুত্র প্রাপ্ত

(১) ভা, পু, ৯।৮।২—৪;
(২) ভা, পু, ৯।৯।১৪—২২;
(৩) ভা, পু, ৯।৯।৩০, ৩১; রাজমহিষী—দময়ন্তী যথাসময়ে প্রসব করিতে অসমর্থা হইলে মহর্ষি বশিষ্ঠ—অশ্ম দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহাকে প্রসব করাইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া কে বলিবে আর্য্যগণ ধাত্রী বিদ্যায় পারদর্শী হন নাই।

হন। এই পুত্রের নাম সীরধ্বজ। ইক্ষ্বাকুর অপর পুত্রগণের সন্তোষপ্রদ বংশ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ভগবান মনুর দ্বিতীয় সংখ্যকাপত্য নৃগ। নৃগেরও সন্তোষপ্রদ বংশ বিবরণ পাওয়া যায় না। নৃগের অধঃস্তন পঞ্চমপুরুষ ওঘবান। ইহাঁর ওঘবান্ নামক এক পুত্র ও ওঘবতী নাম্নী এক কন্যা হইয়াছিল। সুদর্শন রাজা এই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভগবান মনুর তৃতীয় সন্তান শর্য্যাতি। ইনি বেদবিদ ছিলেন। শর্য্যাতি 'অঙ্গিরাদিগের সত্রে দ্বিতীয় দিবসের কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদেশ' দিয়াছিলেন। ইহাঁর সুকন্যা নাম্নী এক কন্যা এবং উত্তানবর্হি, আনর্ত্ত এবং ভূরিসেন নামক তিন পুত্র হইয়াছিল। মহর্ষি চ্যবন এই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। আনর্ত্তের রেবত নামক এক পুত্র হইয়াছিল। ইনি সাগরাভ্যন্তরে কুশস্থলী নগর স্থাপন করিয়া আনর্ত্তাদি দেশ পালন করিয়াছিলেন। রেবতের একশত পুত্র হয় তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ককুদ্মী। ককুদ্মীর রেবতী নাম্নী একমাত্র কন্যা হইয়াছিল। বলদেব এই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মনুর চতুর্থ পুত্র দিষ্ট। দিষ্ট হইতে নাভাগ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই নাভাগ কর্ম্মদোষে বৈশ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১)। নাভাগের অধঃস্তন একবিংশ সংখ্যক নৃপতি তৃণবিন্দু। অপ্সরা অলম্বু ইহাঁকে পাণি প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ তৃণবিন্দুর বিশাল, শূন্যবন্ধু, এবং ধূম্রকেতু নামক তিন পুত্র এবং ইলবিলা নাম্নী এক কন্যা হইয়াছিল। বিশ্বশ্রবার ঔরসে ইলবিলার গর্ভে কুবেরের জন্ম হয়। মহারাজ বিশাল বৈশালীপুরী নির্ম্মাণ করেন।

ভগবান মনুর পঞ্চম পুত্র ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্ট নামে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন; ইহাঁরা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন (২)। করূষ নামা ষষ্ঠ পুত্র হইতে কারূষ

(১) ভা, পু, ৯।২।১৬।
(২) ভা, পু, ৯।২।১১; বি, পু, ৪।২।২।

এই আখ্যায় বিখ্যাত ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয়। তাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, ধর্ম্ম রক্ষক এবং উত্তরাপথ দেশের গোপ্তা (১)। সপ্তমসংখ্যকাপত্য নরিষ্যন্তের পর অধঃস্তন দশম সংখ্যক নৃপতি অগ্নিবেশ্য। ইনি কানীন ও জাতুকর্ণ নামেও আখ্যাত হইয়াছেন। অগ্নিবেশ্য হইতেই অগ্নিবেশ্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুল উৎপন্ন হইয়াছেন (২)। অষ্টম সংখ্যক অপত্যের নাম পৃষধ, ইনি গুরুর গাভি হত্যা করায় শূদ্র হইয়াছিলেন (৩)।

মনুর নবম সংখ্যক পুত্র নভগ। নভগের পৌত্র অম্বরীষ। অম্বরীষের তিন সন্তান। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিরূপের পুত্র রথীতর অগ্রজ ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রার্থনাক্রমে মহর্ষি অঙ্গিরা, তাঁহার ভার্য্যায় উপগত হইয়া 'ব্রহ্মবর্চ্চস্বি কতিপয় সন্তান' উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণগণ রথীতর গোত্র (৪)। মনুর কনিষ্ঠ সন্তান কবি বিষয়ে নিষ্পৃহ হইয়া অরণ্য বাস করিয়াছিলেন।

(১) ভা, পু, ৯।২।১০ ; বি, পু, ৪।১।১৩
(২) ভা, পু, ৯।২।১৫ ;
(৩) ভা, পু, ৯।২।৩—৯ ; হ, বং ৬৫৯ শ্লোক।
(৪) ভা, পু, ৯।৫।২, ৩ ;

নবম অধ্যায়।

রঘুবংশ।

ব্রহ্মর্ষি—সে দিন আর এদিন—প্রথম ইতিহাস—অযোধ্যা—রামচন্দ্র—সীতা—পরিণয়—তাড়কা বধ—পরশুরাম—বনবাস—ভরত ও শত্রুঘ্ন—লক্ষ্মণ—সীতাহরণ—সুগ্রীব—রাবণবধ—বিভীষণ—অগ্নি পরীক্ষা—সীতার বনবাস—রঘুবংশের অষ্টশাখা—কুশ—অতিথি—নিষধ ও তাহার পর সাময়ীক নরপতিগণ।

মনুসংহিতা পাঠে অবগতি হয় আর্য্যগণ মধ্য আসিয়া পরিত্যাগ করিয়া ভারতের উত্তরাংশে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থ প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ বিস্তৃত ভূভাগে প্রথমে উপনিবিষ্ট হয়েন। এই ভূভাগ ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে আখ্যাত। কথিত আছে এই সুপবিত্র স্থানে স্বয়ং ভগবান্ বাস করিতেন (১) তৎপরে ব্রহ্মর্ষি দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেন এই চারিটী দেশ, ব্রহ্মর্ষি দেশ নামে অভিহিত, (২) এই পুণ্যক্ষেত্র ব্রাহ্মণগণের জন্ম স্থান।

যাহা যায় তাহা আর আসে না। যাহা গিয়াছে, যেদিন গিয়াছে তাহা আর আসিবে না। আমরা আজি যে ভারতের কথা বলিতেছি তাহা আর আসিবে না। অদ্যতন ভারতের সহিত আর সে ভারতের তুলনা হয় না। আহা! যখন পবিত্র সলিলবাহী সিন্ধুতীরে বসিয়া আর্য্যগণ উচ্চৈঃস্বরে সামগান করিতেন সেই এক দিন আর এই এক দিন। সেই দিনের সহিত

(১) শ্রীমান্ হোরেস হিমেন উইল্‌সন্ স্বকৃত বিষ্ণুপুরাণের ভূমিকায় বলিয়াছেন এইস্থান প্রথম রাজপুত্রগণের কার্য্যক্ষেত্র এবং শ্রদ্ধাস্পদ বিখ্যাত ঋষিগণের বাসস্থান।
Wilson's Preface to Vishnu Purana PL XVII.
(২) কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষঃ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
মনুসংহিতা।

কি অদ্যতন দিবস তুলনীয়! বনের বিহঙ্গের ন্যায় তাঁহারা প্রভাতে বসিয়া স্তব পাঠ করিয়া শয্যাত্যাগ করিতেন, আর আজি প্রভাতে আমরা হয় ওয়ারেণ্টের ভয়ে গাঢাকা হইয়া থাকি, নয় ধাতুদৌর্ব্বল্যের জন্য এপাশ ওপাশ করি!

দুর্ভাগ্যের সময় পূর্ব্ব গৌরব স্মরণই মনের স্থৈর্য্য সম্পাদনের একমাত্র উপায়; কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণেরও উপায় নাই। দুর্ভাগ্য ভারতের সকলই ছিল, কিন্তু হায়! এখন আর কিছুই নাই। বৃদ্ধ ঋষিগণ ছিন্ন কুশাসনে বসিয়া ভূর্জ্জ পত্রে যাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে অমল ধবল অট্টালিকায় মার্বেল টেবলের সম্মুখে বসিয়া উৎকৃষ্ট কাগজেও তাহা হইতেছে না। পরম পূজনীয় আর্য্যগণ বেদ, স্মৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ, পুরাণ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার আদি সমুদায় রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের জন্য কোন আনুপূর্ব্বিক ও প্রামাণিক ইতিহাস রাখিয়া যান নাই।

পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে আর্য্যগণ মধ্য আসিয়া পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া দীর্ঘকাল অনার্য্য জাতিগণের সহিত কলহে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে কিছু কালের ইতিহাসের নাম গন্ধ কিছুই পাওয়া যায় না। কত দিবস পরে যদিও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কিন্তু এ কথা বলা অসঙ্গত নহে যে, রামায়ণ ও মহাভারত বৈদিককালের পর সময়ের কিছু কালের ইতিহাস-স্থানীয় অর্থাৎ মহাকাব্য হইলেও রামায়ণ ও মহাভারত হইতে কিছু কালের ইতিহাস কথঞ্চিৎ সংগৃহীত হইতে পারে। আমরা এস্থলে সংক্ষেপে রামায়ণের বিবরণ বর্ণন করিব।

পুরাণাদি মধ্যে বিশেষ রূপে অযোধ্যারই উল্লেখ সর্ব্ব প্রথমে দৃষ্ট হয়। সূর্য্যবংশীয় সমুদায় রাজগণের অযোধ্যাই প্রসূগৃহ। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আরম্ভ করিতে হইলে অযোধ্যা হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। কবি গুরু বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের মূল ঘটনার অযোধ্যাই ভিত্তিভূমি, অযোধ্যাই সূর্য্যবংশাবতংশ মহারাজ রামচন্দ্রের জন্মভূমি; সুতরাং আমরা অযোধ্যা হইতেই ইতিবৃত্তের বর্ণন আরম্ভ করিলাম।

ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব মহারাজ দশরথ ভুবনবিদিত রঘুর পৌত্র ও অজের পুত্র। দশরথের তিন পত্নী; একের গর্ভে রামচন্দ্র, অন্যের গর্ভে ভরত এবং তৃতীয়ার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন।

মিথিলাধিপতি মহারাজ জনকের অলোকসামান্যা এক কন্যা ছিলেন। কন্যার নাম সীতা। কথিত আছে সীতা অযোনিসম্ভবা। জনক এক দিবস যজ্ঞভূমি কর্ষণ কালে লাঙ্গলের সীতায় এক অপরূপ লাবণ্যবতী কন্যা প্রাপ্ত হন। গৃহে আনিয়া সযত্নে তাঁহাকে পালন করেন। কন্যাকে সীতায় পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম সীতা হইল।

রামচন্দ্র অল্প বয়সেই অবলীলাক্রমে কমঠপৃষ্ঠ কঠোর হরধনুঃ ভঙ্গ করিয়া জানকীর পাণিগ্রহণ করেন। বর্ণিত হইয়াছে প্রবল রাজগণ যে ধনুকে স্থানান্তরিত করিতে পারেন নাই, রামচন্দ্র অবহেলায় বাম হস্ত দ্বারা সেই ধনুঃ উত্তোলন করেন, অনায়াসে তাহাতে গুণ যোজনা করেন, এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ঈষৎ নমিত করিয়া তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলেন। যখন ধনুঃ দ্বিখণ্ডিত হয় তখন মহাশব্দে গগণমণ্ডল শব্দিত হইয়াছিল। এই বিবাহ দ্বারা দশরথ ও জনক বৈবাহিক সম্বন্ধে সংবদ্ধ হন, এই বিবাহ দ্বারা অযোধ্যা ও মিথিলা একসূত্রে গ্রথিত হয়।

এখন পর্য্যন্তও আর্য্যকুলের বাসভূমি নিষ্কণ্টক হয় নাই এখনও অনার্য্যগণ আর্য্যভূমিতে উপদ্রব করিত। রামচন্দ্র মিথিলা গমনকালে তাড়কা নাম্নী রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন।

মিথিলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে রামচন্দ্রকে এক প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। পরশুরাম একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন। ইনি পিতৃ আজ্ঞায় স্বহস্তে মাতার শিরশ্ছেদন করেন এবং একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করেন। বিবাহান্তে সস্ত্রীক রামচন্দ্র যখন গৃহাগমন করিতেছিলেন তখন পথি মধ্যে অমিত বলশালী পরশুরামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রামচন্দ্রের বীর্য্যদর্শনে ভীত হইয়া পরশুরামকে তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে হইয়াছিল।

বিবাহান্তে গৃহাগমনের কিছু দিন পরে মহারাজ দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার মানস করেন। কিন্তু ভরত জননী কৈকেয়ীর অনুরোধে বৃদ্ধ দশরথ রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত না করিয়া সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি পূর্ণ ভীষণ মহারণ্যে প্রেরণ করিতে বাধিত হন। প্রয়োজন হইলে হৃদয়ের শোণিত দান করা যায় কিন্তু সপত্নীর সৌভাগ্য দেখিতে পারা যায় না। দশরথ রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন শুনিয়া কৈকেয়ী রামচন্দ্রের পরিবর্ত্তে ভরতকে রাজ্যদান ও চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত রামচন্দ্রকে বন প্রেরণার্থ অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধের পক্ষে যুবতীভার্য্যার অনুরোধ রক্ষার সদৃশ কার্য্য আর নাই; উহা প্রাণরক্ষার অপেক্ষাও গুরুতর কার্য্য। কৈকেয়ী যখন বলিলেন প্রভাতে যদি রামচন্দ্র বনগমন না করেন আমি আপনার সমক্ষে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব (১)। তখন অগত্যা বৃদ্ধ তাহাতেই সম্মত হইলেন। বিশেষতঃ সেকালে প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনের বড় ভয় ছিল। কোন সময়ে দশরথ কৈকেয়ীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া দুইটী বর দিতে চাহেন, এক্ষণে সময় পাইয়া কৈকেয়ী সেই বর চাহিয়া বলিলেন, এক বরে ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত, অন্য বরে রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হউন।

রাম পিতার প্রতিজ্ঞারক্ষানুরোধে পতিব্রতা জানকী ও সুভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বন প্রস্থান করিলেন। পুত্রশোকে বৃদ্ধ দশরথ আয়ুষ্কালপূর্ণ না হইতেই দেহত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ভরত ও শত্রুঘ্ন মাতুলালয়ে

(১) বনং ন গচ্ছেৎ যদি রামচন্দ্রঃ
প্রভাতকালেঽজিন চীর ধৃক্তঃ।
উদ্বন্ধনং বা বিষ ভক্ষণং বা
কৃত্বা মরিষ্যে পুরতস্তবাহম্॥
সত্যপ্রতিজ্ঞোঽহমিতীহলোকে
বিড়ম্বসে সর্ব্ব সভান্তরেষু।
রামোপরি ত্বং শপথং চ কৃত্বা
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো নরকং প্রযাহি॥
অধ্যাত্মরামায়ণং অযোধ্যাকাণ্ডং তৃতীয়সর্গঃ।

ছিলেন। তাঁহারা ভ্রাতার বনগমন ও পিতৃবিয়োগ সংবাদে সত্বরে অযোধ্যায় আসিয়া পিতার প্রেতকৃত্য সমাপন করিলেন। তৎপরে ভ্রাতাকে বন হইতে প্রত্যানয়ন জন্য স্বয়ং বনগমন করিয়া ভ্রাতার নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কোন প্রকারে গৃহাগমন করিবেন না দেখিয়া ভগ্নহৃদয়ে অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং শূন্য সিংহাসনে ভ্রাতার পাদুকা রক্ষা করিয়া স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

জানকী ও লক্ষ্মণসহ রাম বহুকাল বনে বনে ভ্রমণ করিলেন। বহু ঋষিগণের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিলেন। বহু রাক্ষস হত্যা করিলেন। জানকী কুটীরে থাকিতেন, উভয় ভ্রাতা বনে বনে ফল মূল আহরণ করিতেন। কথিত আছে রজনীযোগে লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক কুটীর-দ্বার রক্ষা করিতেন।

এই সময়ে লঙ্কাধিপতি প্রবল পরাক্রান্ত দশাননের ভগিনী সূর্পণখা কার্য্যান্তর উপলক্ষে দাক্ষিণাত্যস্থ দণ্ডকবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। রাম বিবাহে অসম্মত হন এবং সূর্পণখার প্রতি লক্ষ্মণ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন। কথিত আছে ভগিনীর অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসনাথ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যান।

জানকী একাকিনী কুটীরে ছিলেন এই সময়ে দশানন জানকীকে হরণ করিয়া প্রস্থান করেন। রাম ও লক্ষ্মণ বহুক্ষণ শূন্য গৃহে বিলাপ করিয়া বহির্গত হন এবং চিত্রকূট পর্ব্বত সমীপে দাক্ষিণাত্যবাসী অসভ্যরাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া তাঁহার সাহায্যে লঙ্কা আক্রমণ করেন।

জানকীর জন্য লঙ্কায় যে আগুণ জ্বলিল তাহা শীঘ্র নির্ব্বাপিত হইবার নহে। পরশুরাম-জয়ী সুগ্রীব-সহায় সলক্ষ্মণ রাম এক পক্ষ, এবং দেবতা জয়ী প্রবল পরাক্রান্ত রাক্ষসনাথ দশানন অপর পক্ষ, সুতরাং বলা অত্যুক্তি মাত্র, যে দীর্ঘকাল ধরিয়া উভয়পক্ষে মহাসমর হইয়াছিল। প্রায় এক বৎসর যুদ্ধের পর রাবণ হত হইলেন।

বিভীষণ নামে রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুদ্ধের পূর্ব্বেই রামের পক্ষ অবলম্বন

করিয়াছিলেন, এক্ষণে রাবণের মৃত্যুতে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাবণের বনিতা মন্দোদরী বিভীষণের মহিষী হইলেন।

দশানন নিহত হইলে প্রবল সমরাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। সাধারণ সমক্ষে সীতার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। লঙ্কাসমর সহায় বন্ধুগণ, জানকী, লক্ষ্মণাদির সহিত রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

জানকীর অদৃষ্টে সুখ নাই। তিনি বিবাহের কিছু দিবস পরেই স্বামীর সহিত বনে গমন করিলেন, দীর্ঘকাল বনে বনে ভ্রমণের পর দুর্ব্বৃত্ত দশানন হরণ করিল, আবার অযোধ্যায় আসিয়া আর এক প্রকার নূতন বিপদে পতিত হইলেন। রাজ্যের অশিক্ষিত লোকগণ, দীর্ঘকাল রাবণ আলয়ে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া সীতার চরিত্র বিষয়ে নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিল। প্রজাবৎসল রঘুনাথ লোকরঞ্জন অনুরোধে পূর্ণগর্ভা আসন্ন-প্রসবা জানকীকে পরিত্যাগ করিলেন। আহা! সেই প্রকৃতিরঞ্জনের নাম স্মরণ করিয়া কোন্ ভারতবাসীর হৃদয় গৌরবে পূর্ণ না হয়? তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন——

"স্নেহং দয়াং তথা সখ্যং যদিবা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥"

এবং স্থিরচিত্তে সেই প্রতিজ্ঞা পালনও করিয়াছিলেন, সীতাকে অনন্যহৃদয়া জানিয়াও কেবল লোকরঞ্জনানুরোধে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সীতা অরণ্য প্রবেশ করিলেন। তথায় বাল্মীকির আশ্রয়ে যমজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। কুশ ও লব মুনির আশ্রয়ে মাতৃস্নেহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন (১)। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন

১। রাম মনে মনে সীতাকে নিরপরাধা জানিয়াও কেবল লোক রঞ্জনানুরোধেই তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সীতার অরণ্য প্রবেশ করিয়া সন্তান প্রসবের বহুকাল পরে তাপস প্রবর বাল্মীকি রাম সমক্ষে উপস্থিত হইয়া সীতাকে পুনর্গ্রহণের প্রার্থনা করেন। রাম সম্মতি প্রকাশ করিলে ঋষিপ্রবর বাল্মীকি সীতাসহ রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হন। সেই সময় রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন "আমি মনেমনে সীতাকে নিষ্পাপ জানিয়া ও কেবল লোক-

চারি ভ্রাতা আট সন্তান রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। তাঁহাদিগের লোকান্তর গমনের পর রঘুবংশ (সূর্য্যবংশ) অষ্টশাখায় বিভক্ত হইল। কুশের বংশজাতগণ অযোধ্যার সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছিলেন (১)। লবাদি সপ্তভ্রাতা কুলক্রমাগত প্রথানুসারে বিদ্যা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ কুশকে সমুদায় রাজ্য ও দ্রব্যাদির আধিপত্য প্রদান করিলেন। রামচন্দ্রের পরলোক গমনের পর কুশ কিছুদিন কুশাবতী নগরে বাস করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার পৈতৃক রাজধানী অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল তত্রত্য সিংহাসনের শোভা বৃদ্ধি করেন। যে সময়ে কুশ কুশাবতীনগরে বাস করিতেছিলেন সে সময় অযোধ্যার নিতান্ত হীনাবস্থা হইয়াছিল। তক্ষককুলের পঞ্চম, কুমুদ নাগ স্বীয় ভগিনী কুমুদ্বতীকে উপযাচক হইয়া ত্রিলোকনাথ রামচন্দ্রের পুত্র মহারাজ কুশের করে অর্পণ করেন। একদা ত্রিদশনাথ ইন্দ্রের সাহায্যার্থে মহারাজ কুশ দুর্জ্জয় নামক দানবের সহ যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছিলেন। উক্ত সমরে যদিও দানব সমরপ্রাঙ্গনে

রঞ্জনানুরোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে সর্ব্বসমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা গৌরবের সহিত আত্ম সংশুদ্ধি পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সীতা গৃহে আগমন করুণ।" কথিত আছে সীতা তাহাতে অসম্মত হইয়া জননী ধরিত্রীকে দ্বিধা হইয়া অঙ্কে স্থান দিতে বলিবামাত্র পৃথিবী দুই খণ্ডে বিভক্ত হইলেন; সীতা তাহাতে প্রবেশ করিলেন।

১। এই স্থলে কর্ণেল টড্ লববংশীয়গণ অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হরিবংশ, রঘুবংশ প্রভৃতি কুশের বংশ তালিকা প্রদান করিয়াছেন। রঘুবংশে লিখিত হইয়াছে।

"অতিথিং নাম কাকুস্থাৎ পুত্রমাপ কুমুদ্বতী
রঘুবংশং সপ্তদশঃ সর্গঃ

"কুমুদ্বতী কাকুস্থাৎ কুশাৎ অতিথিং নাম পুত্রং" ইত্যাদি টীকা। অন্যত্র

"পৌত্রঃ কুশস্যাপি কুশেশ যাক্ষঃ সসাগরাং সাগর ধীর চেতাঃ।
একাত পত্রাংভুব মেকবীরঃ পুরার্গলা দীর্ঘ ভুজো বুভোজ॥
রঘুবংশ অষ্টাদশ সর্গঃ।

কিন্তু কর্ণেল টড্ "The geneology of the Cuchawas is not given being imperfect"—Tod's Rajasthan table II. বলিয়া লবের বংশ তালিকা দিয়াছেন অথচ নাম সকল উভয় গ্রন্থেই প্রায় এক প্রকার।

করিয়াছিলেন, এক্ষণে রাবণের মৃত্যুতে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাবণের বনিতা মন্দোদরী বিভীষণের মহিষী হইলেন।

দশানন নিহত হইলে প্রবল সমরাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। সাধারণ সমক্ষে সীতার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। লঙ্কাসমর সহায় বন্ধুগণ, জানকী, লক্ষ্মণাদির সহিত রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

জানকীর অদৃষ্টে সুখ নাই। তিনি বিবাহের কিছু দিবস পরেই স্বামীর সহিত বনে গমন করিলেন, দীর্ঘকাল বনে বনে ভ্রমণের পর দুর্ব্বৃত্ত দশানন হরণ করিল, আবার অযোধ্যায় আসিয়া আর এক প্রকার নূতন বিপদে পতিত হইলেন। রাজ্যের অশিক্ষিত লোকগণ, দীর্ঘকাল রাবণ আলয়ে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া সীতার চরিত্র বিষয়ে নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিল। প্রজাবৎসল রঘুনাথ লোকরঞ্জন অনুরোধে পূর্ণগর্ভা আসন্ন-প্রসবা জানকীকে পরিত্যাগ করিলেন। আহা! সেই প্রকৃতিরঞ্জনের নাম স্মরণ করিয়া কোন্ ভারতবাসীর হৃদয় গৌরবে স্ফুর্ণ না হয়? তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন——

"স্নেহং দয়াং তথা সখ্যং যদিবা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥"

এবং স্থিরচিত্তে সেই প্রতিজ্ঞা পালনও করিয়াছিলেন, সীতাকে অনন্যহৃদয়া জানিয়াও কেবল লোকরঞ্জনানুরোধে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সীতা অরণ্য প্রবেশ করিলেন। তথায় বাল্মীকির আশ্রয়ে যমজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। কুশ ও লব মুনির আশ্রয়ে মাতৃস্নেহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন (১)। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন

১। রাম মনে মনে সীতাকে নিরপরাধা জানিয়াও কেবল লোক রঞ্জনানুরোধেই তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সীতার অরণ্য প্রবেশ করিয়া সন্তান প্রসবের বহুকাল পরে তাপস প্রবর বাল্মীকি রাম সমক্ষে উপস্থিত হইয়া সীতাকে পুনর্গ্রহণের প্রার্থনা করেন। রাম সম্মতি প্রকাশ করিলে ঋষিপ্রবর বাল্মীকি সীতাসহ রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হন। সেই সময় রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন "আমি মনেমনে সীতাকে নিষ্পাপ জানিয়া ও কেবল লোক-

চারি ভ্রাতা আট সন্তান রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। তাঁহাদিগের লোকান্তর গমনের পর রঘুবংশ (সূর্য্যবংশ) অষ্টশাখায় বিভক্ত হইল। কুশের বংশজাতগণ অয়োধ্যার সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছিলেন (১)। লবাদি সপ্তভ্রাতা কুলক্রমাগত প্রথানুসারে বিদ্যা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ কুশকে সমুদায় রাজ্য ও দ্রব্যাদির আধিপত্য প্রদান করিলেন। রামচন্দ্রের পরলোক গমনের পর কুশ কিছুদিন কুশাবতী নগরে বাস করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার পৈতৃক রাজধানী অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল তত্রত্য সিংহাসনের শোভা বৃদ্ধি করেন। যে সময়ে কুশ কুশাবতীনগরে বাস করিতেছিলেন সে সময় অযোধ্যার নিতান্ত হীনাবস্থা হইয়াছিল। তক্ষককুলের পঞ্চম, কুমুদ নাগ স্বীয় ভগিনী কুমুদ্বতীকে উপযাচক হইয়া ত্রিলোকনাথ রামচন্দ্রের পুত্র মহারাজ কুশের করে অর্পণ করেন। একদা ত্রিদশনাথ ইন্দ্রের সাহায্যার্থে মহারাজ কুশ দুর্জ্জয় নামক দানবের সহ যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছিলেন। উক্ত সমরে যদিও দানব সমরপ্রাঙ্গনে

রঞ্জনানুরোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে সর্ব্বসমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা গৌরবের সহিত আত্ম সংশুদ্ধি পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সীতা গৃহে আগমন করুণ।" কথিত আছে সীতা তাহাতে অসম্মত হইয়া জননী ধরিত্রীকে দ্বিধা হইয়া অঙ্কে স্থান দিতে বলিবামাত্র পৃথিবী দুই খণ্ডে বিভক্ত হইলেন; সীতা তাহাতে প্রবেশ করিলেন।

১। এই স্থলে কর্ণেল টড্ লববংশীয়গণ অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হরিবংশ, রঘুবংশ প্রভৃতি কুশের বংশ তালিকা প্রদান করিয়াছেন। রঘুবংশে লিখিত হইয়াছে।

"অতিথিং নাম কাকুস্থাৎ পুত্রমাপ কুমুদ্বতী
রঘুবংশং সপ্তদশঃ সর্গঃ

"কুমুদ্বতী কাকুস্থাৎ কুশাৎ অতিথিং নাম পুত্রং" ইত্যাদি টীকা। অন্যত্র

"পৌত্রঃ কুশস্যাপি কুশেশ যাক্ষঃ সসাগরাং সাগর ধীর চেতাঃ।
একাত পত্রাংভুব মেকবীরঃ পুরার্গলা দীর্ঘ ভুজো বুভোজ॥
রঘুবংশ অষ্টাদশ সর্গঃ।

কিন্তু কর্ণেল টড্ "The geneology of the Cuchawas is not given being imperfect"—Tod's Rajasthan table II. বলিয়া লবের বংশ তালিকা দিয়াছেন অথচ নাম সকল উভয় গ্রন্থেই প্রায় এক প্রকার।

শয়ন করিয়াছিল তথাপি মহারাজ কুশও মৃত্যুর হস্তে রক্ষা পান নাই। কুশের পরলোক গমনের পর তদীয় সহধর্ম্মিণী স্বামীর সহগমন করেন।

কুমুদ্বতীর গর্ভে কুশের এক সন্তান হইয়াছিল। তাঁহার নাম অতিথি। রাজকুমারকে যথাবিধি শিক্ষিত এবং উপযুক্ত কন্যার পাণিগ্রাহী করিয়া কুশ পরলোক গত হইয়াছিলেন। মন্ত্রিগণ মহাসমারোহে মহারাজ অতিথির রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মহারাজ অতিথি সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ প্রজাদিগের হিতৈষী পিতা এবং অতিথিবৎসল ছিলেন। ইহাঁর রাজ্য কখন কোন বিদেশীয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় নাই। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দ্বারা ইহাঁর রাজ্য মধ্যে কখন শস্যহানিজনিত প্রকৃতি-বৃন্দের কষ্ট উপস্থিত হয় নাই। মহারাজ অতিথি যথাকালে পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দেহ পরিত্যাগ করেন।

নিষধ রাজকুমারীর গর্ভে মহারাজ অতিথির নিষধ নামক এক পুত্র হইয়াছিল। নিষধ যথাকালে দেহত্যাগ করিলে তৎ পুত্র নল পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। নল অতীব পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। মহারাজ নল বৃদ্ধাবস্থায় বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

স্বীয়পুত্র নভকে উত্তর কোশলের সিংহাসন প্রদান করিয়া মহারাজ নল বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে নভ প্রজাগণের অনুরাগভাজন হইয়া রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। নভের পুত্র পুণ্ডরীক স্বীয় পুত্র ক্ষেমধন্বাকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বার্দ্ধক্যে তপোবন আশ্রয় করিয়াছিলেন।

ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবাণীক। যুদ্ধবিদ্যায় ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন রণস্থলে ইনি সৈন্য সকলের সম্মুখভাগে অবস্থান করিতেন। দেবাণীকের পুত্র অহীনগু। অহীনগু অতিশয় প্রিয়ম্বদ ছিলেন। অহীনগু লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার পুত্র পারিযাত্র পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। পারিযাত্রের পুত্র শিল। শিল স্বীয় পুত্র উন্নাভকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া জীবনলীলা সম্বরণ করেন। উন্নাভের পুত্র বজ্রগর্ভ।

বজ্রগর্ভের পুত্র শঙ্খনাভ। শঙ্খনাভ দেহত্যাগ করিলে তৎপুত্র অশ্বিরূপ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাগরতীরে সৈন্য ও অশ্ব সন্নিবেশ করিয়া-

ছিলেন বলিয়া ইহাঁকে ব্যূষিতাশ্ব কহিত। অশ্বিরূপের পুত্র বিশ্বসহ। বিশ্বসহ হিরণ্যনাভ নামে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন।

হিরণ্যনাভের পুত্র কৌশল্য। কৌশল্য স্বীয় পুত্র ব্রহ্মিষ্ঠকে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া "মুক্তিলাভ" করিয়াছিলেন। ব্রহ্মিষ্ঠ দেহ-ত্যাগ করিলে তৎ পুত্র সুদর্শন রাজ্যে অধিকার লাভ করিলেন। সুদর্শন পরলোক গমন করিলে অগ্নিবর্ণ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অগ্নিবর্ণ সর্ব্বদা রমণীসহবাসে থাকিতেন। অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ জন্য অচিকিৎস্য ক্ষয়রোগগ্রস্থ হইয়া অগ্নিবর্ণ জীবন পরিত্যাগ করেন।

অগ্নিবর্ণ নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। ইহাঁর স্ত্রী নিকরের মধ্যে সৌভাগ্যবশতঃ একজন অন্তঃসত্তা ছিলেন। সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকেই সিংহাসনে আরুঢ় করেন। আজি আমরা প্রথম আর্য্য রমণীর হস্তে রাজদণ্ড দেখিলাম। যথাকালে রাণী এক পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রের নাম শীঘ্র। তৎপরে মরু, পশুশ্রুত, সুগন্ধি, অমর্ষ, মহস্বান এবং বিশ্রুতবান্ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। বিশ্রুতবানের পুত্র বৃহদ্বল। ইনি ভারত সমরে অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

দশম অধ্যায়।

চন্দ্রবংশ।

বৃহস্পতিবনিতা তারা হরণ—দেবাসুরেররযুদ্ধ—বুধ—পুরূরবা—আয়ু—নহষবংশ—পূরুবংশ—তুর্ব্বসুবংশ—দ্রুহ্যবংশ—অনুবংশ—পুরুবংশ—সুহোত্রবংশ—ধন্বন্তরি।

সহস্রশীর্ষা পরমপুরুষ ভগবানের নাভিহ্রদ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র অত্রি। অত্রির নেত্র হইতে সোমের উৎপত্তি। এই সোমকে ভগবান ব্রহ্মা বিপ্র ওষধি এবং নক্ষত্রনিকরের অধিপতি করিয়াছিলেন। অনন্তর সোম রাজসূয় সমাধান্তে সাতিশয় দর্পহেতু বলপ্রয়োগ দ্বারা দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু সোম তাঁহার বনিতাকে প্রত্যর্পণ করিলেন না। সমুদয় দেবতাগণ বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। বৃহস্পতির সহিত দৈত্যগুরু শুক্রাচর্য্যের মনোবিবাদ ছিল। শুক্রাচার্য্য অসুরগণসহ সোমের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ভগবান্ হর 'সকল ভূতগণে পরিবৃত হইয়া' সোমের সাহায্যার্থে বদ্ধ পরিকর হইলেন (১)। তাঁহার জন্য দেবতা এবং অসুরগণের মধ্যে ঘোরতর সমর আরব্ধ হইল। কিয়দ্দিবস যুদ্ধ হইলে পর বৃহস্পতি ভগবন্ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া সমস্ত বিষয় বিবরণ করিলে ব্রহ্মা সোমকে নিকটে আহ্বান করিয়া তারাকে প্রত্যার্পণ করিতে আদেশ করিলেন। বৃহস্পতি-বণিতা সোমসন্নিধানে অবস্থান সময়ে অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছিলেন। কিয়দ্দিবসাবসানে তাঁহার এক

১। মহাদেবকে কখন দেবতার পক্ষ অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি এমন স্মরণ হয় না। এইস্থানে কথিত হইয়াছে, মহাদেব অঙ্গিরার নিকট বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া সোমের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। মহাদেবের বিদ্যাশিক্ষার উল্লেখ আর কোন স্থানে নাই।

কনকপ্রভ কুমার জন্মিল। পরম লাবণ্যবিশিষ্ট কুমার দর্শনে বৃহস্পতি ও সোম উভয়ে বালকের জন্য বিবাদ উপস্থিত করিলেন। পিতামহ তারাকে নির্জ্জনে লইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে এই কুমার সোমের আত্মজ। ব্রহ্মা এই বালকে গম্ভীর বুদ্ধির লক্ষণ দেখিয়া ইহার নাম বুধ রাখিলেন। মনু-দুহিতা ইলা বুধকে কর প্রদান করিয়াছিলেন। বুধের ঔরষে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়।

পুরূরবা অপ্সরা উর্ব্বশীর করগ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। উর্ব্বশীর গর্ভে পুরূরবার আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, অয়, বিজয় এবং জয় নামক ছয়টী সন্তান হয়। আয়ুর পাঁচ সন্তান নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি, রাভ এবং অনেনা। আমরা প্রথমে নহুষের বংশাবলী আলোচনা করিতেছি।

মহারাজ নহুষের যতি, যযাতি, শর্য্যাতি, আয়তি, বিয়তি এবং কৃতি নামে ছয়টি সন্তান হইয়াছিল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যতি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যযাতি শুক্রাচার্য্য এবং বৃষপর্ব্বার দুই কন্যার করগ্রহণ করিয়াছিলেন। যযাতির যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরু এই পাঁচ সন্তান হইয়াছিল। মহারাজ যযাতি অতিশয় কামুক ছিলেন। কাম-পরতন্ত্র হইয়া শুক্রাচার্য্য দুহিতার অপ্রিয় সাধন করায় শুক্রাচার্য্য-শাপে তিনি জরাগ্রস্থ হইয়াছিলেন। বিষয় বাসনা পরিতৃপ্ত না হওয়ায় তিনি স্বীয় জরা কোন পুত্রকে অর্পণ করিতে অভিলাষ করিলেন। যযাতি সন্তান নিকরকে আহ্বান করিয়া জরা প্রদানের প্রস্তাব করিলে ক্রমে ক্রমে সকলেই অসম্মত হইল পরিশেষে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু পিতার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পিতৃ-জরাগ্রহণ করিলেন। যযাতিও ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন।

যযাতির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল এবং রিপু নামে চারি সন্তান হইয়াছিল। সহস্রজিতের সন্তান শতজিৎ। তাঁহার তিন পুত্র

১। উর্ব্বসী ও পুরূরবার প্রণয়কাহিণী বিস্তর সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বসী এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই লিখিত। ভা, পু৯।১৪ হরিবংশ ২৬; শতপথ ব্রাহ্মণ ৯।৫।১।১; বিষ্ণুপুরাণ ৪।৬।১৯ ঋক্‌বেদ ১০।৯৫ and Oxford Essays for 1856pp62f দেখ।

মহাহয়, রেণুহয় এবং হৈহয়। মহাহয় এবং রেণুহয়ের বংশ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অধস্তন পঞ্চম সংখ্যক নৃপতি ভদ্রসেন। ভদ্রসেনের দুই সন্তান, দুর্ম্মদ ও ধনক। কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা এবং কৃতৌজা ধনকের এই চারি সন্তান হইয়াছিল। কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুন। ইনি সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কথিত আছে এই অর্জ্জুনের সহস্র তনয় হইয়াছিল, তন্মধ্যে পাঁচটীর মাত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা, জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষণ, মধু এবং উর্জ্জিত। জয়ধ্বজের পুত্র তালজঙ্ঘ এবং মধুর পুত্র বৃষ্ণি। অপর দুই জনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তালজঙ্ঘের পুত্র বীতিহোত্র।

যদুর দ্বিতীয় পুত্র ক্রোষ্টুর সন্তান বৃজিনবান্। বৃজিনবানের অধস্তন চতুর্থ সংখ্যক শশবিন্দু। শশবিন্দুর অনেক সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে পৃথুশ্রবা, পৃথুকীর্ত্তি এবং পৃথুযশা এই তিন জনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথুশ্রবার অধস্তন তৃতীয় সংখ্যক রুচক। রুচকের পাঁচ পুত্র যথা পুরুজিৎ, রুক্ম, রুক্মেষু, পৃথু এবং জ্যামঘ। শৈব্যা গর্ভে জ্যামঘের বিদর্ভ নামক এক পুত্র হইয়াছিল। কুশ, ক্রথ এবং রোমপাদ নামক বিদর্ভের তিন সন্তান হইয়াছিল। কুশবংশের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদর্ভের দ্বিতীয় সন্তান ক্রথের তনয় কুন্তি ও তৎসুত বৃষ্ণি, বৃষ্ণির অধস্তন দ্বাদশ সংখ্যক মধু। মধুর প্রপৌত্র পুরুহোত্র। পুরুহোত্রের পৌত্র সাত্বতের ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক এবং মহাভোজ নামক সাত সন্তান হইয়াছিল। ভজমানের নিম্নোচি, কিঙ্কন, ধৃষ্টি শতজিৎ সহস্রজিৎ এবং অযুতাজিৎ এই ছয় সন্তান। সাত্বতের চতুর্থসংখ্যকাপত্য বৃষ্ণির দুই সন্তান সুমিত্র এবং যুধাজিৎ। শিনি এবং অনমিত্র নামক গুণসম্পন্ন দুই কুমার রাখিয়া যুধাজিৎ লোকান্তর গমন করেন। অনমিত্রের নিম্ন, শিনি এবং বৃষ্ণি নামক তিন পুত্র হইয়াছিল। নিম্নবংশের কোন বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। শিনির পৌত্র যুযুধান, যুযুধানের অধঃস্তন তৃতীয় সংখ্যক যুগন্ধর।

অনমিত্রের তৃতীয় সংখ্যকাপত্য বৃষ্ণির সফল্ক এবং চিত্ররথ নামক দুই

সন্তান হইয়াছিল। চিত্ররথের দুই পুত্র পৃথু এবং বিদূরথ। বিদূরথের অধস্তন পঞ্চম সংখ্যক হৃদিকের তিন পুত্র হইয়াছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দেবমীঢ় হইতে শূর উৎপন্ন হইয়াছিলেন। শূর মারিষার করগ্রহণ করিয়াছিলেন। মারিষার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ প্রভৃতি দশ পুত্র এবং পৃথা শ্রুতদেবা প্রভৃতি পাঁচ কন্যা হইয়াছিল। মহারাজ শূরের সখা কুন্তিরাজ অপুত্রক ছিলেন, সেই জন্য শূর স্বীয় সখাকে আপনার তনয়া পৃথাকে দান করিয়াছিলেন। পৃথা গৃহাগত মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে পরিচর্য্যা দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া দেবাহ্বান বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে একদা পৃথা ঋষিপ্রদত্ত বিদ্যার বীর্য্য পরীক্ষার্থ সূর্য্যদেবকে আহ্বান করায়, তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভগবন্ সূর্য্যের ঔরসে কুমারী অবস্থায় পৃথার এক সন্তান হইয়াছিল। পৃথা লোক ভয়ে এই কুমারকে নদীজলে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই কুমারই মহাবীর অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণ। মহারাজ সত্যবিক্রম পাণ্ডু পৃথার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুরুষবংশীয় মহারাজ বৃদ্ধশর্ম্মার সহিত শূরের দ্বিতীয় কন্যা শ্রুতদেবার পরিণয় ক্রিয়া সমাধান হইয়াছিল। শ্রুতদেবার গর্ভে দন্তবক্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শূরের অপর কন্যাত্রয়ের পরিণয় কৈকয়বংশীয় ধৃষ্টকেতু, জয়সেন এবং চেদিরাজ দমঘোষের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। দমঘোষের পুত্র শিশুপাল। অন্ধকবংশীয় দেবকের সাত কন্যা ছিল। বসুদেব এই সাত কন্যারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রিপ্রবর পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ এই দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাত্বতের ষষ্ঠ সংখ্যকাপত্য অন্ধকের চারি সন্তান কুকুর, ভজমান, শুচি এবং কম্বলবর্হিষ। কুকুরের অধস্তন নবম সংখ্যক আহুকের দুই পুত্র দেবক এবং উগ্রসেন। দেবকের চারি পুত্র এবং দেবকী প্রভৃতি সাত কন্যা হইয়াছিল। উগ্রসেনের কংস প্রভৃতি নয় পুত্র এবং পাঁচ কন্যা হইয়াছিল। এই পাঁচ কন্যার বসুদেবের অনুজ দেবভাগাদির সহিত বিবাহ হইয়াছিল।

যযাতির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তান তুর্ব্বসু এবং দ্রুহ্যুর সন্তানপ্রদ বংশ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কথিত আছে দ্রুহ্যুর অধস্তন অষ্টম সংখ্যক

প্রচেতার শত পুত্র হইয়াছিল। ইহাঁরা সকলেই উত্তরদিকে অবস্থিত হইয়া ম্লেচ্ছাধিপতি হইয়াছেন।

যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর সভানর, চক্ষু এবং পরেক্ষু নামক তিন সন্তান হইয়াছিল। সভানরের অধস্তন পঞ্চম সংখ্যক নরপতি মহামনার উশীনর এবং তিতিক্ষু নামক দুই পুত্র হইয়াছিল। উশীনরের বিশেষ বংশবিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিতিক্ষুর অধস্তন চতুর্থ সংখ্যক নরপতি বলির খল-পান, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র এবং ওড্র প্রভৃতি কতকগুলি সন্তান হইয়াছিল। খলপানের পৌত্র চিত্ররথ। ইনি রোমপাদনামেও অভিহিত হইতেন। মহারাজ দশরথ স্বীয় সখা নিঃসন্তান রোমপাদকে শান্তা নাম্নী কন্যা অর্পণ করিয়াছিলেন। রোমপাদের অধস্তন দশম সংখ্যক নরপতি অধিরথি একদা গঙ্গাতটে ক্রীড়া করিতে করিতে পৃথা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মঞ্জুষা মধ্যে কানীন শিশু প্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় গৃহে আনিয়া প্রতিপালন করেন। এই পুত্র মহাবীর কর্ণ, কর্ণের পুত্র বৃষসেন।

মহরাজ যযাতির পঞ্চমপুত্র পুরুর বংশ-বিবরণ কথঞ্চিৎ আলোচনা কাহারই অপ্রিয় হইবার সম্ভব নাই। এই মহাবংশ হইতে বিবিধ রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পুরুর অধস্তন দশম নৃপতি রৌদ্রাশ্ব। ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে রৌদ্রাশ্বের নয়টী পুত্র হইয়াছিল, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ঋতেয়ু। ঋতেয়ুর সন্তান রন্তিনাব। রন্তিনাবের তিন পুত্র সুমতি, ধ্রুব এবং অপ্রতিরথ। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, তৎপুত্র মেধাতিথি। মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ব প্রভৃতি দ্বিজগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

রন্তিনাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুমতির পৌত্র দুষ্মন্ত। একদা মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়াব্যপদেশে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ঋষিবরের পালিতা কন্যা লাবন্যবতী শকুন্তলাকে দর্শন করেন। রূপবিমুগ্ধ রাজা, মহর্ষির অনুপস্থিতিতে গান্ধর্বমতে ঋষিবালার করগ্রহণ করেন। কুসুম-সুকুমারী সুশীলা শকুন্তলার গর্ভে মহারাজ দুষ্মন্তের সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন ভরত নামক এক কুমার হইয়াছিল। মহারাজ দুষ্মন্ত উপরত হইলে মহাযশস্বী ভরত সিংহাসনারূঢ় হইয়া চক্রবর্ত্তী হইয়া ছিলেন। ইনি বিবিধ অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং দিগ্বিজয় কালে হূণ, যবন, পৌণ্ড্র, কঙ্ক খেশ, শক এবং অন্যান্য অব্রহ্মন্য নৃপতি নিকরকে নিহত করিয়া ছিলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত উতথ্য-নন্দন ভরদ্বাজকে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

ভরদ্বাজের পুত্র মন্যুর বৃহৎক্ষেত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর এবং গর্গ নামক পাঁচটী পুত্র হইয়াছিল। গর্গেরপুত্র, শিনি, তৎপুত্র গার্গ। গর্গেরবংশে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছিল। মন্যুর সর্ব্বজ্যেষ্ঠপুত্র বৃহৎক্ষেত্রের পুত্র হস্তি। ইনি হস্তিনাপুর নির্ম্মান করিয়া ছিলেন। অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় এবং পুরুমীঢ় নামক ইহাঁর তিন তনয় হইয়াছিল। অজমীঢ়ের প্রিয়মেধ, বৃহদ্ধনু, নীল এবং ঋক্ষ নামক চারি পুত্র হইয়াছিল। প্রিয়মেধ হইতে বিবিধ দ্বিজগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অজমীঢ়ের দ্বিতীয়পুত্র বৃহদ্ধনুর অধস্তন চতুর্থ সংখ্যক স্যেনজিৎ। স্যেনজিতের চারি পুত্র রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য এবং বৎস (১)। রুচিরাশ্বের পৌত্র নীপ। নীপের পুত্র যোগীব্রহ্মদত্ত। সরস্বতী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে ব্রহ্মদত্তের বিষ্বক্সেন নামক এক সন্তান হইয়াছিল। ইনি জৈগীষব্যের উপদেশে যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

অজমীঢ়ের তৃতীয় পুত্র নীলের অধস্তন পঞ্চম সংখ্যক ভর্ম্ম্যাশ্বের মুদ্গল, যবীনর, বৃহদশ্ব কাম্পিল্ল এবং সঞ্জয় নামক পাঁচ পুত্র হইয়াছিল। এই পাঁচপুত্র পঞ্চাল সংজ্ঞায় আখ্যাত। মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্য নামক ব্রহ্মগোত্র নিবৃত্তি হইয়াছিল। ইহাঁ হইতে এক শুভনরমিথুন উৎপন্ন হয়। দিবোদাস নর এবং অহল্যানারী। দিবদাসের অধস্তন পঞ্চম সংখ্যক নৃপতি সোমক। সোমকের একশত সন্তান হইয়াছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জন্তু এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ পৃষৎ। পৃষতের পুত্র দ্রুপদ। দ্রুপদের ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পুত্র এবং দ্রৌপদী নাম্নী এক কন্যা হইয়াছিল। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর করগ্রহণ করিয়া ছিলেন। ধৃষ্ট-দ্যুম্নের পুত্র ধৃষ্টকেতু। মুদ্গল দুহিতা অহল্যা গোতমকে করপ্রদান করিয়াছিলেন। অহল্যাগর্ভে গোতমের শতানন্দ নামক এক পুত্র হইয়াছিল। শতানন্দসুত সত্যধৃতি ধনুর্ব্বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সত্যধৃতির পুত্র শরদ্বান হইতে এক নরমিথুন উৎপন্ন হইয়াছিল। মহারাজ শান্তনু এই নরমিথুনকে

১। এই বৎস হইতেই কি বাৎস্যগোত্র হইয়াছে?

প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এই বালক কৃপ এবং বালীকা কৃপী। কৃপী দ্রোণাচার্য্যের পত্নী হইয়াছিলেন।

আজামীঢ়ের চতুর্থপুত্র ঋক্ষের পৌত্র কুরু। কুরুর চারি সন্তান, পরীক্ষি, সুধনু, জহ্নু এবং নিষধ। পরীক্ষিবংশের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়না। সুধনুর প্রপৌত্র কৃতীর পাঁচ সন্তান। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বসুর পুত্র বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথের দুইপুত্র কুশাগ্র এবং জরাসন্ধ। কথিত আছে জরারাক্ষসী প্রাণ-রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া বৃহদ্রথের দ্বিতীয় পুত্রের জরাসন্ধ আখ্যা হইয়াছিল। এই জরাসন্ধ ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া গুর্জ্জরে পলায়ন করিয়াছিলেন। ইনি ভীমের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের দুইপুত্র সোমাপি এবং মার্জ্জারি। ইহাঁদের বংশবিবরণ বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য নহে।

কুরুর তৃতীয় সন্তান জহ্নুর অধস্তন একাদশ সংখ্যক নৃপতি প্রতীপের তিনপুত্র দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লিক। দেবাপি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য গমন করিয়াছিলেন। মধ্যম শান্তনু রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে ইনি যে কোন জীর্ণ পুরুষকে করদ্বারা স্পর্শ করিতেন সেই ব্যক্তিই যৌবন প্রাপ্ত হইয়া শান্তিলাভ করিত এইজন্য ইহাঁর নাম শান্তনু। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে উল্লঙ্ঘণ করিয়া শান্তনু রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজ্যমধ্যে দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। শান্তনুর চারি সন্তান ভীষ্ম, বাহ্লীক, চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য্য।

মহাভাগ ভীষ্ম ধর্ম্মজ্ঞগনের শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান, এবং বীর সমূহের অগ্রণী ছিলেন। ইনি সংগ্রামে পরশুরামেরও সন্তোষ উৎপাদন করিতেন। বাহ্লীকসুত সোমদত্তের ভূরি, ভুরিশ্রবা এবং শাল এই তিন পুত্র হইয়াছিল। চিত্রাঙ্গদ নামক জনৈক গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। অতিশয় ইন্দ্রিয় পরবশ হওয়ায় বিচিত্রবীর্য্য অল্পকাল মধ্যে নিধন প্রাপ্ত হন। বিচিত্রবীর্যের মাতা সত্যবতীর এককানীন পুত্রছিল। ঐ পুত্র বেদপুরাণাদি সংগ্রাহক ব্যাস। বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে, ব্যাস, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর এই তিন পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

গান্ধারীগর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন প্রভৃতি একশত পুত্র এবং দুঃশলানাম্নী এককন্যা হইয়াছিল। পাণ্ডুর পঁচ সন্তান, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, এবং সহদেব। এই পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী দ্রৌপদী। দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চপাণ্ডব হইতে পাঁচটীপুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। পাণ্ডবগণের অন্যান্য বনিতা হইতে আরও সাতটী পুত্র হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের দ্রৌপদীগর্ভজাত পুত্র প্রতিবন্ধ ব্যতীত দেবক নামক তাঁহার আর এক পুত্র ছিল। ভীমের তিন সন্তান, দ্রৌপদীগর্ভজ শ্রুতসেন, হিড়িম্বাগর্ভজ ঘটোৎকচ এবং কালীগর্ভজ সর্ব্বগর্ভ। শ্রুতকীর্ত্তি, বভ্রুবাহন এবং অভিমন্যু এই তিন জন অর্জ্জুনের সন্তান। তন্মধ্যে শ্রুতকীর্ত্তি দ্রৌপদীর গর্ভজ। নকুলের দুই সন্তান দ্রৌপদী গর্ভজাত শতানীক এবং করেনুমতি গর্ভজাত নরমিত্র। দ্রৌপদীর গর্ভে সহদেবের শ্রুতকর্ম্মা নামে এক পুত্র হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন সুহোত্র নামক তাঁহার অপর এক পুত্র ছিল।

বীর-প্রবর অর্জ্জুণ-পুত্র অভিমন্যু, পরিক্ষীৎ নামক এক পুত্র রাখিয়া সমর-শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। পরিক্ষীতের চারি পুত্র, জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন এবং উগ্রসেন। ইহাঁদিগের বংশ বিবরণ বর্ত্তমান পুস্তকের আলোচ্য নহে।

হস্তির দ্বিতীয় পুত্র দ্বিমীঢ়ের সন্তান যবীনর। যবীনরের অধস্তন সপ্তম সংখ্যক কৃতী। ইনি হিরন্যলাভের নিকট যোগ প্রাপ্ত হইয়া প্রাচ্য সামের ছয়খানি সংহিতা বিভাগ পূর্ব্বক অধ্যাপন করেন। ইহাঁর বংশাবলীর আর কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

আয়ুর দ্বিতীয় পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ, তৎপুত্র সুহোত্র। সুহোত্রের তিন পুত্র কাশ্য, কুশ, গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পৌত্র শৌনিক, ইনি বহ্বৃচ প্রবরীয় ঋষি হইয়াছিলেন। কাশ্যের প্রপৌত্র দীর্ঘতমা। তাহার সন্তান ধন্বন্তরি। ইনি আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তক, যজ্ঞভাগভোগী এবং স্মৃত হইবামাত্র রোগনিবারক। কাশ্যের বংশাবলীর আর কোন সন্তোষকর বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং আমরা কতকগুলি মাত্র নামের নিরস তালিকা প্রদান করিয়া পাঠকমণ্ডলীর ধৈর্য্যচ্যুতি বাসনা করি না। পুরুরবার অপর পুত্রগণের বিবরণও পাঠকসমাজের প্রীতিপ্রদ হইবে না সুতরাং এস্থলে আমরা তাহার আলোচনা করিতে নিরস্ত হইলাম। কৌতূহল-পরায়ণ পাঠকের জন্য একটী স্বতন্ত্র বংশ-পত্রিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়।

কুরুবংশ।

মহাভারত—ব্যাস—বংশাবলী—যতুগৃহ—বনবাস—হস্তিনাপুর—অক্ষক্রীড়া—ভারতসমর—ভারতসমরের ফল—কৃষ্ণ—রাজসূয়—জরাসন্ধ—ভারতসমরে শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠিরের বিরাগ—যদুবংশ ধ্বংশ—যাদবরমণী—মহাপ্রস্থান।

রামায়ণ বর্ণিত সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপের পর মহাভারত বিবৃত চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের ইতিবৃত্ত ভিন্ন তাদৃশ আর কোন সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা দেখা যায় না। রামায়ণের কত দিবস পরে মহাভারত বর্ণিত ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল নিশ্চয় করিয়া বলা দুঃসাধ্য; তবে রামায়ণের পর যে মহাভারতের ঘটনাগুলি সঙ্ঘটিত হইয়াছিল তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এস্থলে মহাভারত বর্ণিত ঘটনার সংক্ষেপ বর্ণন বোধ হয় কাহারও অপ্রিয় হইবে না।

বেদ বিভাগকর্ত্তা ব্যাসদেব মহাভারতের রচয়িতা। মহাভারত বহু বিস্তৃত গ্রন্থ, এই গ্রন্থোক্ত যাবতীয় বিষয় এই সামান্য গ্রন্থে নিবেশ করা অসম্ভব, তবে দুই চারিটী স্থূল স্থূল ঘটনামাত্র এস্থলে উল্লিখিত হইবে।

চন্দ্রের সন্তান বৃহস্পতি। বৃহস্পতির সন্তান বুধ। কুরু বুধ হইতে গণনায় অধস্তন ত্রিংশত্তম পুরুষ। এই বিখ্যাতনামা কুরু হইতেই চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণ কৌরব নামে অভিহিত। কুরুর চারি সন্তান, তন্মধ্যে সুধনুর বংশে সুবিখ্যাত মগধরাজ জরাসন্ধ ও জহ্নুর বংশে প্রতীপ জন্মগ্রহণ করেন। কুরু হইতে জরাসন্ধ অষ্টম এবং প্রতীপ ত্রয়োদশ অধস্তন পুরুষ।

প্রতীপের পুত্র শান্তনু (১)। শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্য্য। বিচিত্রবীর্য্যের দুই পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব এই পাঁচ পুত্র রাখিয়া পাণ্ডু লোকান্তর গমন করেন। এই পাঁচ ভ্রাতা পাণ্ডব নামে খ্যাত। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। ইহাঁর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। এই সময়ে ভারতবর্ষে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হইয়াও জন্মান্ধ বলিয়া রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন নাই। পাণ্ডু কনিষ্ঠ হইয়াও রাজা হইয়াছিলেন।

পাণ্ডুপুত্রগণ বাল্যাবধিই দয়া, দাক্ষিণ্য, অসীম সাহস ও অতুল বীরত্ব

১। ধীবরকন্যা মৎসগন্ধা বা যোজনগন্ধার কন্যাবস্থায় পরাশরের ঔরসে এক পুত্র হয়, ঐ পুত্র নদীমধ্যস্থ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন। ইনি পরে বেদব্যাস (বেদ সংগ্রাহক) নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যোজনগন্ধার সহিত শান্তনুর বিবাহ হয়। শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর (যোজনগন্ধার) গর্ভে দুই পুত্র জন্মে। চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য্য। এতদ্ভিন্ন গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর ঔরসে আর এক পুত্র হয়। এই পুত্র কখন রমণী স্পর্শ বা রাজ্য গ্রহণ করিবেন না বলিয়া ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি ভীষ্ম নাম প্রাপ্ত হন। শান্তনুর পরলোক গমনের কিছু কাল পরেই চিত্রাঙ্গদ গতাসুহন। কাশীরাজের তিন কন্যা ছিল, তন্মধ্যে শাল্বরাজ প্রথমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিচিত্রবীর্য্য অপর দুই কন্যার পাণিপীড়ন করেন। অতিশয় ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হওয়াতে বিচিত্রবীর্য্য যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। বংশলোপ ভয়ে সত্যবতী বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত ব্যাসকে আদেশ করেন। তদনুসারে ব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁদিগের জন্ম সম্বন্ধে এক কৌতুককর বিবরণ বিবৃত রহিয়াছে। ব্যাস বিচিত্রবীর্য্যের প্রথমা স্ত্রীর নিকট গমন করিলে, তিনি লজ্জায় নয়নদ্বয় মুদিত করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সন্তান জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র। দ্বিতীয়ার নিকট গমন করিলে তিনি লজ্জায় পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যান, সেই হেতু তাঁহার সন্তান পাণ্ডু। ব্যাস তৃতীয় দিবস আগমন করিলে তাঁহারা তাঁহার সমক্ষে গমনে অসম্মত হইয়া একজন পরিচারিকাকে পাঠাইয়া দেন, দাসী লজ্জাবোধ করিল না, প্রত্যুত ব্যাসের নিকট গমন করিতে আদিষ্ট হওয়ায় আমোদ প্রকাশ করিল তাহার গর্ভে বিদুরের জন্ম হয়। কোন্ শাস্ত্রানুসারে ব্যাস বিচিত্রবির্য্যের ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন? মনু সংহিতা নবম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে "+ + যে ব্যক্তি বিধবাতে সন্তানোৎপাদন জন্য পুরুষ নিয়োগ করে, ধার্ম্মিকগণ তাহাকে নিন্দা করেন, অতএব বিধবাতে সন্তানোৎপাদন করিবে না।" শ্রীপ্রসন্ন কুমার বিদ্যারত্ন অনুবাদিত মনুসংহিতা। তবে একস্থলে সামান্য এক বিধি আছে তদনুসারে কি কার্য্য হইয়াছিল?

প্রভৃতির পরিচয় দিতে লাগিলেন। এতদ্দর্শনে ক্রূরমতি দুর্য্যোধন ভবিষ্যৎ প্রাধান্যের পথ নিষ্কণ্টক করিবার মানসে পাণ্ডবগণের নিধন উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পাণ্ডবগণকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়া কৌশলে হত্যা করা কর্ত্তব্য স্থির হওয়ায়, বারণাবত নগরে যতুগৃহ প্রস্তুত করাইয়া মাতার সহিত পঞ্চভ্রাতাকে তথায় প্রেরণ করিলেন। রাত্রিযোগে সকলে নিদ্রিত হইলে অগ্নি দ্বারা গৃহসহ পঞ্চভ্রাতা ও কুন্তীকে ভস্মসাৎ করা স্থির হইয়া রহিল। এই গুপ্ত পরামর্শ পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া পাণ্ডবেরা যতুগৃহে অগ্নিদান করিয়া জননীর সহিত রজনীযোগে গুপ্তভাবে পলায়ণ করিলেন। এক নিষাদী পঞ্চপুত্রের সহিত উক্ত গৃহে শায়িত ছিল। প্রভাতে তাহাদিগের প্রাণহীন দগ্ধ দেহ দেখিয়া সকলেই কুন্তীর ও পাণ্ডবগণের মৃত্যু নিশ্চয় করিল।

কুন্তী পুত্রদিগের সহিত প্রচ্ছন্নভাবে দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা পঞ্চাল রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এই সময় পঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর উপস্থিত। পঞ্চভ্রাতা ব্রাহ্মণবেশে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলেন। আহূত রাজন্যমণ্ডলী লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদী গ্রহণে অসমর্থ হইলে, অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া রাজকন্যাকে গ্রহণ করিলেন, এবং মাতার আদেশক্রমে পাঁচ ভ্রাতায় দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন (১)। ক্রমেই প্রচার হইল পাণ্ডবগণ জীবিত আছেন। পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন, ইহা যখন স্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়িল তখন তাঁহারা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত মিলিত হইলেন।

অধস্তন দ্বাত্রিংশত্তম পুরুষ চন্দ্রবংশীয় নরপতি হস্তী কর্ত্তৃক স্থাপিত নগর

১। বোধ হয় সে সময় এক স্ত্রীর বহু স্বামী গ্রহণ করার রীতি ছিল। বেদে দৃষ্ট হয় যথা।—

"যাপূর্ব্বংপতিং বিত্বাথান্যং বিন্দতেঽপরম্।
পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বিয়োষতঃ॥
সমান লোকো ভবতি পুনর্ভূবাপরঃ পতিঃ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি॥"
অথর্ব্ববেদ-সংহিতা।

হস্তীনাপুর নামে খ্যাত। ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ এক্ষণে রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলেন। হস্তিনাপুর হইতে ত্রিশ ক্রোশ অন্তরস্থিত (বর্ত্তমান দিল্লী) ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডবগণের রাজধানী হইল।

যুধিষ্ঠিরের সুযশ দেশ মধ্যে বিকীর্ণ হইল, তাঁহার গৌরবগান শ্রবণে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া কপটপটু ক্রূরমতি দুর্য্যোধন অমাত্যগণের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরের সহিত অক্ষক্রীড়ায় রত হইলেন। সমুদায় ঐশ্বর্য্য, দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস ক্রীড়ার পণ হইল। সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন, এবং দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। ধর্ম্ম পরায়ণ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে দ্বাদশ বৎসর বনে বনে বিচরণ করিয়া অবশেষে প্রচ্ছন্ন বেশে মৎসরাজের আলয়ে এক বৎসরকাল অজ্ঞাত বাস করিলেন।

ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের নিকট আপন রাজ্য চাহিয়া পাঠাইলেন। দুর্য্যোধন প্রত্যুত্তর করিলেন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত মৃত্তিকাও প্রদত্ত হইবে না। সুতরাং ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। অদ্যাপি ভারত যে কষ্টভোগ করিতেছে, অজ্ঞাতসারে তাহার সূত্রপাত সেই দিন হইতেই হইয়াছে। যে দিন ভারত গৃহবিবাদে রত হইল, কোন ভবিষ্যৎবক্তা গণনা করিয়া দেখিলে; দেখিতেন ভারতের কষ্টের বীজ সেই দিনই বপন করা হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্রপ্রান্তরে (বর্ত্তমান থানেশ্বরের নিকট) ভ্রাতা, ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল, কুরুপাণ্ডবের সুবৃহৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভারতের ছোট, বড়, বালক, বৃদ্ধ যে কেহ অস্ত্র ধরিতে জানিত সকলেই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম, প্রভৃতি সুবিখ্যাত যোদ্ধৃবর্গ কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। বলিতে কি ভারতের প্রধান প্রধান বীরগণ প্রায় সকলেই দুর্য্যোধনের পক্ষে ছিলেন; অষ্টাদশ দিবসে ঘোরতর সংগ্রামের পর মহাবল ভীমসেনের হস্তে দুর্য্যোধন হত হইলে যুদ্ধের অবসান হইল। সেই অসংখ্য সৈন্যমধ্যে যুদ্ধ শেষে উভয় পক্ষে কেবল দশ জন মাত্র জীবিত ছিলেন।

যে দিবস ভ্রাতা ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল, সেই দিবসই ভারতের ভাবি অমঙ্গলের সূত্রপাত হইল,—বর্ত্তমান দুরবস্থার বীজ অঙ্কুরিত হইল। এতৎপূর্ব্বে আর্য্যগণকে গৃহবিবাদে ব্যস্ত দেখি নাই, এই কুরুক্ষেত্রসমরে দেখিলাম আর্য্যগণ গৃহবিবাদে ব্যস্ত হইয়াছেন। প্রায়ই দেখা যায় যাহারা বীর্য্যবান্, যাহাদিগের মনোবৃত্তি প্রখর, তাহাদিগের সন্তানই বীর্য্যশালী হইয়া থাকে। দুর্ব্বল পিতা-মাতার সন্তান প্রায়ই বীর্য্যবান্ হয় না (১)। পিতার যেমন মানসিক অবস্থা সন্তানসন্ততিগণের প্রায় তদ্রূপ হইয়া থাকে। ভারত-সমরে ভারতের সমুদায় বীর একত্র হইয়াছিলেন, ভারতে যে কেহ অস্ত্র ধরিতে জানিতেন ভারত-সমরে তিনিই উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ভারতে যে কেহ বীর ছিলেন সেই কুক্ষণে, সেই দুর্দ্দিনে, মরিলেন। ভারত একবারে বীরশূন্য হইল।

আমরা মহাভারতের উপাখ্যানভাগ শেষ করিতে চলিয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত, যিনি মহাভারতের প্রকৃত নায়ক, যাঁহার বুদ্ধি কৌশলে ভারতসমরে বিজয়লক্ষ্মী পাণ্ডবগণের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন, সেই মহাত্মা যাদবের নাম উল্লেখ করি নাই। কথিত আছে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে বৃন্দাবনে গোপগৃহে পালিত হইয়াছিলেন। এই সময় হস্তিনায় পৌরবগণ, মগধে জরাসন্ধ ও মথুরায় কংশ, রাজত্ব করিতেছিলেন। কৃষ্ণ বাল্যাবধিই অসামান্য পরাক্রমের পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন, শেষে আপন মাতুল কংশকে সহিত করিয়া মথুরার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন (২)। জরাসন্ধ জামাতৃবধে প্রজ্বলিত

১। সকল চিকিৎসাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণই এক বাক্যে এই কথা স্বীকার করেন, সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে :—

উনষোড়শ বর্ষায়াম প্রাপ্ত পঞ্চবিংশতিং। যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃস বিপদ্যতে। জাতো বা ন চিরংজীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ তস্মাদত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানংনকারয়েৎ॥ অতি বৃদ্ধায়াং দীর্ঘরোগিন্যামন্যেন বা বিকারে গোপসৃষ্টায়াং গর্ভাধানং নৈব কুর্ব্বীত। পুরুষস্যাপ্যেবং বিষস্যত এব দোষাঃ সম্ভবন্তি॥ সুশ্রুত

২। পুরাণ সকল যে প্রকারে কৃষ্ণ চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে কংশবধ বিষয়ে কৃষ্ণকে কোন প্রকারেই দোষী বলা যায় না। কৃষ্ণের বাল্যকালের পরাক্রম দেখিয়া ক্ষুদ্রমতি কংশ ভীত হইয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণের হত্যাসময়ে বিবিধ চেষ্টা দেখিতেছিল। হত্যা করি-

হইয়া অনেকবার মথুরা অবরোধ করেন। সপ্তদশ বার ভগ্নোদ্যম হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধিত হন। কিন্তু তিনি অষ্টাদশবারে মথুরা হস্তগত করেন। কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ জরাসন্ধ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া; মথুরা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, এবং গুর্জ্জরপ্রান্তে সমুদ্রতীরে দ্বারকানগরী সংস্থাপন করেন।

পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। কুন্তীর সন্তান যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভজাত নকুল ও সহদেব (১)। কুন্তী কৃষ্ণের পিতৃষসা, সুতরাং পিতৃষস্রীয় পাণ্ডবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাবধিই বিশেষ সখ্য

বার নিমিত্ত কৃষ্ণকে মথুরায় আনাইয়াছিলেন, সেই সময়ে কৃষ্ণ আত্মরক্ষা ও কংশ নিধন উভয় কার্য্য সমাধা করেন।

১। কথিত আছে মহাবল পরাক্রম পাণ্ডু বিক্রমসহকারে বিবিধ রাজ্য জয় করিয়া মৃগয়ানুরাগ বশতঃ ঋষিগণ সহ বনাশ্রম গ্রহণ করেন। কোন সময় এক মুনি মৃগরূপ ধারণ করিয়া স্ত্রীসম্ভোগ করিতেছিলেন। মৃগবোধে মহীপাল পাণ্ডু বাণদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করেন। ,,তুমি যেমন আমাকে বিহার সময়ে বধ করিলে স্ত্রীসম্ভোগ করিবামাত্র তুমি পরলোকগত হইবে'' এই শাপ দিয়া মৃগরূপী তাপস জীবন ত্যাগ করিলেন। সুতরাং পাণ্ডুকে অগত্যা পুত্রমুখ দর্শন বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইল। পুরাকালে নিয়ম ছিল, স্ত্রীগণ পতিহীন হইলে বা স্বামীকর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদনের কোন ব্যাঘাত জন্মিলে, বাসনানুরূপ অন্য কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদ্বারা সন্তান উৎপাদন করাইয়া লইতে পারিতেন। এরূপ ব্যবহারে রমণীদিগের পাতিব্রত্য ভঙ্গ হইত না প্রত্যুত এইরূপে পুত্রোৎপাদন করাইয়া স্বামীর বংশরক্ষা করায় তাঁহাদের পুণ্য ও প্রতিষ্ঠালাভ হইত। কথিত আছে অভিশপ্ত পাণ্ডুর বণিতাদ্বয় অপর পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করাইয়া লইয়াছিলেন। ধর্ম্ম, বায়ু এবং দেবরাজ কুন্তীতে ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় মাদ্রীতে উপগত হন এবং পাণ্ডুর ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা উৎপাদিত হন। বোধ হয় লোক বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে তৎকালে এরূপ নিয়ম প্রচলিত হয়। যদিও কুন্তী প্রভৃতি নারীগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয়তার ব্যাঘাত জন্মে নাই।

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা।
পঞ্চকন্যাঃস্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনাঃ।"

কুন্তীর কর্ণ নামক আর এক কানীন পুত্র ছিল। সূর্য্যের ঔরসে এই পুত্র জন্মে। কর্ণ, ভারতসমর সময়ে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের পক্ষে ছিলেন। ধনুর্ব্বিদ্যায় ইহাঁর অত্যন্ত পারদর্শীতা ছিল। কথিত আছে সমরাঙ্গণে অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কেহই ইহাঁর সম্মুখীন হইতে সাহসী হইতেন না। যাহাই হউক কুন্তী কি বলিয়া সমাজে সতীশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন বলা যায় না। কন্যাবস্থায় পুত্রোৎপাদনের বিধি আমরা দেখি নাই। এবং তিনটী সন্তানের উৎপাদন বিধিও মনুসংহিতা মধ্যে দেখা যায় না।

ছিল। তজ্জন্য পাণ্ডবগণের যে কোন বিপদ সম্পদ উপস্থিত হউক সকল সময়েই তিনি উপস্থিত থাকিতেন। যদুগৃহদাহের পর পঞ্চাল রাজকন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া হস্তিনাপুরে আগমন করিলে অন্ধরাজ আপন ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে সমুদায় রাজ্য বিভক্ত করিয়া দিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরের প্রায় ত্রিশক্রোশ পশ্চিমস্থিত ইন্দ্রপ্রস্থপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবস্থাপিত নবরাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ অচিরকাল মধ্যেই হস্তিনাপুরের ন্যায় সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া উঠিল। যুধিষ্ঠির ও চারিভ্রাতার বিপুল প্রতাপ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। পরিশেষে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিবার মানস করিলেন (১)। রাজসমূহ যাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন তিনি ভিন্ন অন্য কেহ রাজসূয় যজ্ঞ

১। যুধিষ্ঠির কৃত রাজসূয় যজ্ঞ এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—"তদনন্তর রাজসূয় যজ্ঞার্থে সমুদয় বস্তু প্রস্তুত হইলে বিবিধ রত্নাদিসহ সমুদায় রাজগণ যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইলেন; মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বন্ধুগণ প্রচুর উপহার এবং বিজিত রাজগণ করসহ উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধনাদি সমুদয় কৌরবগণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, দ্রুপদ, চেদিরাজ শিশুপাল, কৃষ্ণ তদ্ভ্রাতা বলরাম এবং পিতা বসুদেব তথায় উপস্থিত ছিলেন। মধ্যদেশ এবং দক্ষিণ দেশের সমুদায় রাজগণ আগমন করিয়াছিলেন। সেই মহাযজ্ঞে এত অধিক রাজগণ আগমন করিয়াছিলেন যে গণনা করিয়া ঠিক করা যায় না। প্রত্যেক রাজাকে ভিন্ন ভিন্ন বাসগৃহ এবং প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান ব্যবহারদ্রব্য দেওয়া হইয়াছিল। * * * * * এই সকল গৃহে বসিয়াই রাজগণ যজ্ঞদর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির আদেশ করিলেন সমুদায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং সমুদায় সম্ভ্রান্ত বৈশ্য ও শূদ্র যজ্ঞ দর্শনার্থ নিমন্ত্রিত হইবে। রাজন্যগণ আগমন করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্টস্থান গ্রহণ করিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা রাজগণের তুল্য গৃহে আবাস প্রাপ্ত হইলেন। নিমন্ত্রণানুসারে সমুদায় চাতুর্ব্বর্ণ্য লোক আগমন করিলেন। সমুদায় ইন্দ্রপ্রস্থ বেদগানে প্রতিধ্বনিত হইল।

"দীয়তাম্" ও "ভুজ্যতাম্" ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হইল না। অনন্তর যজ্ঞস্থান প্রস্তুত হইল, তাহার চতুর্দ্দিকে রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণের আবাসমন্দির এবং ভোজ্যগৃহ ও রত্নগৃহ স্থাপিত হইল। এতৎপূর্ব্বে যে কোন স্থানে যে কোন যজ্ঞক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল সর্ব্বাপেক্ষা এই যজ্ঞক্ষেত্রই সৌন্দর্য্য এবং রত্নশালিতায় শ্রেষ্ঠ হইল। মুনিবর ব্যাসদেব এই যজ্ঞকাণ্ডের নেতা হইলেন, তাঁহার নিয়োগানুসারে সদ্বিদ্বান্ ঋষিগণ যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত হইলেন। ****

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের চরণবন্দনা করিয়া উৎসবারম্ভার্থে ভীষ্ম, দ্রোণ

করিবার অধিকারী নহেন। মগধরাজ জরাসন্ধের "চক্রবর্ত্তী" খ্যাতি ছিল, সুতরাং তিনি ভিন্ন ভারতের সমুদায় নরপতিগণ যুধিষ্ঠিরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। জরাসন্ধকে জয় করিবার জন্য কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে ভীম ও অর্জ্জুন মগধে প্রেরিত হন। জরাসন্ধ অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিলেন, গুপ্তভাবে সৈন্যগণ তাঁহার পুরী অবরোধ করিল। তিন দিবস মহাযুদ্ধের পর জরাসন্ধ হত হইলেন। জরাসন্ধকে নিহত করার মূলে পাণ্ডবগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ। কি প্রকারে শত্রু নষ্ট করিতে হয় তাহা তিনি ভাল জানিতেন। জরাসন্ধ হত হইলেন, সুতরাং নিরাপদে ও মহা আড়ম্বরে যজ্ঞ সমাহিত হইল (১)।

প্রভৃতির অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিলেন 'আমার সমুদায় সম্পত্তি ও রাজ্যে আপনাদিগের সম্পূর্ণ অধিকার, যাহা আপনারা কর্ত্তব্য বোধ করেন তাহাই করিতে পারেন, ভরসা করি সকলেই আমাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিবেন। এবং প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন। অনন্তর ভীষ্ম এবং দ্রোণ আহারীয় ব্যবস্থার ভারগ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগের, পরামর্শানুসারে তদ্বিষয়ক সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইল। দুর্য্যোধন উপহার দান ও গ্রহণ বিষয়ক সাধারণ কর্ত্তা হইলেন। দুঃশাসন আহার্য্য বিতরণ করিলেন, সহদেব রত্নাদির ভারগ্রহণ করিলেন এবং অর্জ্জুনের দুইজন বিশ্বস্ত ভৃত্য তণ্ডুল, ঘৃত, চিনি, দুগ্ধ এবং চন্দনকাষ্ঠ বিতরণের ভারগ্রহণ করিলেন। দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা ও ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী ও সারথি সঞ্জয়, ব্রাহ্মণগণের অভ্যর্থনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, কৃপ ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণগণের পদ প্রক্ষালন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন।"

১। এই যজ্ঞ উপলক্ষে যে রাজসভা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা পরম রমণীয়। অন্য সমুদায় ত্যাগ করিয়া যদি কেবল এই রাজসভার প্রতি দৃষ্টি করাযায় তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে হিন্দুস্থাপত্য উন্নতির চরম সোপানে আরূঢ় হইয়াছিল। স্ফটিক নির্ম্মিত স্থান দেখিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের জল-ভ্রম হইয়াছিল। একজন ঈউরোপীয় ইতিবৃত্তবেত্তা বলেন মহাভারতকার কোরাণ হইতে এই চিত্রটী গ্রহণ করিয়াছেন।—Wheeler's History of India Vol. 1. P. 173 note.—পাঠক গণের জন্য কোরণের চিত্রটী উদ্ধৃত করিতেছিঃ—"শিবার রাণী সলোমনের নিকট আনীত হইলে It was said unto her, Enter the palace. And when she saw it, she imagined it to be a great water; and she discovered her legs, by lifting up her robe to pass through it whereupon solomon said unto her, verily this is a palace evenly floored with glass.—Sale's Koran Chap. XXVII. Page 286. এই হাস্যোদ্দীপক বাক্যের কি প্রতিবাদ করিব? এই প্রকার অসার বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধির বাসনা করি না।

যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ দ্বিতীয়বার বনগমন করিলে কৃষ্ণ সর্ব্বদাই বনে যাইয়া তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন। পরিশেষে ভারতসমর সময়ে কৃষ্ণই পাণ্ডবগণের জয়লাভের প্রধান কারণ। কৃষ্ণের বুদ্ধি-কৌশলে চালিত হইয়াই পাণ্ডবগণ জয়লাভ করেন। ভারতসমরের পর বহুবিধ লোক-নাশ ও জ্ঞাতি বন্ধু প্রভৃতির নিধন-দর্শনে যুধিষ্ঠির নিতান্ত শূন্যহৃদয় হইয়া সিংহাসন গ্রহণে নিতান্ত অনিচ্ছু হইলেন। কিন্তু কৃষ্ণের প্ররোচনায় সিংহাসন গ্রহণ করিতে হইল। এতৎসম্বন্ধীয় যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের কথোপকথন অতিশয় মনোজ্ঞ।

ভারতসমরের পর কৃষ্ণের পরামর্শে ও বহুদর্শিতা গুণেই ভীমসেন অন্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন (১)।

যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদির প্রেতকৃত্য সমাপন করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মানসিক অসুখ দূরগত হইল না। জ্ঞাতিবধ পাপভয়ে ধর্ম্মরত যুধিষ্ঠির নিয়তই অসুখী থাকিতেন। পাপমোচন বাসনায় অশ্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞ সমাপনান্তে (২) কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুকাল পরে কৃষ্ণের সন্তানদিগের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়ায় সমুদায় যদুবংশ ধ্বংশ হইল। এই সকল শোচনীয় ঘটনার পর কৃষ্ণ চিন্তামগ্ন হইয়া বিরলে উপবিষ্ট আছেন এমন

১। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পাণ্ডবগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলে অন্ধ মহারাজ কহিলেন 'আমার পুত্র সকল হত হইয়াছে, এখন পাণ্ডবগণই আমার সকল, ভীমের বীরত্ব শুনিয়া বড় প্রীত হইয়াছি অতএব তাহাকে আলিঙ্গন করিব।' ভীম জ্যেষ্ঠতাতের নিকট যাইতে উদ্যত হইলে বহুদর্শী কৃষ্ণ নিষেধ করিলেন এবং প্রকৃত ভীমের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম লৌহময় ভীম তাঁহার নিকট দেওয়া হইল। কথিত আছে অন্ধ মহারাজ অমিত বলশালী ছিলেন। আলিঙ্গনকালে এরূপ বলপ্রয়োগ করিলেন যে লৌহময় ভীম চুর্ণ হইয়াগেল।

২। এই যজ্ঞ সমাধা হইলে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে বলিয়াছিলেনঃ—হে বিপ্রগণ, আমি অশ্বমেধ যজ্ঞে পৃথিবী দক্ষিণাদান করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত এক্ষণে এই অর্জ্জুন-নির্জ্জিতধরণী আপনাদিগকে প্রদান করিতেছি। আপনারা চাতুর্হোত্র যজ্ঞের বিধানানুসারে ইহারে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রহণ করুন। আমি এক্ষণে অরণ্যে প্রবেশ করিব। মহাভারত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ, আশ্বমেধিক পর্ব্ব, ১১৩ পৃ। বন্য উদাবত'

সময় এক ব্যাধ মৃগভ্রমে তাঁহার প্রতি শরনিক্ষেপ করিল এবং তাহাতেই কৃষ্ণের মৃত্যু হইল। যাদবদিগের আত্মদ্রোহের প্রারম্ভেই কৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন আসিয়া দেখিলেন যদুকুল নির্ম্মুল হইয়াছে। সুহৃৎপ্রবর কৃষ্ণ পর্য্যন্ত নাই। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া অর্জ্জুন কৃষ্ণের বিধবা স্ত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অর্জ্জুন শোকে নিতান্ত কাতর ছিলেন পথিমধ্যে দস্যুদল স্ত্রীদিগকে হরণ করিল। যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর হইতে রাজকার্য্যে অমনোযোগী ছিলেন, এই শোচনীয় ঘটনা শ্রবণে অতিমাত্র কাতর হইলেন এবং অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া দ্রৌপদীও চারিভ্রাতা সহ হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী কোন স্থানে প্রস্থান করিলেন। হিন্দুগণ ইহাকে "মহাপ্রস্থান" বলিয়া থাকেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে দ্বারকার বালক, বৃদ্ধ, রমণী ভিন্ন অন্য সকলেই গতাসু হইয়াছিল। সুতরাং দ্বারকার সমুদায় রমণী, বালক, ও বৃদ্ধগণ অর্জ্জুনসহ যাইতেছিল। দস্যু কর্ত্তৃক কতকগুলিমাত্র অপহৃত হইয়াছিল, বাসুদেবের পরিবারগণ মধ্যে কেহ অপহৃত হয় নাই।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভারতসমরে হতাবশিষ্ট নরপতিগণ।

পরীক্ষিৎ—বক্রবাহন—ত্রিগর্ত্তগণ—বজ্রদত্ত—সৈন্ধবগণ—মেঘসন্ধি—শিশুপালতনয়—শকুনি ও মহারথ।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানের পর হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎ আসীন ছিলেন। বীরবর অর্জ্জুন মৎস্যদেশাধিপতির কন্যা উত্তরার সহিত আপন পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ দেন। অভিমন্যু বলরামের ভগ্নি সুভদ্রার, গর্ভজাত। ভারতসমরে অভিমন্যু অতুল বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। কথিত আছে ক্ষত্রিয়ের নিয়মবিরুদ্ধ যুদ্ধে সাত জন প্রধান প্রধান যোদ্ধা একত্র হইয়া অভিমন্যুকে পরাস্ত ও নিহত করেন। অভিমন্যুর মৃত্যুকালে পরীক্ষিৎ জননী-গর্ভে ছিলেন। ভারত সমরান্তে যে কয়জন জীবিত ছিলেন তাঁহারা হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে এই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। "কুলপরিক্ষীণকালে" এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম পরীক্ষিৎ হইল।

দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণের পর অর্জ্জুন একদা তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। ক্রমে মহেন্দ্র (১) পর্ব্বতশিখরস্থ মহেন্দ্রনগরীতে উপস্থিত হইয়া তথাকার অধিপতি চিত্রভানু দুহিতা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্গদার

১। "সপ্তকুলপর্ব্বতের মধ্যে মহেন্দ্র এক কুলপর্ব্বত, উড়িষ্যা ও উত্তর সরকার অবধি গন্দোয়ানা পর্য্যন্ত যে পর্ব্বত সকল ব্যাপ্ত আছে তাহার নাম মহেন্দ্র বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, পুরাণের লিখন অনুসারে ত্রিসামা, ঋষিকুল্যা প্রভৃতি নদী মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তন্মধ্যে ঋষিকুল্যা নদী উৎকলের পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া গাঞ্জামের নিকট সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে; ইতর ভাষাতে তাহা রষিকুইলা নামে উক্ত হয়। গঞ্জামের নিকট কতকদূর অদ্যাপী মহীন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ আছে।"—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

গর্ভে বক্রবাহন নামে এক পুত্র জন্মে। এই বক্রবাহন পাণ্ডবগণের পরলোকগমনের পর মণিপুরের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। কথিত আছে চিত্রভানুর পূর্ব্বপুরুষ প্রভঞ্জন নামা কোন ব্যক্তি পুত্রকামনায় দেবদেব মহাদেবের উপাসনা করেন। শূলপাণি প্রীত হইয়া প্রভঞ্জনকে বর প্রদান করেন। সেই অবধি মহাদেবের আদেশ অনুসারে প্রভঞ্জনবংশে একটী কন্যা সন্তান জন্মে এবং সেই সন্তানই রাজা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে চিত্রভানুর এক কন্যামাত্র হইয়াছিল সুতরাং আর পুত্রের আশা ছিল না, তজ্জন্য চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্য দিতে মনস্থ করিয়া চিত্রাঙ্গদাকে অর্জ্জুন করে অর্পণ করেন।

ত্রিগর্ত্তনাথ (জলন্দর) সূর্য্যবর্ম্মা সমরাবসানে স্বীয় রাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন। ত্রিগর্ত্তগণ ভারতসমরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারথ সূর্য্যবর্ম্মা অর্জ্জুন করে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আশ্বমেধিক অশ্বের পশ্চাদ্ধাবন কালে সূর্য্যবর্ম্মার সহিত ধনঞ্জয়ের যুদ্ধ হয়, উক্ত যুদ্ধে সূর্য্যবর্ম্মা হত হন। সূর্য্যবর্ম্মা হত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাধীর কেতুধর্ম্মা পার্থের সম্মুখীন হইলেন। পার্থসরে কেতুধর্ম্মা কাতর হইয়া রণে ভঙ্গ দিলে ধৃতধর্ম্মা পার্থের সম্মুখীন হইয়া বিষম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে ভারতসমরাবসানে ত্রিগর্ত্ত দেশে কেতুধর্ম্মা ও ধৃতধর্ম্মা জীবিত ছিলেন।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশে (আসামে) বজ্রদত্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। আসামের অধিপতি মহাবীর ভগদত্ত ভারতসমরে উপস্থিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বজ্রদত্ত স্বর্গীয় বীর ভগদত্তের পুত্র। বজ্রদত্ত পার্থের সহিত বিপুল পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

জয়দ্রথের বালকপৌত্র সিন্ধুদেশের নরপতি ছিলেন। জয়দ্রথ দুর্য্যোধনের ভগ্নি দুঃশলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া জয়দ্রথ পাণ্ডবগণকে অনেক উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। ভারতসমরে জয়দ্রথ হত হন। জয়দ্রথের পুত্র সুরথ সিন্ধুদেশের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। জয়দ্রথের মৃত্যুর পর হইতেই সুরথের অন্তঃকরণে কিছু ক্ষোভ উপস্থিত

হইয়াছিল, তাহাতেই, কি অন্য কোন কারণে বলা যায় না, সুরথ অর্জ্জুনের সিন্ধু প্রবেশের কিছু পূর্ব্বে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। সুরথ পরলোকগত হইলে সৈন্ধবগণ তাঁহার বালক পুত্রকে তাহাদিগের রাজা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

মগধ সিংহাসনে সহদেব তনয় মহারাজ মেঘসন্ধি (মার্জ্জারি) উপবিষ্ট ছিলেন। এই বালক অতিশয় পরাক্রমের সহিত পাণ্ডুকুল ধুরন্ধর অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অশ্বের সহিত অর্জ্জুন মগধদেশে উপস্থিত হইলে মেঘসন্ধি বলিয়াছিলেন, "তোমার এই অশ্বকে অবলাজন রক্ষিত বলিয়া বোধ হইতেছে।"

অর্জ্জুন চেদি দেশে উপস্থিত হইলে শিশুপাল-পুত্র শরভ তাঁহার সহিত যদিও প্রথমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার যথোচিত সৎকার করেন। শিশুপাল কৃষ্ণকরে হত হন।

গান্ধার রাজ্যে শকুনিপুত্র মহারথ জীবিত ছিলেন। শকুনি আজীবন পাণ্ডবগণের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। মহারথের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল। ভারতসমরান্তে আশ্বমেধিক অশ্বের ভ্রমণপথে অনেক রাজ্যাদির নাম দৃষ্ট হয়, কিন্তু কাহারই বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পরীক্ষিৎ ও জন্মেজয়।

পরীক্ষিৎ—মৃগয়া—শমীকমুণি—ঋষির স্কন্ধে মৃতসর্প প্রদান—শৃঙ্গী—ব্রহ্মশাপ—কাশ্যপ—তক্ষক—নাগগণের তাপসবেশ—সর্পদংশন—জন্মেজয়—সর্পসত্র—নাগবিনাস—আস্তীক ব্রাহ্মণদিগের সহিত পরিক্ষীতের অসপ্রীতি—নাগগণের ধর্ম্মনিষ্ঠা—বিনতানন্দন—মহাভারত গৃহবিবাদের ইতিহাস।

পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থান করিলে, অভিমন্যুনন্দন পরিক্ষীৎ কলির প্রারম্ভে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি অতিশয় মৃগয়ানুরক্ত ছিলেন। সর্ব্বদা 'মৃগ বরাহ তরক্ষু মহিষ ও অন্যান্য বিবিধ অরণ্য-প্রাণী বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন।' একদা তিনি আনত-পর্ব্ব শরদ্বারা মৃগকে বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশে কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক মৃগানুসরণ করিতে করিতে গহনকানন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এই প্রকার মৃগের অনুসরণ-ক্রমে কিয়ৎকাল পর্য্যটন করিয়া পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত, ক্ষুধাতুর, নরপাল পরিক্ষীৎ সমীক মুনির তপোবনে উপস্থিত হইলেন। মহাপতি 'ধনুহস্তে দ্রুতপদে সংশিতব্রত ঋষিসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভো ব্রহ্মন্! আমি অভিমন্যুর পুত্র মহীপাল পরীক্ষিৎ, আমি শরদ্বারা একটী মৃগ বিদ্ধ করিয়াছিলাম, সে পলায়ন করিয়াছে, আপনি কি তাহাকে দেখিয়াছেন? মহর্ষি মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি ছিলেন, সুতরাং পরিক্ষীৎকে কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন রাজা রোষসহকারে ধনুষ্কোটি দ্বারা একটী মৃতসর্প উত্তোলন পূর্ব্বক সেই ঋষির স্কন্ধদেশে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু, মহর্ষি তাহাতে দৃক্‌পাতও করিলেন না। তিনি রাজাকে

শুভ বা অশুভ কিছুই বলিলেন না, তদ্দর্শনে রাজা ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক ব্যথিত হৃদয়ে স্বীয় নগরাভিমুখে প্রয়ান করিলেন। তপোধনও তদবস্থায় অবস্থিত রহিলেন। সেই ক্ষমাশীল মহামুনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, রাজশার্দ্দূল পরীক্ষিৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া এতাদৃশ আচরণ করিয়াছেন। এই বিবেচনা করিয়া অবমানিত হইয়াও অভিশাপ প্রদান করিলেন না।'

'শৃঙ্গীনামে ঐ মহর্ষির এক তরুণ বয়স্ক পুত্র ছিলেন।' ইনি কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে স্বীয়সখা ঋষিপুত্র কৃশের নিকট পিতৃঅবমাননার আমূল বিবরণ শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং 'যে পাপাচারী আমার বৃদ্ধ ও মৌনব্রতধারী পিতার স্কন্ধদেশে সর্পের মৃতদেহ নিহিত করিয়াছে দংষ্ট্রাবিষ তিগ্মতেজা পন্নগেশ্বর তক্ষক মদীয় বচন প্রভাবে অতীব রোষের সহিত সেই পাপাত্মাকে অদ্য হইতে সপ্ত রজনীর মধ্যে শমন সদনে প্রেরণ করিবে।' এই বলিয়া 'সলিল স্পর্শপূর্ব্বক আচমন করিয়া মহীপতি পরিক্ষীৎকে অভিশাপ প্রদান করিলেন।'

মহাত্মা শমীক পুত্রদত্ত শাপের বিষয় অবগত হইয়া পুত্রকে তাঁহার অযথা কার্য্যের জন্য বিশেষ তিরস্কার করিয়া গৌরমুখ নামক শিষ্য দ্বারা মহীপাল সমক্ষে বলিয়া পাঠাইলেন যে 'হে রাজন! আপনি যে আমার অবমাননা করিয়াছেন মৎপুত্র অকৃতবুদ্ধি শৃঙ্গী বাল্যস্বভাব নিবন্ধন তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া রোষবশে আপনাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছে।'

এতচ্ছ বণে মহারাজ পরিক্ষীৎ এক সুরক্ষিত প্রাসাদে অমাত্যগণসহ অবস্থান করিলেন। সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে দ্বিজসত্তম বিদ্যাবিশারদ কাশ্যপ মহারাজের চিকিৎসার্থে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে তক্ষকের সহিত কাশ্যপের সাক্ষাৎ হইল। কাশ্যপ তক্ষকদষ্ট জীবকে রক্ষা করিতে সমর্থ জানিয়া তক্ষক তাহাকে প্রচুর অর্থ দান করিয়া নিবৃত্ত করিল। কাশ্যপ প্রতি নিবৃত্ত হইলে তক্ষক 'তাপসবেশধারী স্বীয় অনুচর নাগগণকে ফল, ফুল ও সলিল নরপতিকে উপহারস্বরূপ অর্পণ করিতে প্রদান পূর্ব্বক নরপতি সন্নিধানে প্রেরণ করিল'। এই উপহার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে তক্ষক

স্বয়ং গমন করিয়া সপ্তম দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে মহারাজ পরিক্ষীতকে দংশন করিল। ইহাতেই পরিক্ষীৎ গতপ্রাণ হইলেন।

'অনন্তর পুরবাসীগণ সকলে সম্মিলিত হইয়া নরপতির শিশুপুত্রকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই কুরুবীর অরিনিসূদন পরিক্ষীৎ-নন্দনই নরপতি জন্মেজয় নামে প্রসিদ্ধ হন। সেই কুরুকুলপুঙ্গব নৃপবর জন্মেজয় বালক হইলেও পরিণতবয়স্কের ন্যায় ধীসম্পন্ন হইলেন এবং অমাত্য পুরোহিতগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া স্বীয় প্রপিতামহ বীরবর যুধিষ্ঠিরের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।' ইনি কাশীনাথ সুবর্ণবর্ম্মার কন্যা বপুষ্টমার করগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিয়দ্দিবস অতীত হইলে এক দিবস 'জন্মেজয় বলিলেন, হে মন্ত্রীগণ! কালবশতঃ আমার যশস্বী পিতা যে প্রকারে পরলোকগত হন এবং তৎ-সম্বন্ধে অন্যান্য যে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, আপনারা তৎসমস্তই অবগত আছেন। অধুনা আপনাদিগের নিকট পিতার বিবরণ সবিশেষ শ্রবণপূর্ব্বক তদীয় অপকারের প্রতিবিধান করিতে অভিলাষ করিয়াছি, কিন্তু ঐ প্রতিবিধান যাবতীয় জনগণের হিতপ্রদ না হইলে কখনই তদনুষ্ঠান করিব না।' মন্ত্রিগণ পরিক্ষীতের নিধন বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে 'রাজা জন্মেজয় অমাত্যগণের প্রমুখাৎ এই সকল বচন শ্রবণ করিয়া দুঃখিত চিত্তে পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং রোষভরে করে করে পেষণ করিতে লাগিলেন। সেই রাজীবলোচন নরপতি ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরি-ত্যাগ করিতে লাগিলেন। রোদন করিতে করিতে তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অবিরল বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।' কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রোধে অধীর হইয়া বৈরনির্য্যাতন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জন্মেজয় সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিলেন। যথাকালে যজ্ঞায়তন নির্ম্মিত হইল। 'অনন্তর মহীপতি জন্মেজয়ের সর্পসত্র বিধানানুসারে সমারব্ধ হইলে যাজকগণ বিধিবৎ স্বস্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। বিপ্রগণ কৃষ্ণ বসনে সমাবৃত হইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ধূমপটল সমুত্থিত হওয়াতে তাঁহাদিগের

নয়ন শোণিতবর্ণ হইয়া উঠিল। এদিকে পন্নগগণের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। দ্বিজগণ প্রদীপ্ত পাবক মুখে নাগগণকে আহুতি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সর্পগণ প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে নিপতিত হইতে লাগিল এবং কাতর স্বরে পরস্পরের নাম গ্রহণ করিয়া সমস্তাৎ বিচেষ্টমান হইতে লাগিল। তাহারা ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল, তাহাদিগের অন্তর বিকম্পিত হইতে লাগিল, তাহারা পুচ্ছ ও শিরঃ প্রদেশ দ্বারা পরস্পর সুদৃঢ়রূপে বেষ্টন পূর্ব্বক প্রজ্বলিত চিত্রভানুমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। * * * সেই সর্পসত্র মহাযজ্ঞ সমারব্ধ হইলে ঋত্বিক্‌গণ হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন ঘোরমূর্ত্তি ভয়াবহ অহিগণ আসিয়া সেই যজ্ঞীয় পাবকে পতিত হইতে আরম্ভ করিল। নাগগণের বসা ও মেদরাশিতে নদী প্রবাহিত হইল, সর্পগণ অবিরল দগ্ধ হওয়াতে তাহা হইতে তুমুল গন্ধ সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। পন্নগগণ ভূরি পরিমাণে সমাগত হইয়া হুতাশনে পতিত হইতে লাগিল।'

মহীপতি জন্মেজয়ের সর্পসত্র আরম্ভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভুজগশ্রেষ্ঠ তক্ষক ভীতমনে দেবরাজের নিকট গমন করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সর্পসত্র হইতে তাঁহার কোন আশঙ্কা নাই বলিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

এদিকে বাসুকীর ভাগিনেয় জরৎকারুপুত্র আস্তীক মাতুলের নির্দ্দেশ ক্রমে নাগবংশ রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইলেন। আস্তীক যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে জন্মেজয় তাঁহাকে বর প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলেন। আস্তীক অবশিষ্ট নাগগণের জীবন প্রার্থনা করিলেন। জন্মেজয় যে কোন বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; সুতরাং আস্তীকের প্রার্থনানুসারে যজ্ঞবন্ধ হইল। অবশিষ্ট নাগগণ যদৃচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিল।

এই উপাখ্যান পাঠ করিয়া অনুমান হয় অভিমন্যুনন্দন পরিক্ষীতের সহিত ব্রাহ্মণদিগের সম্প্রীতি ছিল না। শমীক মুনির পুত্র শৃঙ্গী রাজদ্রোহী ব্রাহ্মণদলের নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ পরিক্ষীতের নিধন সাধন বাসনায় তক্ষক বা নাগদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও

তক্ষকগণ নিতান্ত দুর্ব্বল ছিল না, কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত পরিক্ষীতের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার সাহস বা ক্ষমতা তাহাদিগের ছিল না। সুতরাং তক্ষক স্বীয় অনুচরবর্গকে মুনিবেশে সজ্জিত করিয়া আপনি প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহাদিগের সহিত রাজনিকেতনে প্রবেশ করিয়াছিল। কাশ্যপ নামক ব্রাহ্মণ এই রহস্য অবগত হইয়া রাজসমক্ষে সংবাদ দিবার বাসনায় গমন করিতেছিল। তক্ষক দেখিল তাহাদিগের রহস্যোদ্ভেদ হইলে সমুদায় আশা বিফল হয়, সেই জন্য কাশ্যপকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিল এবং আপনি উপহার সকলের সহিত প্রচ্ছন্নভাবে রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া, পরিক্ষীতের জীবন সংহার করিল।

পরিক্ষীতের সন্তান জন্মেজয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন শুনিলেন যে, তক্ষক-হস্তে তাঁহার পিতা জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছেন তখন তিনি কোপে অধীর হইয়া পিতৃবৈরী সংহারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ব্রাহ্মণগণ তক্ষকদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া পরিক্ষীতের নিধন সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা জন্মেজয়ের পক্ষে হইলেন (১)। পরাক্রান্ত জন্মেজয় ব্রাহ্মণ সহায়ে সত্বরেই স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন। বিস্তর নাগ গতপ্রাণ হইল। নাগরাজ বাসুকী জন্মেজয়ের হস্তে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর দেখিয়া সন্ধিস্থাপন বাসনায় আস্তীককে প্রেরণ করিলেন। সন্ধির প্রস্তাব হইলে উদারচেতা জন্মেজয় তাহাতে অনুমোদন করিলেন।

এই তক্ষকগণ কোন বংশ সম্ভূত? ইতিহাস মধ্যে যে প্রকারে ইহাদিগের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাদিগকে অনার্য্যবংশ সম্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। 'পুরাকালে দেবযুগে প্রজাপতি দক্ষের দুইটী উত্তমা তনয়া তৎপন্ন হইয়াছিল। সেই দুইটী ভগ্নীই পরমাসুন্দরী ও নিরুপমা ছিলেন।

১। চ্যবনভার্গব, কৌৎস, জৈমিনি, সঙ্গবর, ব্রহ্মা, পিঙ্গল, পুত্রও শিষ্যগণ সহ ব্যাস, উদ্দালক, প্রমতক, শ্বেতকেতু, অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, কালঘট, বাৎস্য, শ্রুতশ্রবা, কোহল, দেবশর্ম্মা, যৌদ্গল্য, সমসৌরভ, প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ জন্মেজয়ের যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন।

মহাভারত আদিপর্ব্ব ৫০।৫—১০;

তাঁহাদিগের একের নাম কদ্রু দ্বিতীয়ের বিনতা। তাঁহারা উভয়েই কশ্যপের সহধর্ম্মিনী হইলেন।' প্রজাপতিসম কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে নাগগণ এবং বিনতার গর্ভে অরুণ ও গরুড় সম্যুৎপন্ন হইলেন। দক্ষ আর্য্যবংশ সম্ভূত। মহর্ষি কশ্যপও আর্য্যবংশসম্ভূত। আর্য্যঋষি আর্য্যবংশের কন্যার করগ্রহণ করিলেন তাহাতেই নাগগণ এবং অরুণ ও গরুড়ের জন্ম হইল।

নাগগণ নিরতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। মহাযশা শেষ নাগ কঠোর তপস্যায় বহুকাল যাপন করিয়াছিলেন। 'তৎকালে কেবল বায়ুমাত্র তাঁহার ভক্ষ্য ছিল। তিনি গন্ধমাদন গিরি, বদরিকাশ্রম, গোকর্ণ পুষ্কর, হিমগিরীর প্রস্থ প্রভৃতি বিবিধ পুণ্য-ক্ষেত্রে বিচরণ পূর্ব্বক সংযতচিত্তে তপঃসাধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইনি এই প্রকার উগ্র তপস্যায় বহুকাল যাপন করিয়াছিলেন। 'মুনিব্রতধারী শেষের মাংস,ত্বকও স্নায়ু সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তিনি জটারাশি বহন ও বল্কল ধারণ করিতেছিলেন। একদা কমলযোনি পিতামহ ব্রহ্মা শেষনাগকে বর প্রদান করিতে বাসনা করিলে শেষনাগ বলিয়াছিলেন, 'হে পিতামহ, হে ঈশ্বর, আমার বুদ্ধি যেন নিরন্তর ধর্ম্ম, তপ ও শমে নিয়ত থাকে ইহাই প্রার্থনা করি।'

নাগগণের সহিত আর্য্যগণের বিবাহাদি কার্য্যও সম্পন্ন হইত। ত্রিলোকীনাথ রামচন্দ্রের পুত্র মহারাজ কুশ কুমুদনাগের ভগ্নি কুমুদ্বতীর করগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাবল পার্থ নাগকন্যা উলুপীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তপঃস্বাধ্যায়নিরত মহর্ষি জরৎকারু বাসুকীর ভগ্নি জরৎকারুকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং মুনিবর জরৎকারুর ঔরসে নাগবালা জরৎকারুর গর্ভে আস্তীক মুনি জন্মগ্রহণ করেন। আস্তীক মুনি বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সমাজে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।

বিনতানন্দনগণও দুষ্কার্য্যপরায়ণ ছিলেন না। বিনতার প্রথম পুত্র অরুণ সূর্য্যদেবের সারথী ছিলেন। গরুড়কে দর্শন করিয়া সুরগণ বলিয়াছিলেন 'হে পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি মহাভাগ, তুমি দেব, তুমি সকলের

প্রভু তুমি তপন সূর্য্য, তুমি প্রজাপতি পরমেষ্ঠী, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব অবতার, তুমি নর, তুমি জগতের পতি, তুমি মুখ, তুমি কমলযোনি, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি পুরসত্তম বিষ্ণু, তুমি মহত্তত্ব, তুমি বিকৃতি, তুমি সর্ব্বদা অবিকৃত মহৎযশঃস্বরূপ, তুমি প্রভা, তুমি অভিপ্রেত, তুমি একমাত্র আশ্রয়, তুমি পুণ্যের সাগর, তুমি সাধু।' ইত্যাদি। হুতাশনের ন্যায় প্রভাশালী, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, বিদ্যুতের ন্যায় তমোনাশক, শূরগণের হিতপ্রদ, দানব-রক্ষগণের শত্রু প্রভৃতি অভিধানেও গরুড় অভিহিত হইয়াছেন।

মহাবল গরুড় ভগবান বিষ্ণুর ধ্বজ স্বরূপে অবস্থান করেন। একদা দেবরাজ ইন্দ্র কহিলেন;—হে খগপতে! তোমার অনুত্তম অসাধারণ বল অবগত হইয়া তোমার সহিত চিরসৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিতে আমার অভিলাষ জন্মিতেছে।

আর্য্যরমণীর গর্ভে আর্য্য পুরুষের ঔরসে যাহাদিগের জন্ম; যাহারা তপস্যা পরায়ণ, সতত আর্য্যধর্ম্ম রক্ষায় যত্নবান, আর্য্যগণের সহিত যাহাদিগের আদান প্রদান, সুরগণ যাহাদিগকে ভক্তির সহিত সম্বোধন করেন, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় যাহাদিগের বর্ণ, সুরগণের যাহারা হিতকারী, দানব বা তাহাদিগের রক্ষাকর্ত্তার যাহারা শত্রু, ভগবান বিষ্ণু যাহাদিগকে রথোপরি আদরে সংস্থাপন করেন, ইন্দ্র যাহাদিগের সৌহার্দ্দ লাভের বাসনা করেন, সুপবিত্র আর্য্যশোণিত যাহাদিগের শিরায় ধমণীতে প্রবাহিত, তাহারা আর্য্যবংশোদ্ভব ভিন্ন আর কি হইবে?

যখন চতুর্দ্দিকে শান্তি বিরাজিত, ভারতবাসীগণের বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা নাই, সেই সময়েই ভারত-সমর সংঘটিত হইয়াছিল। যৎকালে আর্য্যবীরগণ আর্য্যবীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ের ইতিবৃত্ত 'মহাভারত। সে সময় আর্য্যগণ গৃহবিবাদে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কুরুপাণ্ডবগণের ভীষণ সমর নিবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনায় তক্ষকগণ পরীক্ষিতের প্রাণসংহার করিল। জন্মেজয় যখন তক্ষকগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন তৎকালে তক্ষকগণ ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-

ছিল। সুতরাং এই সময়টী ভারতের গৃহবিবাদের সময়। এই সময় আর্য্যগণ আর্য্যশোণিত পাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন (১)।

১। এই প্রস্তাব মধ্যে যে সকল স্থান উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত মহাভারত হইতে গৃহীত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ।

বংশাবলী—তালিকার অনৈক্য—জোন্স বেণ্টলী উইলফোর্ড—রামায়ণ—রঘুবংশ—জনকবংশ তালিকা সকলের অনৈক্য—চন্দ্রবংশ—উভয় বংশের সমসাময়িকত্ব—পুরাণধৃত বংশতালিকা—বাইবলের বংশতালিকা—নূতন বংশ পত্রিকা।

সূর্য্যের সন্তান বৈবস্বত মনু, বৈবস্বত মনুর দশ সন্তান, নয় পুত্র এক কন্যা। প্রথম পুত্রের নাম ইক্ষ্বাকু, কন্যা সর্ব্বকনিষ্ঠা, কন্যার নাম ইলা। চন্দ্রের সন্তান বৃহস্পতি, বৃহস্পতির সন্তান বুধ। বুধের সহিত ইলার বিবাহ হয়। ইক্ষ্বাকুর বংশের নাম সূর্য্যবংশ এবং ইলা ও বুধের বংশের নাম চন্দ্রবংশ।

চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ ভিন্ন প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তে আর কাহারও নাম দৃষ্ট হয় না। অবশ্য বলিতে হইবে রামায়ণ বর্ণিত ঘটনা সকল, মহাভারত বর্ণিত ঘটনা সকলের অনেক পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। কিন্তু পুরাণাদি হইতে যে প্রকার তাঁহাদিগের বংশাবলীর বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। সূর্য্যবংশীয় অনেক নরপতি ভারতরাজ্যে রাজত্ব করিয়াছেন; কিন্তু রামচন্দ্রের জীবন বর্ণনাই রামায়ণ রচয়িতার অভিপ্রেত। সেইরূপ চন্দ্রবংশের সমুদায় নরপতিগণের বিশেষ বিবরণ না করিয়া যুধিষ্ঠিরাদির বিবরণ করাই মহাভারত বিরচয়িতার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং আমরাও রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরাদি পর্য্যন্ত ধরিয়া একটি স্থূল গণনা দ্বারা তালিকার অনৈক্য দেখাইব।

আমরা সারউইলিয়মজোন্স বেণ্টলী কাপটেন উইলফোর্ড এবং কর্ণেল টড এই চারিজনের প্রকাশিত সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের বংশাবলীর চারিটী তালিকা দেখিয়াছি। এই চারিটী তালিকার মধ্যে কোন তালিকারই অপর তালিকার সহিত বিশেষ রূপ ঐক্য হয় না। এমন স্থলে কোনটীকে যে সত্য

বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে, ইহাও বুঝিতে পারা যায় না। যাহা-হউক আমরা এই চারিটী তালিকাই পরিক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; তন্মধ্যে কর্ণেল টড্ প্রকাশিত তালিকাটীকে অপেক্ষাকৃত সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। টড্ সাহেব অন্যান্য তালিকার সহিত আপন তালিকার তুলনা করিয়া যে সকল প্রমাণ দ্বারা আপন তালিকার যাথার্থ প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রকাশিত তালিকাটীকে অপর গুলি অপেক্ষা বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকির প্রদত্ত সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের বংশাবলীর তালিকার সহিত টড্ সাহেবধৃত তালিকার ঐক্য হয় না। আমরা রামায়ণ হইতে একটী তালিকা গ্রহণ (১) করিলাম, কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন।

ব্রহ্মা
মরীচ
কাশ্যপ
রিবস্বৎ
মনু
ইক্ষ্বাকু

কুক্ষি	নিমি
বিকুক্ষি	মিথি
বাণ	জনক
অনরণ্য	উদাবসু
পৃথু	নন্দিবর্দ্ধন
ত্রিশঙ্কু	সুকেতু
ধুন্ধমার	দেবরাত
যুবনাশ্ব	বৃহদ্রথ
মান্ধাতা	মহাবীর
সুসন্ধি	সুধৃতি

১। রামায়ণ বালকাণ্ড সপ্ততিতম এবং একসপ্ততিতম সর্গ।

ধ্রুবসন্ধি
ভরত
আমিত
সগর
অসমঞ্জ
অংশুমান
দিলিপ
ভগীরথ
ককুৎস্থ
ধুন্ধমার
রঘু
প্রবৃদ্ধ

শংখন
সুদর্শন

অগ্নিবর্ণ
শীঘ্রগ
মরু
পশুশ্রুক
অম্বরীষ
নহুস
যযাতি
নাভাগ
অজ
দশরথ
রামচন্দ্র

ধৃষ্ণকেতু
হর্য্যশ্ব
মরু
প্রতীন্ধক
কীর্ত্তিরথ
দেবমীঢ়
বিবুধ
মহীধ্রক
কীর্ত্তিরাত
দেবরাত
মহারোমা
স্বর্ণরোমা
হ্রস্বরোমা

জনক কুশধ্বজ

উভয় তালিকার প্রভেদ বিস্তর। টড্ সাহেব ধৃত তালিকায় ইক্ষ্বাকু হইতে রামচন্দ্র পর্য্যন্ত ৫৮ জন নৃপতি দৃষ্ট হয়; কিন্তু রামায়ণ ধৃত তালিকায় ৩৫ জনের মাত্র নাম পাওয়া যায়। নাম সকলেরও ঐক্য নাই। টড্ সাহেবের মতে ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি রামায়ণের মতে ইক্ষ্বাকুর পৌত্র বিকুক্ষি। টড্ সাহেবের তালিকায় ৩২ সংখ্যক নৃপতি সগর, সগরের পুত্র অসমঞ্জা। রামায়ণের মতে ১৫ সংখ্যক নৃপতি সগর, সগরের পুত্র অসমঞ্জা।

জনক বংশে টড্ সাহেব ৫২ জন নৃপতির নাম দিয়াছেন, কিন্তু রামায়ণে ২৪ জনের অধিক পাওয়া যায় না। টড্ সাহেব ধৃত তালিকায় ২৫ সংখ্যক নৃপতি কুশধ্বজ, রামায়ণে ২৪ সংখ্যক দুই জন নৃপতি দৃষ্ট হয় জনক এবং কুশধ্বজ, জ্যেষ্ঠ বলিয়া জনক রাজা হইয়াছিলেন। টড্ সাহেবের কুশধ্বজ এবং রামায়ণের কুশধ্বজ যদি এক ব্যক্তি এই প্রকার অনুমান করা যায় তাহা হইলে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। জনক রামচন্দ্রের সমসাময়িক। কুশধ্বজ জনকের ভ্রাতা, সুতরাং রামের সমসাময়িক। টড্ সাহেবের তালিকানুসারে রাম ৫৮ সংখ্যক, কুশধ্বজ ২৫ সংখ্যক, ৩৩ জন নৃপতির অন্তর হইয়া পড়ে। রামায়ণধৃত বংশাবলী সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে কতক সামঞ্জস্য হয়।

সার উইলিয়ম জোন্সের গণনানুসারে ইক্ষ্বাকু হইতে রামচন্দ্র পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় ৫৬ জন নৃপতি এবং বুধ হইতে যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত ৪৬ জন নৃপতির নাম দৃষ্ট হয়। বেণ্টলীর গণনানুসারেও জোন্সের ন্যায় সূর্য্যবংশে ৫৬ এবং চন্দ্রবংশে ৪৬ জন রাজার নাম দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন স্থানে স্থানে নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া বেণ্টলী জোন্সের তালিকাই গ্রহণ করিয়াছেন (১)। কর্ণেল উইলফোর্ডের তালিকা অসম্পূর্ণ। কর্ণেল টডের গণনানুসারে ইক্ষ্বাকু হইতে রামচন্দ্র পর্য্যন্ত ৫৮ এবং বুধ হইতে যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত ৫১ জন নরপতির

১। "But, on a close comparison, he has either copied them or taken from the original source, afterwards transposing names which, though aiding a likely hypothesis, will not accord with the historical belief."

Tod's Rajasthan. Vol. I. P. I.

নাম দৃষ্ট হয়। এই সকল বংশ পত্রিকার অনুসরণ করিয়া সময় নির্ণয় করিতে হইলে বিষম গোলযোগে পতিত হইতে হয়। কৌতূহল পরায়ণ পাঠকের জন্য এই বিষয়ের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। উভয় বংশেরই আদি পুরুষ বৈবস্বত মনু। ইক্ষ্বাকু ও ইলা ভ্রাতা ও ভগিনী, বৈবস্বত মনুর পুত্র ও কন্যা। ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্য বংশ, ইলার সহিত চন্দ্রবংশীয় বুধের বিবাহ হওয়ায় বুধ হইতে চন্দ্রবংশ। অতএব স্বীকার করিতে হইবে উভয় বংশই সমকালের কিন্তু ইক্ষ্বাকু হইতে গণনায় রামচন্দ্র পর্য্যন্ত ৫৮ জন নৃপতির নাম দৃষ্ট হয়। ইলা বা বুধ হইতে গণনায় কুরুক্ষেত্রের সমর পর্য্যন্ত ৫১ জন নৃপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। নিঃসংশয়ে বলাযাইতে পারে ভারত সমরের বহু পূর্ব্বে লঙ্কা-বিজয় প্রভৃতি রামায়ণ বর্ণিত ঘটনা সকল ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহা নিতান্ত অসম্ভব রামচন্দ্র পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশে ৫৮ জন নৃপতি আর তাহার বহুকাল পরে আবির্ভূত যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশে ৫১ জন নৃপতি। ইহাতে বোধ হয়, হয় সূর্য্যবংশে ভ্রান্তিক্রমে অধিক নৃপতির নাম লেখা হইয়াছে নয় চন্দ্রবংশে কতকগুলি নৃপতির নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। অথবা সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ অপেক্ষা চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ দীর্ঘজীবী ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, যে কোন কারণেই হউক চন্দ্রবংশীয় কতকগুলি নৃপতির নাম পুরাণাদিতে পরিত্যক্ত হইয়াছে (১)। এ কথাও কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে। যাহা হউক এক্ষণে দুইয়ের অন্যতর পক্ষ অবলম্বন ভিন্ন অন্য কোন উপায়ই নাই।

দ্বিতীয়তঃ। ভারত-সমরে যে সকল চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণ উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও কোন সন্তোষ জনক কথা উদ্ধার করিবার উপায় নাই। যযাতির তিন সন্তান, যদু, পুরু, অনু। পুরুর বংশে যুধিষ্ঠিরাদি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যদুর বংশে কংস ও কৃষ্ণ এবং অনুর বংশে পৃথুসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের বংশাবলীর বিবরণ করা যাইতেছে।

১। বেণ্টলী সাহেব অনুমান করেন জন্মেজয় হইতে পরীক্ষিত পর্য্যন্ত যে সকল নৃপতির নাম ধৃত হইয়াছে তন্মধ্যে ১১ জন নৃপতির নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে।

দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, দুর্ব্বোধ, বাহুরিষ্ট, জরাসন্ধ, দ্রৌপদী, দ্রুপদ, কংস, কৃষ্ণ এবং পৃথুসেন ইহাঁরা সকলেই এক সময়ের লোক এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। বুধ হইতে গণনায় জরাসন্ধ ৪৮, দ্রৌপদী ৪৮, বাহুরিষ্ট ৪৭, দ্রুপদ ৪৭ দুর্ব্বোধ ৪৬, কংস ৫৯ কৃষ্ণ ৫৭, দুর্য্যোধন এবং যুধিষ্ঠির ৫১ এবং পৃথুসেন ৬৩। ইহাও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ইহারা সকলেই এক সময়ের লোক অথচ ইহাদিগের মধ্যে সাত আট পুরুষের অন্তর।

তৃতীয়তঃ। পুরাণাদির বর্ণনানুসারে উভয় বংশীয় রাজগণের সমসাময়িকত্ব প্রতি পাদন করিতে গিয়াও বিষম গোলোযোগে পড়িতে হয়।

সমসাময়িক রাজগণ।

নাম।	কাহার সহিত।
হরিশ্চন্দ্র	পরশুরাম এবং বিশ্বামিত্র
পরশুরাম	সহস্র অর্জ্জুন (১)
সাগর	তালজঙ্ঘা (২)
অম্বরীষ	গাধি এবং লোমপাদ
রাম	রাবণ এবং পরশুরাম

এই তালিকাতে বিষম গোলযোগ দৃষ্ট হইবে। হরিশ্চন্দ্র পরশুরাম এবং বিশ্বামিত্র সমসাময়িক। রামচন্দ্র ও পরশুরামে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, রামচন্দ্র ও পরশুরাম সমকালের লোক সুতরাং রামচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক। হরিশ্চন্দ্র ও রামচন্দ্র উভয়েই ইক্ষাকুবংশ সম্ভুত। ইক্ষাকু হইতে গণনায় হরিশ্চন্দ্র ২৪ এবং রামচন্দ্র ৫৮ সংখ্যক। এরূপ গোলযোগের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কার্ত্তবীর্য্য রাবণের সময়ের লোক। রাক্ষসনাথ রাবণ রঘুকুলপতি

১। ভবিষ্য পুরাণে সহস্র অর্জ্জুন "চক্রবর্ত্তী" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কথিত আছে ইনি তক্ষকদিগকে পরাজয় করেন এবং উত্তর ভারতবর্ষে নর্ম্মদা নদীতীরে হেম নগর স্থাপন করেন। নর্ম্মদাতীরে আজিও ইঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শুনা যায় এবং তথাকার লোকেরা ইঁহাকে সহস্রবাহু কহে।

২। ইনি চন্দ্রবংশ সম্ভূত এবং সহস্র অর্জ্জুন হইতে গণনায় ষষ্ঠ। যে সময় পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হইতেছিল, সে সময় ইঁহার পাঁচ পুত্র পলায়ন করিয়া জীবন এবং ধরামণ্ডলে ক্ষত্রিয়নাম রক্ষা করেন। ভবিষ্য পুরাণে ইহাদিগের উল্লেখ আছে।

রামচন্দ্রের সমসাময়িক। কিন্তু ইক্ষাকু হইতে গণনায় রামচন্দ্র ৫৮ এবং কার্ত্তবীর্য্য ইলা হইতে ১৪ সংখ্যক।

পরশুরাম সহস্র অর্জ্জুনকে হত্যা করেন, রাম ও পরশুরাম সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং রামও সহস্র অর্জ্জুন সমসাময়িক। কিন্তু ইলা হইতে সহস্র অর্জ্জুন ১৫ এবং ইক্ষাকু হইতে রামচন্দ্র ৫৮ সংখ্যক।

অম্বরীষ এবং লোমপাদ সমসাময়িক। প্রথমের সংখ্যা, গণনায় ৪০ কিন্তু দ্বিতীয়ের ২৮। আমরা এপর্য্যন্ত যে কয়টী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম, ইহাতে দেখা যাইবে আর্য্যজাতির বংশাবলী কিরূপ ভয়ানক গোলযোগে পূর্ণ।

আমরা বৈদেশিক প্রাচ্য তত্ত্ববিদ্ চারি জন পণ্ডিত প্রণীত বংশতালিকা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম এই সকল বংশপত্রিকা পরিত্যাগ করিয়া পুরাণমধ্যে যে বংশতালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার অনুসরণ করিলেও সফল মনোরথ হওয়া যাইবে না। বাল্মীকি রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হরিবংশ, কল্কিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি সকল প্রাচীন গ্রন্থেই এক একটী বংশপত্রিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু এগুলিও বিষম গোলযোগাকীর্ণ। পরস্পর কোন তালিকাই অন্য তালিকার সহিত ঐক্য হয় না। আমরা এই অনৈক্য দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। সূর্য্যবংশের তালিকা যথা—

গ্রন্থের নাম	ব্রহ্মা হইতে রামচন্দ্র পর্য্যন্ত নৃপতির সংখ্যা।
১। বাল্মীকি রামায়ণ (১)	৪০ জন
২। বিষ্ণুপুরাণ (২)	৬৭ জন
৩। পদ্মপুরাণ (৩)	৫৯ জন
৪। হরিবংশ (৪)	৬৩ জন

১। ৭২ সর্গ। ২। চতুর্থাংশ ১ম হইতে ৪র্থ অধ্যায়।
৩। পাতালখণ্ড। ৪। ১—১৬ অধ্যায়।

৫। কল্কিপুরাণ (১)	৩৮ জন
৬। মৎস্যপুরাণ (২)	৪৭ জন
৭। ভাগবত পুরাণ (৩)	৬৫ জন

প্রাচীন হিন্দুগণের বংশাবলীর মধ্যে এই প্রকার অনৈক্য দেখিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না। জগতে যে কোন প্রাচীন জাতি আছে আমরা সাহস সহকারে বলিতে পারি, সকলের অপেক্ষা হিন্দুদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ অল্প পরিমাণে গোলযোগাকীর্ণ এবং সকল জাতির প্রাচীন বংশাবলী অপেক্ষা হিন্দুদিগের বংশাবলী সংশুদ্ধ। আমরা উদাহরণ স্বরূপ নিউ টেষ্টামেণ্ট হইতে বংশাবলী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। নিম্নে মথি ও লুক হইতে গৃহীত ইব্রাহিম হইতে যীশুখ্রীষ্ট পর্য্যন্ত বংশতালিকা প্রদত্ত হইল।

মথি লিখিত গ্রন্থ ধৃত বংশ (৪)	লুক লিখিত গ্রন্থ ধৃত বংশ (৫)
১। ইব্রাহিম	১। ইব্রাহিম
২। ইস্‌হাক	২। ইস্‌হাক
৩। যাকূব	৩। যাকূব
৪। যিহূদা (এবং তাহার ভ্রাতৃগণ)	৪। যিহূদা
৫। পেরস্‌	৫। পেরস্‌
—৬। হিষ্ট্রোণ	—৬। হিষ্ট্রোণ
৭। আরাম	৭। অরাম
৮। অম্মীনাদব	৮। অম্মীনাদব
৯। নহশোন	৯। নহশোন্‌
১০। সলমোন্‌	১০। সলমোন্‌

১। ১৭ অধ্যায়
২। ১২ অধ্যায়।
৩। ভা, পু ৯ স্কন্ধ ১—১৩ অধ্যায়
৪। মথি লিখিত পুস্তক ১ম অধ্যায় ১—১৭।
৫। লুক লিখিত পুস্তক ৩য় অধ্যায় ২৩—৩৫।

১১। বোয়স	১১। বোয়স্‌
১২। ওবেদ	১২। ওবেদ
১৩। যিশয়	১৩। যিশয়
১৪। দায়ূদ	১৪। দায়ূদ
১৫। সুলেমান	১৫। নাথন
১৬। রিহবিয়াম	১৬। মত্তত
১৭। অবিয়	১৭। মৈনন
১৮। অসা	১৮। মিলেয়া
১৯। যোসেফট্‌	১৯। ইলিয়াকিন
২০। বিহোরাম	২০। যোনন
২১। উষিয়	২১। যূষফ
২২। যোথম	২২। য়িহদা
২৩। আকস	২৩। শিমিয়োন
২৪। এজিকিয়ো	২৪। লেবি
২৫। মনসস্‌	২৫। মত্তৎ
২৬। আমোন	২৬। যোরীম
২৭। যোশিয়	২৭। ইলীয়েশর
২৮। যেকনীয়	২৮। যোশি
২৯। শলটীয়েল	২৯। এর
৩০। সিরুবাব্বিল	৩০। ইলমোদম
৩১। অবীহূদ	৩১। কোষম
৩২। ইলিয়াকাম্‌	৩২। অদ্দী
৩৩। অসোর	৩৩। মল্কি
৩৪। সাদোক	৩৪। নেরি
৩৫। আথীম	৩৫। শলটীয়েল
৩৬। ইলিহূদ	৩৬। সিরুব্বাবিল
৩৭। ইলিয়াসর	৩৭। রীষা

৩৮। মওম	৩৮। যোহানী
৩৯। যাকূব	৩৯। যিহুদা
৪০। যুসেফ্	৪০। যূষফ
৪১। যীশুখ্রীষ্ট	৪১। সিমিয়া
	৪২। মত্তথিয়
	৪৩। মাট্
	৪৪। নগি
	৪৫। ইষ্লি
	৪৬। নহূম
	৪৭। আমোস
	৪৮। মত্তথিয়
	৪৯। যূষফ
	৫০। যান্ন
	৫১। মল্কি
	৫২। লেবি
	৫৩। মত্তৎ
	৫৪। এলি
	৫৫। যূষফ
	৫৬। যীশুখ্রীষ্ট

এক্ষণে পাঠক দেখিবেন এই উভয় তালিকায় কতদূর অনৈক্য। প্রথমতঃ এই বংশ পত্রিকাদ্বয়ে নামের সংখ্যার একতা নাই, এক তালিকায় ৪১ জন এবং অন্য তালিকার ৫৬ জনের নাম দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত নামের ঐক্য নাই। ইব্রাহিম হইতে রাজর্ষি দায়ুদ পর্য্যন্ত উভয় তালিকার নাম এক প্রকার কিন্তু তৎপরে আর সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না। কেবল দুইটী মাত্র নামের ঐক্য হয়, তাহাও আবার বিশৃঙ্খলাবস্থাপন্ন। মথি ধৃত তালিকানুসারে সল্টীয়েলের সন্তান সিরু ববাবিল লুক ধৃত তালিকাও তদ্রূপ; কিন্তু মথি ধৃত তালিকানুসারে শলটীয়েল ২৯ সংখ্যক, লুক-ধৃত তালিকায়

৩৫ সংখ্যক। পৌরানিক বংশপত্রিকা এরূপ বিশৃঙ্খলতায় আকীর্ণ নহে। এই প্রকার অবস্থায় কোন তালিকার অনুসরণ করিতে হইবে তদবধারণ সহজ নহে। অপ্রাকৃত-বিষয় গ্রন্থ নিবিষ্ট করিয়া জগৎকে প্রতারণা করা এই সকল মহাপুরুষগণের কখনই অভিপ্রেত নহে। তবে পরবর্ত্তী গ্রন্থকর্ত্তার ভ্রম বা উপযুক্ত প্রমাণের অভাব, কি পূর্ব্ব প্রকাশিত গ্রন্থের অপ্রাপ্তিই এই প্রকার গোলযোগের কারণ।

বংশপত্রিকায় যে প্রকার গোলযোগ থাকুক না কেন একটীর অনুসরণ করিতেই হইবে, সুতরাং আমরা যথাস্থানে একটী বংশপত্রিকা প্রদান করিলাম। (১)

আমরা ভারতের ইতিবৃত্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়া যত বিপদে ও যত গোলযোগে পতিত হইয়াছি আজিকার সহিত তুলনায় সকলই তুচ্ছ। ভারতীয় আর্য্যগণের কীর্ত্তিকলাপের সময় নির্দ্ধারণের ন্যায় দুরূহ ব্যাপার বুঝি আর কিছুই নাই। আর্য্যজাতি কিরূপে কাল গণনা করিতেন তাহার কিয়ৎপরিমাণ বিবরণ করিয়া আমাদিগের গন্তব্য পথে গমন করিব। আর্য্যদিগের মতে ৪৩২০০০০০০০ বৎসরে এক কল্প অথবা ব্রহ্মমানের দিবা। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প। এক এক মন্বন্তরে পৃথিবী এক এক মনুর অধীনে থাকে। একাত্র মহাযুগে এক মন্বন্তর। চারি যুগে এক মহাযুগ। এই চারি যুগের নাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। সত্যযুগের বিস্তৃতি ১৭২৮০০০ বৎসর। ত্রেতাযুগ ১২৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপর ৮৬৪০০০ বৎসর এবং কলি ৪৩২০০০ বৎসর। (২) এক্ষণে কলিযুগের প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর গত হইয়াছে।

হিন্দুদিগের গণনানুসারে চারি যুগেই, আমাদিগের বর্ত্তমান-ইতিবৃত্ত-বিবৃত সমুদায় ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের গনণায় বিশ্বাস করিলে

১। বাল্মীকি রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হরিবংশ, কল্কিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, রঘুবংশ এবং কর্ণেল টড প্রদত্ত বংশপত্রিকাকে আদর্শ করিয়া ইহা প্রস্তুত হইল।

২। হিন্দুদিগের সত্য প্রভৃতি চারি যুগের সহিত গ্রীকদিগের যুগের সাদৃশ্য দেখা যায়। গ্রীকদিগের মতে golden, silver, brazen, and iron এই চারি যুগ।

বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয়। হিন্দুসময় নিরূপকদিগের কথায় বিশ্বাস করিলে সময় এত অধিক হয় যে আর্যদিগের কার্য্যকলাপের কাল তাঁহাদিগের গণনা অতিক্রম করিয়া যায়। তাঁহাদিগের গণনানুসারে প্রায় সাত মন্বন্তর ফুরাইয়া যায়। (১)

আমরা এস্থলে সংক্ষেপে রামায়ণ বর্ণিত ঘটনা এবং মহাভারত বিবৃত ঘটনার কথঞ্চিৎ কাল-নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ইহাঁদিগের পরবর্ত্তী হিন্দুরাজগণের জীবনী সংগ্রহকালে ইহাঁদিগের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিব এবং যে সকল মান্যাস্পদ ইতিবৃত্তবেত্তাদিগের মতের সহিত আমাদিগের মতানৈক্য হইবে স্বীয় মতের সহিত তাঁহাদিগের মতের তুলনা করিয়া সপক্ষ সমর্থনের বিনীতভাবে চেষ্টা করিব।

লঙ্কাবিজয় এবং ভারতসমরের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনার পূর্ব্বে আমাদিগের প্রদত্ত বংশপত্রিকার সংক্ষেপ আলোচনা আবশ্যক। ভগবান মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর অধস্তন ৬০ সংখ্যক নৃপতি ভগবান রামচন্দ্র। বীর প্রবর দশরথের ঔরসে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দশরথের শান্তানাম্নী এক কন্যা ছিল। অঙ্গরাজ লোমপাদের সহিত দশরথের বিশেষ সখ্য ছিল। লোমপাদ অপুত্রক ছিলেন বলিয়া তিনি স্বীয় সখা-কন্যা শান্তাকে দত্তক কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২) দশরথ ইক্ষ্বাকুর

১ Asiatic Researches Vol. P. 116.
হিন্দু সময় নিরূপকদিগের গননানুসারে ৪৩২০০০০ × ৭১ বৎসর হয়।

২ অপুত্রস্ত্বঙ্গরাজোবৈ লোমপাদ ইতি শ্রুতঃ।
স রাজানং দশরথং প্রার্থয়িষ্যতি ভূমিপঃ॥ ১।১০।১৪॥
অনপত্যোঽস্মি মে কন্যাং সখে দাতুং ত্বমর্হসি।
শান্তাং শান্তেন মনসা পুত্রার্থে বরবর্ণিনীং॥ ১।১০।১৫॥
শ্রুত্বা দশরথো বাক্যং প্রকৃত্যা করুণাত্মকঃ।
দাস্যতে তাং তদা কন্যাং শান্তামঙ্গাধিপায় সঃ॥ ১।১০।১৬
প্রতিগৃহ্য চ তাং কন্যাং স রাজা বিগতজ্বরঃ।
স্বপুরং যাস্যতি প্রীতঃ কৃতার্থেনান্তরাত্মনা॥ ১।১০।১৭ রামায়ণং।

অধস্তন ৫৯ সংখ্যক। লোমপাদ বুধের অধস্তন ২০ সংখ্যক। ইক্ষ্বাকু ও ইলা ভ্রাতা এবং ভগ্নী। ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশ এবং ইলা হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি। এতদ্দর্শনে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে চন্দ্রবংশে বুধের পর লোমপাদের পূর্ব্বে উনচল্লিশ জন নৃপতির নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। কুন্তির কন্যা-অবস্থায় কর্ণ নামক এক পুত্র হইয়াছিল। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কুন্তি এই কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই পুত্র অঙ্গরাজ লোমপাদের অধস্তন দশম সংখ্যক নৃপতি অধিরথির গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কুন্তির অপর পুত্রগণই পাণ্ডব নামে আখ্যাত। বিশেষতঃ কর্ণ অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সুতরাং কর্ণ এবং পাণ্ডবগণ এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সূর্য্যবংশাবতংস মহারাজ রামচন্দ্রের অধস্তন উনত্রিশ সংখ্যক নৃপতি বৃহদ্বল ভারত সমরে মহাবীর অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। বৃহদ্বল বিশ্রুতবানের পুত্র। সুতরাং কর্ণ, অর্জ্জুন এবং বিশ্রুতবান এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন সম্ভব। বিশ্রুতবান দশরথের অধস্তন উনত্রিশ সংখ্যক অথচ কর্ণ লোমপাদের অধস্তন একাদশ সংখ্যক। অতএব অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে লোমপাদের পর কর্ণের পূর্ব্বে চন্দ্রবংশে অষ্টাদশ জন নৃপতির নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনুর বংশে সর্ব্বশুদ্ধ সাতান্নজন নৃপতির নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এ প্রকার অনুমানও অসঙ্গত নহে। পরিত্যক্ত নামগুলির সহিত যে সকল নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় সেগুলি এক করিলে দেখা যাইবে বুধ হইতে কর্ণ পুত্র বৃষসেন পর্য্যন্ত ৮৯ জন চন্দ্রবংশীয় নৃপতি ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছেন।

নহুষের অপরাপর পুত্রগণের বংশাবলী সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা চন্দ্রবংশের যে তালিকা প্রদান করিয়াছি তন্মধ্যে যে সকল অনৈক্য আছে প্রথমে তাহারই আলোচনা আবশ্যক। যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, দ্রুপদ এবং কৃপাচার্য্য ইহাঁরা সকলেই ভারত সমরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বুধ হইতে গননায় যুধিষ্ঠির ৪৬, দুর্য্যোধন ৪৬, দ্রুপদ ৪২ এবং কৃপাচার্য্য ৩৯ সংখ্যক। বুধের পৌত্র নহুষ। নহুষের যতি, যযাতি পর্য্যতি, আয়তি, বিরতি, এবং কৃতি নামক ছয় পুত্র হইয়াছিল।

তন্মধ্যে যযাতির পাঁচ পুত্র যথা—যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু এবং পুরু। এই পুরু-বংশ হইতে ইহাঁরা সকলেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

বসুদেব এবং পৃথা ভ্রাতা ও ভগ্নী। প্রবল পরাক্রম পাণ্ডু, পৃথার [কুন্তি] কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পৃথার গর্ভে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃত্রয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু বুধ হইতে গনণায় যুধিষ্ঠির ৪৬ এবং বসুদেব ৫২ সংখ্যক। ইহার মধ্যেই ছয় পুরুষের অন্তর দেখা যাইতেছে। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ভারতসমরে পাণ্ডবগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ ভয়ে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া গুর্জ্জরে গিয়াছিলেন। বুধ হইতে গনণায় শ্রীকৃষ্ণ ৫৩ সংখ্যক অথচ জরাসন্ধ ৩৭ সংখ্যক। এক বংশ মধ্যে এই প্রকার অনৈক্য হইবার কারণ কি? ইহাতে সহজেই অনুমান হয় যে সংগ্রাহকের প্রমাদ বশতঃ বংশপত্রিকা মধ্যে প্রত্যেক শাখাতেই কতকগুলি করিয়া নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বুধ হইতে গনণায় যুধিষ্ঠির ৪৬ সংখ্যক। বৃহদ্বল অভিমন্যু হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। বৃহদ্বলের পিতা বিশ্রুতবান্ ইক্ষ্বাকু হইতে ৮৮ সংখ্যক। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে বুধ এবং যুধিষ্ঠিরের মধ্যে ৪২ জন নৃপতির নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কথিত আছে দ্বাপরের শেষে কুরুপাণ্ডবগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই বাক্য সমর্থনার্থে বিশেষ সন্তোষপ্রদ প্রমাণ কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রাজতরঙ্গিণীর বর্ণনানুসারে খ্রীষ্টের ২৪৪৮ বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের প্রথম রাজা গোনর্দ্দ প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোনর্দ্দ প্রথমের পৌত্র গোনর্দ্দ-দ্বিতীয়ের রাজত্বকালে ভারত সমর ঘটিয়াছিল। নিতান্ত বালক বলিয়া গোনর্দ্দ-দ্বিতীয় ভারতসমরে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। গোনর্দ্দ-প্রথম পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র দামোদর রাজত্ব করিয়াছিলেন। দামোদরের মৃত্যুকালে গোনর্দ্দ-দ্বিতীয় মাতৃগর্ভে ছিলেন। রাজতরঙ্গিণী অনুসারে কাশ্মীরের রাজাগণের রাজত্ব-কাল কিঞ্চিদধিক ৩০ বৎসর। দামোদরেয় রাজত্বকাল ত্রিশ বৎসর ধরিলে অনুমান করা যাইতে পারে গোনন্দ-প্রথমের ৪০ বৎসর পরে ভারতসমর

সংঘটিত হইয়াছিল। এই গণনানুসারে খৃষ্টের ২৪০৮ বৎসর পূর্ব্বে ভারত-সমর ঘটিয়াছিল। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে, খৃষ্টের প্রায় ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবগণের মহাসমর ঘটিয়াছিল (১)।

সূর্য্যবংশীয় মহারাজ বৃহদ্বল ভারতসমরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাম-চন্দ্র এবং বৃহদ্বলের মধ্যে ২৯ পুরুষের অন্তর। যদি প্রত্যেক রাজার রাজত্ব-কাল গড়ে ২০ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে বৃহদ্বলের ৫৮০ বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যবংশাবতংশ ভগবান রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতএব আনু-মানিক খৃষ্টের ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতসমর এবং প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে লঙ্কাবিজয় ঘটিয়াছিল।

১। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় প্রত্যেক রাজার রাজত্বকাল গড়ে ১৬ বৎসর ধরিয়া অনুমান করেন সম্ভবতঃ খৃষ্টের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতসমর ঘটিয়াছিল—Indo Aryans Vol 11 Page 5. যদি প্রত্যেক রাজার রাজত্বকাল ১৬ বৎসর না ধরিয়া ২০ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে আমাদিগের গনণার সহিত অনেকাংশে সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। রাজতরঙ্গিনীর মতানুসারে কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে ভারতসমর ঘটিয়াছিল। এক্ষণে কলির ৪৯৮২ বৎসর গত হইয়াছে। সুতরাং এই গনণাও আমাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতেছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দাক্ষিণাত্য।

আর্য্যগণের দক্ষিণাভিমুখে আগমন—ঐতিহাসিক কাল—নিষাদ—দণ্ডকারণ্য—দাক্ষিণাত্যে ঋষি—অগস্ত—রাক্ষস—অপরাপর বন্যজাতিগণ—সংস্কৃতের সহিত বন্যজাতিগণের ভাষাগত সাদৃশ্যের অভাব—দক্ষিণ ভারতের চারিটী ভাষা—দেশ্য, তৎসম গ্রাম্য এবং তদ্‌ভব—কণ্ব—নিষাদ কোল প্রভৃতি বন্যজাতিগণ আর্য্যবংশোদ্ভব নহে—অন্ধ্ররাজ অন্ধ্ররযুদূ—প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাগণ অনার্য্যগণকে আর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়াছেন কেন?—রাবণ কোন্ বংশ হইতে উৎপন্ন?

বৈদিককালে আর্য্যগণ দক্ষিণাভিমুখে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে বিন্ধ্যই আর্য্যভূমির দক্ষিণসীমা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিককালে আর্য্যগণ বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। আর্য্যগণের জয়পতাকা বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে প্রোথিত হইয়াছিল। রামায়ণ (১) এবং মহাভারত আর্য্যদিগের প্রথম ইতিহাস। রামায়ণ এবং মহাভারত মধ্যে যে সময়ের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, তাহাকেই ঐতিহাসিক কাল বলিতেছি।

১। অধ্যাপক ওয়েবর রামায়ণ বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সীতা লাঙ্গুলের খাত এবং রাম কৃষক, এই উভয়ের বিষয় রূপক অলঙ্কারে রামায়ণ মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। তবে ইহাঁর বিবেচনানুসারে আর্য্যজাতির দক্ষিণাভিমুখে গমন বর্ণনাই রামায়ণের উদ্দেশ্য।—Weber's 'History of Indian Literature' P 181.

আমরা এই মতের অনুমোদন করি না; এতৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। এক জন বিজ্ঞ পণ্ডিত অনুমান করেন ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রামায়ণ লিখিত হইয়াছে; তবে লেখক কবির চক্ষে ঘটনা সকল দেখিয়াছেন।

—Sig. Gorresio.

এই সময়ে দাক্ষিণাত্য অনার্য্যজাতিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ও অধিবাসিত ছিল। গঙ্গাতীরে নিষাদগণ বাস করিত। রামচন্দ্রের সখা নিষাদ বংশীয় রাজা গুহ অতিশয় বলবান ছিলেন। পুরুষব্যাঘ্র রামের আগমন সংবাদ শ্রবণে, তিনি জ্ঞাতি অমাত্য প্রভৃতি পরিবৃত হইয়া রাম সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন (১)। এই নিষাদগণ অনেকাংশে আত্মোন্নতি করিয়াছিলেন। অমাত্য, জ্ঞাতি প্রভৃতি পরিবৃত হইয়া যে রাজা অবস্থান করেন, তিনি অবশ্য কথঞ্চিৎ উন্নত অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন। বিশেষতঃ নিষাদরাজের প্রভূত রথ, সৈন্য প্রভৃতির বর্ণনা দৃষ্ট হয় এবং ইনিই তরণীযোগে রামচন্দ্র এবং ভরতকে গঙ্গা পার করিয়া দিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্য এক্ষণেও অরণ্যময় ভূভাগ। যমুনার দক্ষিণ হইতেই সুবিস্তৃত দণ্ডকারণ্য মধ্যে উপনীত হইতে হয়। যমুনার দক্ষিণ হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ বনময়। কিন্তু এই বনপ্রদেশেও আর্য্যগণ প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই অরণ্য মধ্যে বিস্তর আর্য্যঋষিগণের আশ্রম ছিল (২)।

রামায়ণ মধ্যেই জয়োল্লাসে উৎফুল্ল আর্য্যগণকে দাক্ষিণাত্যে বিচরণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তরবারি হস্তে বীরবেশে আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করার পূর্ব্বেই প্রশান্তমূর্ত্তি ঋষিগণ ধীরে ধীরে এই অনার্য্যভূভাগে আগমন করিয়াছিলেন। যজ্ঞধ্বংশকারী অনার্য্যগণ পরিবৃত এই অরণ্যমধ্যে আর্য্যগণ বাস করিতেন। সূর্য্যবংসাবতংশ মহারাজ রামচন্দ্র এই অরণ্য মধ্যে ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্তের সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। অগস্ত রঘুশ্রেষ্ঠকে বন প্রদেশের বিবরণ বলিয়াছিলেন। আর্য্যঋষিগণ এই অনার্য্যদিগকে সর্ব্বপ্রথমে আর্য্য, সংশ্রবে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, (৩)। ধন্য আর্য্য মহর্ষি! মানবের হিতচিকীর্ষু হইয়া, অনার্য্য বর্ব্বর জাতিদিগের দুঃখে ভগ্ন হৃদয় হইয়া, তোমরা এই ভয়ানক অরণ্যপ্রদেশে অবস্থান করি-

১। রামায়ণ ২।৪৭।৯ (Gorresio's edition)
২। রামায়ণ ৩।৬।১
৩। Lassen's Indian Antiquities i. 535.

তেছ। তোমরা যাহাদিগের মঙ্গলার্থী হইয়া এই ভীষণ সঙ্কটাপন্ন স্থানে অবস্থান করিতেছ, জ্ঞান, সভ্যতা, প্রভৃতি যাহাদিগকে শিক্ষা দিবার বাসনায় তোমাদিগের সুখপ্রদ আর্য্যাবর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, তাহারা তোমাদিগের প্রতি কতই অসদ্ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু তাহাতেও দৃষ্টি নাই—তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই।

তপস্যার কি আশ্চর্য্য শক্তি। এই নরমাংসলোলুপ ভীষণদর্শন কৃষ্ণকায় আর্য্যদ্রোহী, যজ্ঞ নষ্টকারী অনার্য্যগণও তপস্যাপ্রভাবে শান্তিপ্রদ আশ্রমে সর্ব্বদা প্রবেশ করিতে সক্ষম হইত না। কথিত আছে, মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম পুণ্য কর্ম্মের জন্য খ্যাত ছিল। ক্লান্ত ব্যক্তিগণ তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিত। মহর্ষির তপোবলে রাক্ষসগণ এই প্রদেশ অধিকার করিতে পারিত না। দয়ার্দ্রহৃদয় মহর্ষি এই ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেন বলিয়া ত্রিলোকের মধ্যে এই ভূভাগের নাম কাহারও অবিদিত ছিল না (১)। কেহ কেহ বলেন, মহর্ষি অগস্ত্য দক্ষিণ প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন (২)।

প্রতিপন্ন হইয়াছে, ভারতীয় অনার্য্যগণ দস্যু রাক্ষস প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। চিত্রকুটনিবাসী ঋষিগণ রামসমক্ষে উপস্থিত হইয়া রাক্ষসদিগের উৎপীড়ন বর্ণনা করিতেছেন,—"হে রাঘব! মনুষ্যভুক্ নানা রূপ ধারী রাক্ষসগণ এবং রক্তপায়ী বন্যপশুগণ এই মহারণ্যে অবস্থান করে। জনস্থান নিবাসী তাপসনিকরকে ইহারা অতিশয় উত্যক্ত করিতেছে * * তুমি, তাহাদিগকে দমন করিয়া আশ্রমকে নির্ভয় কর। * * * এই সকল ভীষণ দর্শন রাক্ষসগণ নানাবিধ নিষ্ঠুর কার্য্য করিতেছে। অনার্য্যগণ নানাবিধ অশুচি কার্য্য সমাধান করিতেছে। আশ্রমপ্রান্তে গহনমধ্যে বিকৃত দর্শন হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া তপস্বীগণকে সুদারুণ ভয় দেখাইয়া প্রীত হইতেছে। যজ্ঞপাত্র সকল নিক্ষেপ করিতেছে, হবি নষ্ট করিতেছে এবং বলিতে শোণিত প্রক্ষেপ করিতেছে। এই সকল অবিশ্বস্ত প্রাণী বিশ্বস্ত

১। রামায়ণ ৩।১৭।১৭ ;
২। রামায়ণ ৬।১০০।১৫,১৬ ;

তপস্বীগণের কর্ণমূলে ভৈরবরব প্রেরণ করিতেছে। হোমকালে তপস্বীগণের কলস, পুষ্প, সমিধ, দর্ভ প্রভৃতি লইয়া পলায়ণ করিতেছে (১)।"

রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যমধ্যে বিচরণকালে গিরিকুটাভ দীর্ঘজঙ্ঘ, মহাকায়, মৃগব্যাল নিষর্হনকারী, বক্রনাশ, বিরূপাক্ষ, দীর্ঘাস্য, নির্ণতোদর, ঘোরদর্শন রাক্ষস দেখিয়াছিলেন। ইহার শূলাগ্রস্থ আটটী সিংহ হইতে বিন্দু বিন্দু রুধিরপাত হইতেছিল এবং সবিষাণ মেদযুক্ত ভীষণ-দর্শন গজকুম্ভ শূলাগ্রে লম্বিত ছিল। ইহার পরিধান রুধিরাক্ত সপদ ব্যাঘ্রচর্ম্ম। ব্যাত্তানন অন্তকের ন্যায় সর্ব্বভূতের ত্রাসস্বরূপ, ইহার দর্শন (২)।

নিষাদগণও এই প্রকার কুদর্শন, তবে তাহারা রাক্ষস হইতে খর্ব্বকায়। মুণিগণ মৃত বেনের উরুদেশ মন্থন করাতে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল 'সে কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাহার অঙ্গ সকল অতিশয় হ্রস্ব এবং বাহুদ্বয় ক্ষুদ্র, কপোলের দুই প্রান্ত ভাগ বৃহৎ, দুই চরণ খর্ব্ব, নাসাগ্র নিম্ন, চক্ষু লাল এবং কেশ তাম্রবর্ণ। সে ব্যক্তি দীনভাবে নত হইয়া কি করিব এই কথা বলিতে লাগিল। ঋষিরা এই কথায় নিষীদ অর্থাৎ বৈস, এই মাত্র বলিলেন। বিদ্বর মুণিগণ নিষীদ বলাতেই এই উৎপন্ন ব্যক্তি নিষাদ নামে বিখ্যাত হইল (৩)।'

ভগবান মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন দ্রাবিড়ীয়গণ পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয় ছিল কিন্তু পুণ্যকর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ হীন হওয়ায় বৃশলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল (৪)। কথিত আছে চোল, কেরল প্রভৃতি জাতিগণও ক্ষত্রিয়বংশজাত, কর্ম্মানুষ্ঠানের অভাব জন্য পতিত হইয়াছে (৫)। যযাতির অন্যান্য পুত্রের ন্যায় তুর্ব্বসুও পিতার জরাগ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন সেই জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে 'যদিও তুমি আমার

১। রামায়ণ ৩।১।১৫ ;
২। রামায়ণ ৩।৭।৫ ;
৩। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের ভা, পু ৪।১৪।৩১ ;
৪। মনু ১০।৪৩,৪৪ ;
৫। হরিবংশ ;

হৃদয়জ, কিন্তু তুমি আমার জরাগ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছ বলিয়া তোমার বংশীয়গণ আর আমার বংশের পরিচয় দিতে পারিবে না। নির্ব্বোধ! তুমি মাংশাসী, পরদারগ্রাহী, গুরুপত্নীহারী, পশুধর্ম্মী, দুষ্ট, ম্লেচ্ছগণের উপর আধিপত্য করিবে (১)। বিবিধ পুরাণমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে পাণ্ড, কেরল, কোল, চোলপ্রভৃতি জাতিগণ তুর্ব্বসুর বংশজাত।

ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতির বিধানানুসারে নিষাদ কোল প্রভৃতি বন্য জাতিগণ, আর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন। তবে কি দাক্ষিণাত্যবাসী কৃষ্ণকায় মাংসভুক বর্ব্বরগণ সুপবিত্র আর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? তাহাদিগের শরীর মধ্যে কি আর্য্য শোণিত প্রবাহিত?

এই প্রশ্নের যথাসাধ্য মীমাংসা বোধ হয় কাহারই অপ্রীতিকর হইবে না। আজিও গণ্ড, কোল প্রভৃতি বিস্তর জাতি মধ্যভারতবর্ষে বাস করে কিন্তু তাহাদিগের ভাষার, সংস্কৃত কি প্রাকৃত কি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অন্য কোন ভাষার সহিত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। দাক্ষিণাত্যে যে কোন অসভ্য জাতি আছে তাহাদিগের ভাষার সংস্কৃতের সহিত কোন সাদৃশ্য নাই। "দক্ষিণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে চারিটী প্রধান ভাষা প্রচলিত আছে। এই সকল ভাষার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এক ভাষা অপরে বুঝিতে পারে না। উত্তরদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষীয় ভাষাকে পঞ্চ গৌড় এবং পঞ্চ দ্রাবিড় এই দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র গুর্জ্জর, কর্ণাটক, তৈলঙ্গ এবং দ্রাবিড় এই পাঁচটীর নাম 'পঞ্চ দ্রাবিড়' মহারাষ্ট্র এবং গুর্জ্জর প্রচলিত ভাষাকে 'পঞ্চ গৌড়' শ্রেণীভুক্ত করা ন্যায় সঙ্গত হয় নাই। মহারাষ্ট্র এবং গুর্জ্জর প্রচলিত ভাষার সহিত সংস্কৃতের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অপর ভাষাত্রয়ের সহিত সংস্কৃতের কোনই সাদৃশ্য দেখা যায় না। তৈলঙ্গ, কর্ণাটক এবং দ্রাবিড় প্রচলিত ভাষা সংস্কৃত মূলক নহে (২)।"

১। মহাভারত ১।৩৪।৭৮;

২। See Rev. Dr. Caldwell's "Comparative grammar of the Dravidian Languages."

'কর্ণাটক এবং তৈলঙ্গ প্রচলিত অক্ষরের সহিত দেবনাগর অক্ষরের কতক সাদৃশ্য আছে বটে কিন্তু সংস্কৃত বা হিন্দীর সহিত ভাষাগত সাদৃশ্য কিছুই লক্ষ্য হয় না। তামিল, তেলিগু প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃত মূলক নহে, তবে কাল সহকারে কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ এই সকল ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তেলিগু ভাষার শব্দ সকল ঐ ভাষাজাত ধাতু হইতেই উৎপন্ন এবং ঐ সকল ধাতু সংস্কৃতের সহিত সংশ্রব পরিশূন্য। অন্ধ্রদীপিকা তৈলঙ্গী ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট অভিধান। এই অভিধান কর্ত্তার নির্দ্দেশানুসারে অন্ধ্রভাষা চারি প্রকার; যথা তৎসম, তদভব, দেশ্য এবং গ্রাম্য। অন্ধ্র ভাষার মধ্যে যে সকল সংস্কৃত শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দেবভাষা তৎসম। প্রাকৃত বা সংস্কৃত হইতে গৃহীত রূপান্তরিত যে সকল শব্দ অন্ধ্র ভাষার মধ্যে দৃষ্ট হয় তাহার নাম তদভব। তৈলঙ্গ প্রচলিত ভাষা বা বিদেশীয় যে সকল ভাষা তৈলঙ্গীয় ভাষার সহিত সুমিশ্রিত হইয়াছে তাহাই দেশ্য ভাষা। শ্রীশৈল, দ্রচরামস্থিত ভিমেশ্বরের মঠ, বৃহৎকালেশ্বর এবং মহেন্দ্রপর্ব্বত এই সীমা বেষ্টিত পবিত্র ক্ষেত্রে ত্রিলঙ্গ স্থাপিত ছিল। এই ত্রিলঙ্গ দেশ প্রচলিত ভাষাই সংশুদ্ধ তৈলঙ্গী ভাষা। অন্ধ্রদেশের আদিম নিবাসীগণ যে অমিশ্র ভাষা ব্যবহার করে তাহাই "শুদ্ধ অন্ধ্র দেশ্যং" নামে আখ্যাত। যে সকল শব্দ কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যাকরণনিয়মের অধীন নহে এবং গ্রাম্য লোক কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহারই নাম গ্রাম্য।

তৈলঙ্গী ভাষার প্রকৃতি, ধাতু, শব্দ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি করিলে অনুমিত হয়, যাহা বিশুদ্ধ তৈলঙ্গী এবং সমুদায় দাক্ষিণাত্য প্রচলিত ভাষার মূল তাহারই নাম দেশ্য। যে গুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত তাহাই তৎসম। এবং সমাজের নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যবহৃত ভাষা গ্রাম্য। সমগ্র ভাষার মধ্যে অর্দ্ধেক দেশ্য বা বিশুদ্ধ তৈলঙ্গী, দশমাংশ অন্য দেশীয় কিঞ্চিদূন চতুর্থাংশ তৎসম এবং চতুর্থাংশ তদভব (১)।"

'অতি প্রাচীন তৈলঙ্গী বৈয়াকরণের নাম কণ্ব। কথিত আছে ইনিই প্রথমে ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। সুযন্ত্রের সন্তান অন্ধ্ররাজ অন্ধ্র

1 Note By F. W. Ellis;

রযুদুর আদেশ ক্রমে কণ্ব এই ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। কণ্ব প্রভৃতি প্রাচীন বৈয়াকরণগণের ব্যাকরণ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে। সাধারণের বিশ্বাস যে তৈলঙ্গী ভাষার মূল বৈদিক ভাষা। কিন্তু এই কথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না (১)।[1] এক্ষণে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে দ্রাক্ষিণাত্য প্রচলিত ভাষা সংস্কৃত মূলক নহে (২)। আর্য্যগণ সংস্কৃত ভাষী। আর্য্য-বংশোদ্ভব জাতিমাত্রই সংস্কৃত বা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন কোন ভাষা, কি সংস্কৃতের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য যুক্ত কোন ভাষা, ভাষী হইবে। কিন্তু দাক্ষিণাত্য প্রচলিত কোন ভাষারই সহিত সংস্কৃতের সাদৃশ্য নাই বা তাহারা সংস্কৃত মূলক নহে সুতরাং দাক্ষিণাত্যবাসীগণ আর্য্যবংশোদ্ভব নহে।

দাক্ষিণাত্যবাসিগণ পূর্ব্বে সংস্কৃতভাষা ভাষী ছিল, কালসহকারে তাহারা ভাষান্তর গ্রহণ করিয়াছে এরূপ অনুমান ও সঙ্গত নহে। এ যাবৎ জগতী তলে কোন বিশেষ বাহ্যিক কারণ ভিন্ন কোন জাতি আপন জাতীয় ভাষা পরিত্যাগ করে নাই (৩)। সুতরাং পুনর্ব্বার বলিতে হইতেছে দাক্ষিণাত্য বাসিগণের শিরাধমনী মধ্যে পবিত্র আর্য্য শোণিত প্রবাহিত ছিল না। বিশেষতঃ আর্য্যগণ শ্বেতকায়, এরূপ অবস্থায় কৃষ্ণকায় কদাকার জাতিগণ কি প্রকারে আর্য্যবংশোদ্ভব হইতে পারে?

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে তবে কি জন্য ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি প্রণেতৃগণ রাক্ষস দস্যু প্রভৃতিগণকে আর্য্যবংশোৎপন্ন বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন?

অন্ধ্ররাজ অন্ধ্ররযুদুর সময় কন্ন তৈলঙ্গী ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করিয়া-

1 Preface to Mr A. D. Campbell's Teluga grammar.

২। এতৎসম্বন্ধে যিনি অধিক জানিতে বাসনা করেন তিনি Rev. Dr. Caldwell's Comparative grammar of the Dravidian Languages. Note by Mr. A. W. Ellis; Preface to Mr A. W. Campbell's Teluga grammar and Muirs Sanskrit Texts Vol i i P 440—465 দেখিবেন।

3 See Muirs original sanskrit Texts Vol ii P 459. And Dr. Mitra's 'Indo—aryans' Vol 1. P 433.

ছিলেন। এই সময়ের পূর্ব্বেই তৈলঙ্গীভাষায় সংস্কৃত প্রবেশ করিয়াছিল। খৃষ্টের পূর্ব্বে এই নরপতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন (১)। সুতরাং তৎপূর্ব্বেই দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের সহিত আর্য্যদিগের সংশ্রব হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্য মধ্যে ইল্বল ও বাতাপি নামক দুই ভ্রাতা ছিল। ইহারা ব্রাহ্মণঘাতী অসুর। ইল্বল ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া সংস্কৃত বলিত (২)। রামচন্দ্র যে সকল বানর সহায়ে লঙ্কাবিজয় করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। সুগ্রীব বেদ বিশারদ ছিলেন (৩)। সুতরাং বলিতে হইতেছে, রামচন্দ্রেরও বহু পূর্ব্বে আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক অনার্য্যের মধ্যে যে অতি অল্প সংখ্যক আর্য্য গিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, কালসহকারে তাঁহারাও ঐ অনার্য্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সংশ্রবে কতক ব্যক্তি কথঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল। যে সকল আর্য্য, অনার্য্য প্রদেশে নিবাস করিয়াছিলেন এবং অনার্য্যরমণী বিবাহ করিয়াছিলেন বোধ হয়, তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাগণ অনার্য্যদিগকে আর্য্যবংশ সম্ভূত বলিয়াছেন (৪)।

রামচন্দ্র লঙ্কাবিজয় করিয়াছিলেন। লঙ্কাপতি রাবণকে অনার্য্য বংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয় না। রাবণ পুলস্তের বংশোদ্ভব। পুলস্ত একজন আর্য্য ঋষি। আর্য্যবংশে কি প্রকারে অনার্য্য জন্মিল? অথর্ব্ব বেদমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, দশ মুখ, দশ মস্তকসহ ব্রাহ্মণ প্রথমে জন্মিয়াছিলেন (৫)।

1 Rev. Dr. Caldwell's 'comparative grammar of the Dravidian Languages'. পণ্ডিতবর উইলসন সাহেব অনুমান করেন খ্রী. পু. ১৮ অব্দে ইনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—Wilson's V. P. P 474. See also Lassen, Ind. Ant ii, 755, 934.

(২) রামায়ণ ; (৩) রামায়ণ ৪।২৫,২৭,২৮ ;

(৪) আর্য্য এবং অনার্য্যগণ বহুকাল একত্রে অবস্থান করায় তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্যও ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ভীম, হিড়িম্বা রাক্ষসীর করগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৫) অ, বে ৪।৬।১ ;

যাহার দশ বদন অবশ্য তাহার কুড়ি হস্ত। রাবণ দশ বদন বিংশ বাহু। সুতরাং রাবণ ব্রাহ্মণ। রাবণ বেদজ্ঞ ছিলেন। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া রাবণ সীতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। রাবণ এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ 'সর্ব্ব বেদবিদঃ শূরঃ সর্ব্বসুচরিতব্রতঃ' ছিলেন (১)। বিভীষণ ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসাচার বর্জ্জিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (২)। বিভীষণ ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যেন মহা বিপদ সময়েও তাঁহার অধর্ম্মের দিকে মন না যায় এবং 'অশিক্ষিতঞ্চ ভগবন ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাতু মে' (৩)। বিভীষণ 'ধর্ম্মগোপ্তা ক্রিয়া রতিঃ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (৪)। যাঁহারা বেদবিদ্, অধর্ম্মকে ভয় করিতেন, ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা তাঁহাদিগকে কি বলিয়া অনার্য্য বংশসম্ভূত বলিব?

যদি রাবণ আর্য্যবংশ সম্ভূতই হন তবে তিনি অদেব, ইন্দ্রদ্বেষী, যজ্ঞ নষ্টকারী, রাক্ষস প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইলেন কেন? ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণ ভিন্নসম্প্রদায়ভুক্ত লোক মাত্রকেই দস্যু, যাতুধান, প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেন। বলিতে কি ব্রাহ্মণ কুলের আদর্শস্বরূপ বিশ্বামিত্রও যাতুধান প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত হইয়াছিলেন (৫)। এরূপ অবস্থায় রাঘবদ্বেষী রাবণ যে রাক্ষস বলিয়া বর্ণিত হইবেন, তাহার আশ্চর্য্য কি?

রামায়ণ মধ্যে, লঙ্কা, রাবণের সভার অবস্থা, সৈন্যবিভাগ, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনক্রম প্রভৃতির বিষয় যে প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে কোন প্রকারেই রাবণকে অনার্য্য, অসভ্য নাম দেওয়া যাইতে পারে না।

মধ্য আসিয়া পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যগণ এক দিনে বা এক সময়ে দলবদ্ধ হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন নাই। বহুকালে ভিন্ন ভিন্ন দলে আর্য্যগণ ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। ইহারই মধ্যে কোন এক দল বিন্ধ্য পর্ব্বত,

(১) ম,ভা ৩।১৫।৯৮১ ;
(২) রামায়ণ ৩।২৩।৩৮ ; (৩) ম,ভা ৩।১৫।৯১৮ ;
(৪) ম,ভা ৩।১৫।৮৯৭ ,
(৫) Professor Muller's 'Last results of the Turanian Researches.' P. P. 344.

দাক্ষিণাত্য অতিক্রম করিয়া ভারতের দক্ষিণ সীমায় উপস্থিত হন এবং সাগর অতিক্রম করিয়া লঙ্কা দ্বীপে উপনিবিষ্ট হন। অবশ্য রামচন্দ্রের পূর্ব্বেই আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র দক্ষিণদেশে বিস্তর মুনির সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং দেখা গিয়াছে, আর্য্যদিগের সহবাসে বিস্তর অনার্য্যজাতি কিয়ৎপরিমাণে আর্য্য আচার ব্যবহার গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিল। ইহাতেই অনুমান করা যাইতেছে যে, রাবণের পূর্ব্বপুরুষগণ রামচন্দ্রের বহু পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া সিংহল দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। রাবণের অনুচরগণ মধ্যে বিস্তর ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদিগের আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে তাহাদিগকে কোন প্রকারেই আর্য্যশোণিত হইতে উৎপন্ন বলা যায় না। লঙ্কা অনার্য্যভূমি, তথাকার আমমাংসভোজী অরণ্যবাসী অধিবাসীগণের সহিত দশাননের পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল একত্রে বাস করিয়াছিলেন। মানব সহচর অন্বেষণ করে। সমুদ্রবেষ্টিত লঙ্কায় নূতন উপনিবিষ্ট কয়েকজন ভিন্ন অপর আর্য্যবংশীয় ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং তাঁহাদিগকে অগত্যা তথাকার আদিম অধিবাসীগণের সহিত মিশিতে হইয়াছিল। বহুকাল একত্র বাসহেতু উভয় জাতিরই আচার ব্যবহারের কথঞ্চিৎ অন্তর ঘটিয়াছিল। বিশেষতঃ দেশভেদে আচার ব্যবহারেরও প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। কালসহকারে আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী আর্য্যগণের আচার ব্যবহারের সহিত সিংহলবাসী আর্য্যগণের আচার ব্যবহারের পার্থক্য জন্মিয়া ছিল।

রাবণ আমমাংসভোজী বন্য আদিম নিবাসীগণের বংশ হইতে উৎপন্ন হন নাই, একথা এক প্রকার নিশ্চয়। তবে তিনি আর্য্যবংশোদ্ভব না হইলেও হইতে পারেন। আসীরীয়বংশে রাবণের উৎপত্তি এ প্রকার অনুমানও অযৌক্তিক নহে। রাবণ রাক্ষস অসুর প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন। আসীরীয় শব্দ কালসহকারে অসুর হইয়াছে, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারত সিদিয় এবং আসীরীয়গণের আক্রমণে ব্যস্ত হইয়াছিল। হইতে পারে, এই আক্রমণকারীগণের মধ্যে কোন এক দল জয়মদে মত্ত হইয়া ক্রমে ভারতের দক্ষিণ

দিকে গমন করিয়াছিলেন। ভারতের শস্যশালিনী স্বাস্থ্যকায় ভূভাগ পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্য মধ্যে ও রাক্ষসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুনিগণের যজ্ঞকার্য্যে রাক্ষসগণ বিঘ্ন উৎপাদন করিত। দাক্ষিণাত্যবাসী রাক্ষসগণের সহিত রাবণের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। যদি রাবণও এই সকল রাক্ষস এক বংশ সম্ভূত হয়, তবে বলা যাইতে পারে ভারতে উপনিবিষ্ট আসীরীয়গণের সন্তাননিকর মধ্যে কতকগুলি দাক্ষিণাত্য ও কতকগুলি লঙ্কায় বাস করিয়াছিল। এই আসীরীয়গণ বহুকাল আদিম নিবাসীগণের সহিত একত্রে অবস্থান করায় ইহারা অধিক পরিমাণে আদিম নিবাসীগণের আচার ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

সোম।

প্রথম অধ্যায়—৮ম পৃষ্ঠা।

দেবতানিকর সোমপান করিয়া আনন্দপ্রদ মত্ততা লাভ করিতেন (১)। ইন্দ্র সোমপানে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। ইন্দ্র অগ্নি এবং অন্যান্য সকল দেবতাই সোমপান করিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন (২)। সোমরস পানকালে ইন্দ্র বৃষমাংস ভোজন করিতেন (৩)। কৌতূহল পরতন্ত্র পাঠকের জন্য এ স্থলে ঋগ্বেদের কিয়দংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম। ঋগ্বেদের যথাযথ অনুবাদ করিতে সাহস হইল না। সুতরাং শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার জে, মুইরের অনুবাদ এই স্থলে গৃহীত হইল। এই উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে দেখা যাইবে, ইন্দ্র সোমপানে কি রূপ অনুরক্ত ছিলেন, সোমপান করিয়া কি প্রকারে প্রফুল্ল হৃদয়ে গান করিতেন এবং কি প্রকারে সোমরস মনকে উত্তেজিত করিত।

সোমপানার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান।

Thou, Indra, oft of old hast quaffed
With keen delight our soma draught.
All gods all luscious soma love,
But thou all other gods above.

১। আ, ব্রা ৬।১১
২। ঋ বে ৮।৪।১২;
৩। ঋ, বে ১০।২৮।৩;

Thy mother knew how well this juice
Was fitted for her infant's use.
Into a cup she crushed the sap,
Which thou didst sip upon her lap.
Yes, Indra, on thy natal morn,
The very hour that thou wast born.
Thou didst those jovial tastes display
Which still survive in strength to-day.
And once, thou prince of govial souls,
Men say thou drainedst thirty bowls.
To thee the soma-draughts proceed,
As streamlets to the lake they feed,
Or rivers to the ocean speed.
Our cup is foaming to the brim
With soma pressed to sound of hymn.
Come, drink, thy utmost craving slake,
Like thirsty stag in forest lake,
Or bull that roams in arid waste
And burns the cooling brook to taste,
Indulge thy taste, and quaff at will,
Drink, drink again, profusely swill,
Drink, thy capacious stomach fill.

সোমের গুণকীর্ত্তন।

This soma is a god ; he cures
The sharpest ills that man endures.
He heals the sick, the sad he cheers,

He nerves the weak, dispels their fears,
The faint with martial ardour fires,
With lofty thoughts the bard inspires,
The soul from earth to heaven he lifts ;
So great and wondrous are his gifts.
Men feel the god within their veins,
And cry in loud exulting strains :
"We have quaffed the soma bright,
And are immortal grown ;
We've entered into light,
And all the gods have known
What mortal now can harm,
Or foeman vex us more ?
Through thee beyond alarm,
Immortal god, we soar,"
The gods themselves with pleasure feel
King somas influence o'er them steal,
And Indra once, as bards have told,
Thus sang in merry mood of old :——

ইন্দ্রের সোমপানকালীন গান।

"Yes, Yes, I will be generous now,
And grant the bard a horse and cow :
I've quaffed the soma-draught.
These draughts impel me with the force
Of blasts that sweep in furious course :
I've quaffed the soma-draught.

They drive me like a car that speeds,
When whirled along by flying steeds.
These hymns approach me fondly now,
As hastes to calf the mother-cow.
I turn them over as I muse,
As carpenter the log he hews.
The tribes of men, the nations all,
I count as something very small.
Both worlds, how vast soe'er they be,
Don't equal even the half of me.
The heaven in greatness I surpass,
And this broad earth, though vast her mass,
Come, let me as a play-thing seize,
And toss her wheresoe'er I please.
Come, let me smite with vigorous blow,
And send her flying to and fro.
My half is in the heavenly sphere,
I've drawn the other half down here.
How great my glory and my power!
Aloft into the skies I tower.
I'm ready now to mount in air,
Oblations to the gods to bear,
I've quaffed the soma-draught.

ইন্দ্রের সোমপান।

And not in vain the mortal prays,
For nothing loth the god obeys,

The proffered bowl he takes;
Well trained the generous juice to drain,
He quaffs it once, he quaffs again,
Till all his thirst he slakes,
And soon its power the Soma shows,
Through Indra's veins the influence flows,
With fervour flashed he stands;
His forehead glows, his eyes are fired,
His mighty frame with force inspired,
His towering form expands.
He straightway calls his brave allies,
To valorous deeds exhorts, and cries—
"Stride, Vishnu, forward stride;
Come Maruts, forth with me to war,
See yonder Vrittra stands afar,
And waits the coming of my car;
We soon shall crush his pride." (১)

এতৎসম্বন্ধে অধিক স্থান উদ্ধৃত করার কোন আবশ্যক নাই। এই উদ্ধৃতভাগ পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, আর্য্যগণ সোমরসকে কি প্রকার চক্ষে দেখিতেন। বেদমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচীন ঋষিগণ সোমকে ধর্ম্মকর্ম্মের আস্পদ জ্ঞান করিতেন (২)।

সোমপান দ্বারা শুক্র বলবান এবং জননশক্তি বৃদ্ধি হইত। সামবেদে সবুজ এবং হরিদ্বর্ণ দুই প্রকার সোমের উল্লেখ আছে (৩)। ভাব প্রকাশ

১। Dr. Muir's Original Sanskrit Texts. Vol V PP 129—132.
২। ঋ, বে, ৯।৯৬।১১
৩। Dr. Muir's Original Sanskrit Texts Part II appendix note D.

মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, সোম ত্রিদোষ নাশকারী কটু তিক্ত রসবিশিষ্ট লতা।

রাজনির্ঘণ্টের বর্ণনানুসারে।

"সোমবল্লী মহাগুল্মা যজ্ঞশ্রেষ্ঠা ধনুর্লতা।
সোমার্হা গুল্মবল্লী চ যজ্ঞবল্লী দ্বিজপ্রিয়া॥
সোমক্ষীরা চ সোমা চ যজ্ঞাঙ্গা রুদ্রসংখ্যয়া।
সোমবল্লী কটুঃ শীতা মধুরা পিত্তদাহহৃৎ।
কৃষ্ণা বিশোষশমনী পাবনী যজ্ঞসাধনী॥"

সোমযাগ আর্য্যগণের একটী প্রধান যজ্ঞ। ইহা সোমলতারস পানাঙ্গক ত্রৈবার্ষিক যজ্ঞবিশেষ। সোমযাগের ফলশ্রুতিও অনেক। ভগবান নারদের প্রশ্নানুসারে সোমযাগের ফল নারায়ণ বলিয়াছেন :(১)

ব্রহ্মহত্যাপ্রশমনং সোমযাগফলং মুনে।
বর্ষং সোমলতাপানং যজমানঃ করোতি চ॥
বর্ষমেকং ফলং ভুঙ্গে বর্ষমেকং জলং মুদা।
ত্রৈবার্ষিকমিদং যাগং সর্ব্বপাপ প্রনাশনং॥
যস্য ত্রৈবার্ষিকং ধান্যং নিহিতং ভূতিবৃদ্ধয়ে।
অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি॥
মহারাজশ্চ দেবো বা যাগংকর্ত্তুমলং মুনে।
ন সর্ব্বসাধ্যো যজ্ঞোঽয়ং বহ্বন্নো বহুদক্ষিণঃ॥

উপবীত।

প্রথম—অধ্যায় ৯ম পৃষ্ঠা।

হিন্দুশাস্ত্র প্রণেতৃগণের বিধানানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পর্য্যায়ক্রমে অষ্টম, একাদশ এবং দ্বাদশ বৎসরে উপনয়নক্রিয়া সমাধান করা বর্ত্তব্য।

১। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৬০ অধ্যায়ে।

ভগবান মনুর নির্দ্দেশানুসারে :—

"গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তুদ্বাদশে বিশঃ॥ (১)"

এইরূপ অষ্টম, একাদশ ও দ্বাদশ বর্ষে উপনয়ন দিবার বিধান থাকিলেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ষোড়শ, দ্বাবিংশ এবং চতুর্বিংশ বৎসর অতীত না হইলে উপনয়নকাল অতীত হয় না। এই বর্ণত্রয় যদি এই প্রকার বয়সেও সংস্কৃত না হয়, তবে তাহারা পতিত হয়।

"আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্যানতীতঃ কাল আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য।
'আচতুর্বিংশাদ্বৈশ্যস্য অত উদ্ধং পতিত সাবিত্রিকা ভবন্তি॥(২)"
আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
"আদ্বাবিংশাৎ ক্ষাত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতের্বিশঃ। (৩)"

উপনয়নের এই প্রকার বিধান থাকিলেও যত অল্প বয়সে উপনয়নক্রিয়া সমাধান হইত—উত্তম। ভগবান মনু বলেন,—'যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ণ ও তদর্থ গ্রহণ শ্রেষ্ঠ কামনা করেন, তাঁহার গর্ভবাসসহ পঞ্চম বৎসরে এবং বিপুল হস্ত্যশ্বাদিপ্রার্থী ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠ বৎসরে ও বাণিজ্যার্থী বৈশ্যের অষ্টম বৎসরে উপনয়ন দেওয়া বিধেয় (৪)।'

'কার্পাস সূত্রত্রয় করতলমধ্য করিয়া সব্যকর ঊর্দ্ধ ও বামহস্ত অধঃ চালনা দ্বারা যে সূত্র প্রস্তুত হয়, তাহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হস্তমধ্যে ধারণপূর্ব্বক বাম হস্ত ঊর্দ্ধে ও সব্য হস্ত নীচে চালনা করিলে যে সূত্র হয়, তাহাকে তিন বার বেষ্টন করিয়া গ্রন্থি বন্ধন করিলে যজ্ঞোপবীত সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। ইহা কেবল ব্রাহ্মণেরাই ধারণ করিবেন। ক্ষত্রিয়েরা শণসূত্র দ্বারা ঐরূপ ও বৈশ্যগণ মেষলোমদ্বারা ঐরূপে উপবীত প্রস্তুত করিবে। ব্রাহ্মণব্রহ্মচারী বিল্ব পলাশের দণ্ড, ক্ষত্রিয়ব্রহ্মচারী বট, খদিরের দণ্ড এবং বৈশ্যব্রহ্মচারী

১। মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায় ৩৬ ;
২। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১।২০ ;
৩। মনুসংহিতা ২য় অধ্যায় ৩৮ ;
৪। মনুসংহিতা ২য় অধ্যায় ৩৭ ; শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার বিদ্যারত্নের অনুবাদ।

পিলু অথবা উড়ুম্বরের দণ্ড ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণের দণ্ড কেশ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্য্যন্ত ও বৈশ্যের নাসিকা পর্য্যন্ত প্রমাণ দণ্ড করিতে হয়। এই দণ্ডগুলি সরল, ক্ষত রহিত ও সুদৃশ্য হইবে এবং ত্বকযুক্ত ও অগ্নিদ্বারা দূষিত হইবে না। দেখিতে এমন সৌম্য দর্শন হইবে যে, উহার প্রতি দৃষ্টি করিলে কাহারও মনে ভয়ের সঞ্চার না হয়। ইহারা মনোমত দণ্ড ধারণ করিয়া ভগবান বিবস্বতের উপস্থান করিবে। বহ্নিপ্রদক্ষিণানন্তর বিধানানুসারে ভিক্ষা করিবে। ব্রাহ্মণব্রহ্মচারী উপনীত হইয়া অগ্রে "ভবৎ" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন, ক্ষত্রিয়েরা "ভবৎ" শব্দ মধ্যে করিয়া ও বৈশ্যগণ "ভবৎ" শব্দ শেষ প্রয়োগ করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা, করিবেন (১)।'

শব্দের সাদৃশ্য।

তৃতীয় অধ্যায় ৪৮ পৃষ্ঠ।

আমরা কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষার শব্দ উদ্ধৃত করিয়া সাদৃশ্য দেখাইয়াছি। কিন্তু সেগুলির সংখ্যা এত অল্প যে তৎপাঠে কৌতূহল নিবারণ হয় না, তজ্জন্য আমরা এস্থলে Bopp, Benfey, Aufrecht, Pictet, Muir প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গ্রন্থ হইতে কতকগুলি শব্দ এই স্থলে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

সংস্কৃত	লাটিন	গ্রীক।
জামাতৃ	Gener	Gambros
পুত্র	Puer ?	...
বিধবা	Vidua	...
বীর	Vir	Hērōs
বীরাট	Virtus	...

১। মনুসংহিতা ২য় অধ্যায় ৪৪—৪৯ ; শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্নের অনুবাদ।

পরশু	...	Pelekus
জরা	...	Gēras
যুবন	Juvenis	...
সর্প	Serpens	Herpeton
পত্নী	...	Potnia
দিবস্পতি	Diespiter	...
বরুণ	...	Ouranos
মক্ষিকা	Musca	...
পশু	Pecu	Pōü
অশ্ব	Equus	Hippos
ঋক্ষ	Ursus	Arkos
দম	Domus	Domos
অরিন্দম	...	Hippodomus
অরি	...	Eris
দ্রুম	...	Drumos
ধূম	Fumus	Thumos
প্রস্তর	...	Petros
নামন	Nomen	Onoma
শঙ্খ	Concha	Konkhos
বাক	Vox	...
রাজন্	Rex	...
রাজ্ঞী	Regina	...
জানু	Genu	Gonu
মধু	...	Methu
দেব	Deus	Theos
হিম	Hiems	Kheimōn
হৃদয়	Cor	Kardia

দিবস	Dies	...
স্থামন	Stamen	...
ষ্টরিমন	Stramen	...
দান	Donum	Dōron
ওজস	...	Auge
লোক	Locus	...
যব	..	Zea
ছায়া	...	Skia
স্তূপ	Tumulus	Tumbos
আলোক	Lux	Leukos
পদ	Insertpedis	Podos
বল্মীক	Tormica	Murmex ?
দতৃ	Dator	Dōter
দাতৃ	Datri	Doteira
জনিতৃ	Genitor	Genetōr
জাত	Gnatus	...
জ্ঞাত	Notus	Gnōtos
গুরুস	Gravis	...
গরীয়স	Gravius	...
গরিষ্ঠ	Gravissimus	...
বরিষ্ঠ	...	Aristos
লঘু	...	Elakhus
মহান	Magnus	Megas
মহিয়ান	Major	Meizon
বহু	...	Pakhus
আশু	...	ōkus
মৃদু	...	Bradus

রুধির	...	Eruthros
গর্ম্ম	...	Thermos
শুষ্ক	Siccus	...
পূর্ণ	Plenus	Pleos
দীর্ঘ	...	Dolikhos
নভস্	Nubes	Nephos
অভ্র	Imbor	Ombros
বাত	Ventus ?	...
তারা	Astrum	Aster, Astron
দ্বারা	...	Thura
নাসিকা	Nasus	...
বস্ত্র	Vestis	...
মাষ	Mensis	Men
অয়স	Aes	...
পুরি	...	Polis
প্রজা	Progenies	...
রস	Ros	Drosos
অন্ত্র	Venter	Enteron
যকৃৎ	Jecur	Hepar
দক্ষিণ	Dexter	Dexios
কেশ	Cesaries	...
কপাল	Caput	Kephate
ক্ষুর	...	Xuron
অক্ষি	Oculus	Okos
আস্য	Os	...
বাহু	...	Pekhu
অস্থি	Os	Osteon

অসি	Eusis	...
পদাতি	Peditis	Pezos
বাহন	...	Okhanon
ফুল্ল	Folium	Phullon
দ্রাক্ষা	...	Rhat
চত্বারস	Quatuor	Tessares
পঞ্চন	Quinque	Pente
দশন	Decem	Deka
বিংশতি	Viginti	Eikosi
শতম্	Centum	Hekatum
প্রথমস্	Primus	Protos
দ্বিতীয়স্	Secundus	Deuteros
তৃতীয়স্	Tertens	Tritos
চতুর্থস্	Quartus	Tetartos
পঞ্চমস্	Quintus	Pemptos
ষষ্ঠস্	Sextus	Hektos
সপ্তমস্	Septimus	Heldomos
অষ্টমস্	Octavus	Ogdoos
নবমম্	Nonus	Hennatos
দশমস্	Decimus	Dekatos

আর অধিক শব্দ উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই। এতদ্দ্বারাই কিয়ৎ পরিমাণে আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য নিরূপিত হইতে পারিবে।

পৃষ্ঠা	পঁক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭২	৮	বিতহব্যের	বিতহব্যের
৭২	১০	আত্মাবৎ	আত্মবৎ
৭২	১৫	রাজস্রব	বাজশ্রব
৭২	১৯	প্রধপ	প্রধান
৭৩	২০	অগ্নিভে	অগ্নিতে
৭৪	৩	সমক্ষে	সম্বন্ধে
৮৩	১৩	করিয়া	করিয়া
৮৭	১৩	সাহার্য্যে	ব্যবহার
১০০	১৭	দেখিয়াছি	দেখিয়াছি
১০৫	১২	শুন-সেককে	শুনঃ-সেফকে
১০৬	৪	কণ্মাসপাদ	কণ্মাষপাদ
১০৭	১৭	অনম্বু	অলম্বুষা
১১৮	১২	ভগধন	ভগবান
১২৯	২০	ভ্রাত্যর	ভ্রাতার
১৩৯	১২	অবস্থিতি	অবস্থিত
১৪০	২০	এতচ্ছবণে	এতচ্ছ্রবণে
১৪২	২৬	বজ্ঞ	যজ্ঞ
১৪৪	১২	স্নায়ু	স্নায়ু
১৫২	৩	গণরায়	গণনায়
১৫৯	৬	কন্যাকে	পুত্রকে
১৫৯	৬	ছিলেন	থাকা
১৫৯	২৭	পর্য্যতি	সর্য্যতি
১৬০	২৮	গোনন্দ	গোনর্দ্দ

সংশোধনী।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১০	অনতীত সাক্ষী	অতীতসাক্ষী
৪	২৩	সপ্তসিন্দু	সপ্তসিন্ধু
৬	২২	পারসি	পারসিক
৮	৬	৫ম	পঞ্চমতঃ
১৪	১৭	উল্লেষ	উল্লেখ
১৬	২	জ্ঞানস্তব	জ্ঞানস্তূপ
১৬	১০	আত্যন্তিকে	অত্যন্তিকে
১৬	১৬	সিরিকা	সৌরিকা
১৯	৭	প্রমাণ	প্রমাণও
২৪	৪	অহুর্‌রমজ্দ	অহুরমজ্দা
২৪	১৭	নিষেই	নিসেই
২৫	২২	আবর্ত্তীক	আবর্ত্তিক
৩০?	১২	জাগতিছন্দঃ	জগতীছন্দঃ
৩১?	১	রচয়ি	রচয়িতা
৩৬	২	গৃহী	গৃহীতা
৩৬	৫	রচ	রচনা
৩৯?	৯	বেদভাষা	দেবভাষা
৪১	৬	জাগতী	জগতী
৪২	২০	রাজয্	রাজম্
৪২	২১	রাজ্ঞমনী	রাজমনী
৪৩	১৩	বহ্বৃক	বহ্বৃচ
৬১?	২১	দৃষ্ট	দৃষ্ট হয়

BLOCKED INFORMATION.